জাতীয় সংসদের ভাষণ ও বিভিন্ন সাক্ষাৎকার

বিশ্বনন্দিত মুফাস্‌সির ও খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

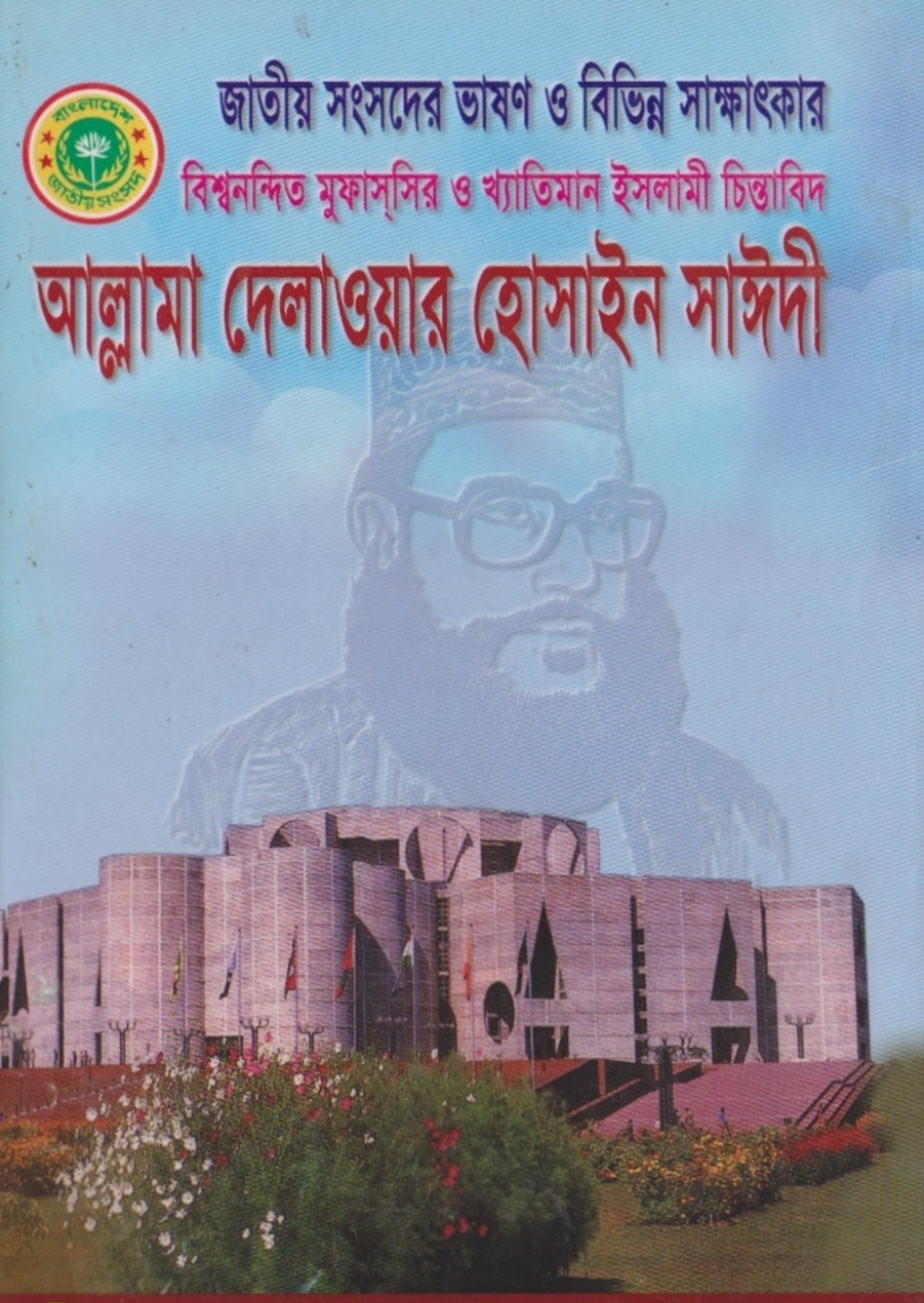

কারেন্ট পাবলিকেশন্স ■ ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্বনন্দিত মুফাস্‌সীর ও খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের

জাতীয় সংসদে ভাষণ
ও
বিভিন্ন সাক্ষাৎকার

প্রকাশনায়
কারেন্ট পাবলিকেশন্স
৪/৫, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রকাশক

মাওলানা আ, ন, ম, ফয়েজ আহ্‌মদ
মাওলানা মোঃ নুরুল্লাহ

সম্পাদনায়

সাইয়েদ রাফে সামনান
প্রেস সেক্রেটারী, জামায়াত পার্লামেন্টারী গ্রুপ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মাওলানা রাফীকুল ইসলাম সাঈদী
মোশাররফ হোসাইন সাগর

স্বত্ব

আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর '৯৬
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ - ডিসেম্বর '৯৬
পরিবর্ধিত তৃতীয় প্রকাশ - ডিসেম্বর '৯৭
পরিবর্ধিত চতুর্থ প্রকাশ - সেপ্টেম্বর '৯৯

মুদ্রক ঃ **হেরা প্রিন্টার্স**

শব্দ বিন্যাস ঃ **প্রাইম কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স**

মূল্য ঃ ৭০ টাকা

পরিবেশনা

গ্লোবাল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং নেটওয়ার্ক লিঃ
ও
তাসনিয়া বই বিতান, ওয়ারলেস রেলগেট
মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীক্রম

● **সাঈদীর সংক্ষিপ্ত জীবণালেখ্য** ১১
● এক নজরে মাওলানা সাঈদী ১৩
● দেশ গঠন ও সমাজ সেবায় আল্লামা সাঈদী ১৪
● কারাগারে দিনগুলো ১৬
● মাসিক আলোর পথের সাথে সাক্ষাৎকার ১৯
● **ইসলামী সমাচারের মুখোমুখী সাঈদী** ২৪
● সংসদে এমপিদের মাথাগুণে ২৯
● বায়তুল মুকাররমে ১৪৪ ধারা ৩৩
● জাতীয় সংসদের '৯৯-২০০০ বাজেট ৩৫
● দেশের স্বার্থে নির্বাচন ৫১
● তেহরানে রেডিও সাক্ষাৎকার ৫৫
● প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে ৫৭
● সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানো শিরক ৫৮
● সম্পুরক বাজেটের উপর আলোচনা ৬০
● জাতীয় সংসদে '৯৬-'৯৭ অর্থ বৎসরের বাজেট আলোচনা ৬২
● যে ভুলের জন্য শেখ হাসিনা ক্ষমা চেয়েছিলেন ৭০
● সংসদে ১ম অধিবেশনের পর্যালোচনা ৭৩
● সংসদে ২য় অধিবেশন শুরু ৭৫
● আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আলোচনা ৭৬
● সংসদে জাতীয় বিদ্যুৎ নীতির উপর আলোচনা ৭৮
● সংসদে শিল্পনীতির উপর আলোচনা ৮১
● প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর ধন্যবাদ উপলক্ষে আলোচনা ৮৩
● ট্রানজিট ও উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে আলোচনা ৯০
● পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা ৯৭
● অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চল প্রসঙ্গে ৯৯
● আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি প্রসঙ্গে ১০০

www.pathagar.com

- বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে ১০১
- বাংলাদেশে মদ ও জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিল ১০২
- নানা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার কারণে পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা প্রসঙ্গে ১০৫
- ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের বাজেটের ওপর ঐতিহাসিক আলোচনা ১০৬
- ইহুদী কুচক্রী মহলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব ১১৪
- পিরোজপুরের ইন্দুরকানীকে পূর্ণাঙ্গ থানায় রূপান্তরের দাবী ১১৪
- পাকিস্তানে আটকেপড়া বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনুন ১১৫
- পিরোজপুরের কচা নদীতে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করুন ১১৫
- মদ-জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিল প্রসঙ্গে ১১৬
- প্রতি ইউনিয়নের পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করুন ১১৭
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর করুন ১১৮
- মাওলানা সাঈদীর ওয়াক আউট ১২০
- ভয়েস অব আমেরিকার সাথে মাওলানা সাঈদীর সাক্ষাৎকার ১২২
- Allama Sayedee's Interview with Radio Tehran ১২৫
- মাওলানা সাঈদীর ওপেন চ্যালেঞ্জ ১২৭
- মামলার বিজয় ১২৯
- আরবী সাক্ষাৎকার ১৩৩
- প্রকাশিত খবরের বিবৃতি ১৩৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক কথা

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর সদর নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন বিশ্বনন্দিত মুফাস্‌সীরে কুরআন ও ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার হযরত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

সুদীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি সুবিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে ওয়াজ নসীহত ও কুরআনুল কারীমের হৃদয়গ্রাহী তাফসীরের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী গণজাগরণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুরআনের বিপ্লবী পয়গাম দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। যার ফলশ্রুতিতে এ যাবত দেশে–বিদেশে পাঁচ শতাধিক অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি শুধু বাংলাদেশেই নয় পাক-ভারতসহ গোটা এশিয়া এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সুপরিচিত আপন মহিমায় ভাস্বর ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ বাগ্মী। এদেশে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্নদর্শীদের কাছে তিনি শৌর্য ও ঐক্যের প্রতীক। জনপ্রিয়তার যেকোন মাপকাঠি ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। তথাপি দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর তেমন একটা সরব পদচারনা ছিল না।

কিন্তু বিগত জুন '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এ দেশের আপামর গণমানুষের কাছে হয়েছেন জীবন্ত কিংবদন্তী। জাতীয় সংসদ পরিবারের একেবারেই নবীন সদস্য হিসেবে তিনি যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাবলীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা দেশে-বিদেশে সর্বমহলে আলোচিত ও প্রশংসিত। সংসদে তাঁর প্রতিটি বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল, গঠনমূলক ও গোছানো। সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, শিল্পনীতি, বিদ্যুৎনীতি, বাজেট, আইন–শৃংখলা পরিস্থিতিসহ এমন কোন ইস্যু বা বিষয় নেই যে বিষয়ে তিনি সংসদে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণী বক্তব্য না রাখেন। সংসদে তাঁর যুক্তিনির্ভর আলোচনাকালে সংসদ সদস্যগণ যেমন চমৎকৃত হন তেমনি সরাসরি গ্যালারীর দর্শক ও রেডিওর শ্রোতাগণও হন অভিভূত ও উপকৃত।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলেও সংসদে আল্লামা সাঈদীর ভূমিকা দল-মত নির্বিশেষে এ দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বলীয়ান। তিনি তাঁর বক্তব্য ও কর্মে প্রমাণ করেছেন একটি দলের পক্ষ নিয়ে নির্বাচন করলেও প্রকৃত অর্থে তিনি দেশের ১৩ কোটি

www.pathagar.com

তৌহিদী জনতার মুখপাত্র। কিন্তু দুঃখজনকভাবে লক্ষণীয় যে, তাঁর সেইসব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলি টিভি কর্তৃপক্ষ কুপমুণ্ডকতার কারণে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রচার করে না। কয়েকটি পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশ পত্রিকার ভূমিকাও তথৈবচ। তাই 'আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' তাঁর বক্তব্যগুলো সচেতন দেশবাসীর সামনে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের জাতীয় সংসদ বক্তৃতামালার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রথম সংস্ককরণে শুধুমাত্র সপ্তম সংসদের প্রথম অধিবেশন সন্নিবেশিত হয়। পরবর্তীতে ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তব্যের বাছাইকৃত অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপরে বইটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ইতিপূর্বে সবগুলো কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।

বর্তমানে এ বইটির চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। জুলাই '৯৯ পর্যন্ত সপ্তম সংসদের যতগুলো অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে। তার সবগুলো অধিবেশনে আল্লামা সাঈদী অসংখ্য বক্তব্য রেখেছেন, বৈধতার প্রশ্ন তুলেছেন, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব এনেছেন, মন্ত্রীদের শত শত প্রশ্ন করেছেন, অসংখ্য নোটিশ দিয়েছেন। এর সবগুলোই জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীতে রেকর্ড হয়ে আছে। তাঁর সমস্ত বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রশ্নোত্তর একত্রে একটি পুস্তকে আনতে হলে পুস্তকের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যেত, যা সব শ্রেণীর পাঠকের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হত না। তাই তাঁর বক্তব্য হতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতি নির্ধারণী বক্তব্যসমূহ এবং কয়েকটি সাক্ষাৎকার এ বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সদস্য সংখ্যা মাত্র ৩ জন। ৩৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশাল হাউজে সংখ্যাস্বল্পতার কারণে এবং প্রধান বিরোধী দল ও স্পীকারের বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে দু'তিনটি অত্যন্ত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আল্লামা সাঈদী তার সারগর্ভ বক্তব্য সংসদের ফ্লোরে তুলে ধরতে পারেননি। এমন বিষয়গুলোর গুরুত্বের নিরিখে সেই বক্তব্যগুলো তাঁর নোট থেকে এ গ্রন্থে সংকলিত হলো– যা পাঠ করে পাঠকসমাজ উপকৃত হবেন। আল্লাহপাকের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ বক্তব্যসমূহকে ইসলাম ও ইসলামী বিপ্লবের পথে কবুল করেন। আমীন!

মহান আল্লাহ আমাদের সহান হোন। মা'আস্‌সালাম।

— সাইয়েদ রাফে সামনান

www.pathagar.com

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিগত সিকি শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের তাফসীর, তথ্যনির্ভর বক্তব্য, ভিন্ন ধারায় চুলচেরা বিশ্লেষণ, সুললিত কণ্ঠ, প্রমিত উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি, ভাষার লালিত্য, যুক্তির সহজ প্রয়োগ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল উপস্থাপনা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ লিখনী, সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অবদানের জন্য যিনি স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমান জনপ্রিয়; ইসলামের উপর আঘাত আসলে জীবন বাজী রেখে যিনি সিংহের মতো বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠেন; যিনি খোদাদ্রোহী ও দেশদ্রোহী শক্তির শত হুংকার, বাধা-বিপত্তি ও অপপ্রচারকে চ্যালেঞ্জ করে অগণন জনতার মাঝে ব্যতিক্রমধর্মী স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল; নিজের সকল যোগ্যতা, অসীম গুণাবলী, সিংহসম সাহ, আর্কষণীয় ব্যক্তিত্ব, সততা ও আপোষহীনতার জন্য যিনি দল-মত নির্বিশেষে কোটি কোটি জনতার প্রাণের স্পন্দন ঈমানী চেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তিনি পিরোজপুরের কৃতি সন্তান জাতীয় সংসদ সদস্য **আল্লামা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী**।

আল্লামা সাঈদী নামটির সাথে পরিচয় নেই এমন লোক দেশে বিরল। ফলে দেশের এই সর্বাধিক জনপ্রিয় মুফাসীর ও ধর্মীয় নেতার ব্যাপারে মানুষের কৌতুহলের অন্ত নেই।

আল্লামা সাঈদী একটি চরম উত্তপ্ত সময়ে আল-কুরআনের বিপ্লবী আহবান নিয়ে আভির্ভুত হয়েছিলেন। তখন থেকে আজ অবধি কুরআনের শাশ্বত আহবান প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছাচ্ছেন অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে। তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুরআনের যে কালজয়ী তাফসীর পেশ ও বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তা নিঃসন্দেহে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিশাল সংযোজন। তিনি মুসলিম বিশ্বের অহংকার।

www.pathagar.com

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মাত্র নন, তিনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহুমাত্রিক পরিবেশ। দেশে ও বিদেশে তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ জনতার মহা মিলন মেলা। জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে সুবিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা তুলনাহীন। ইসলামী অঙ্গনে তিনি নন্দিত নায়ক, শৌর্যের প্রতীক। তাঁর তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের বিপুল জনপ্রিয়তা দেখেই বুঝা যায় এর মাধ্যমে অগণিত মুক্তিপাগল মানুষকে আলোড়িত করা সম্ভব, আত্মসচেতন করা সম্ভব, ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করা সম্ভব, সমাজ সংস্কার সম্ভব, মহাবিপ্লব সম্ভব। এবং এ কাজটির অগ্রদূত হচ্ছেন **আল্লামা সাঈদী**। তাঁর যুগান্তকারী তাফসীর শুনে দেশে-বিদেশে এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে নিউইর্য়কের এটর্নী অফ 'ল' মিঃ জোসেফ গ্রোয়ে অন্যতম।

তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা। তবে তাঁর এই নেতৃত্ব ভালোবাসার। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অলেখ বন্ধন তিনি সৃষ্টি করেছেন দেশের মাটি ও মানুষের সাথে আপন মহিমায়। কথার ধূম্রজাল তিনি সৃষ্টি করেন না। যা বলেন স্পষ্টই বলেন। তিনি যেমন ইসলামের সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন তেমনিভাবে বাস্তব জীবনেও তা আমল করেন। তার অবস্থানকে অস্বচ্ছ না রেখে উজ্জ্বল করে তোলেন তিনি। সর্বক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষেই তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান। চরম ক্ষতি মেনে নেয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর। তাই তিনি পিছু হটেন না। অপবাদের ভয়, জানমালহানির আশংকা তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে গণমানুষের কাছে তিনি বড় বেশি প্রিয় ও আস্থাভাজন।

যখনই কোন অশুভ শক্তি ঈমানবিধ্বংসী কোন কার্যক্রম নিয়ে চতুরতার সাথে মাঠে নামে, যখন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার মুখোমুখি হয় তখনই তার কণ্ঠের বজ্রনিনাদ শোনা যায়। ঘুমন্ত জাতি জেগে ওঠে তখন। তাঁর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ এ দেশের তৌহিদী জনতা।

আঁধারের কোন দায় নেই, কিন্তু আলোর দায় অনেক বেশি। তাকে অন্ধকার দূরীভূত করতে হয়। একটু আবরণ, একটু আড়াল পেলেই অন্ধকার সেখানে আশ্রয় নেয়। তাই আলোকে সবসময় দায়বদ্ধতা নিয়ে চলতে হয়।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দায়-দায়িত্ব একই কারণে বেশি। অন্ধকার চতুর্দিক থেকে গ্রাস করে আছে। তিনি সেই অন্ধকারে আলোর বিচ্ছুরণ। এ যেন আলো ও অন্ধকারের চিরন্তন সংঘাত। সত্য ও মিথ্যার লড়াই। এই লড়াইয়ে তিনি দুঃসাহসী যোদ্ধা। মিথ্যা নিশ্চয়ই অপসৃত হবে। সত্যের জয় সুনিশ্চিত। মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য।

www.pathagar.com

এক নজরে আল্লামা সাঈদী

জন্ম তারিখ	ঃ	০২ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ ইং।
জন্মস্থান	ঃ	পিরোজপুর জেলায়।
নামকরণ	ঃ	ভারতের ঐতিহ্যবাহী ফুরফুরা শরীফের মরহুম পীর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী আল্লামা সাঈদীর জন্মলাভের পর বাংলাদেশে দাওয়াতী সফরে আসেন। তখন আল্লামা সাঈদীর পিত্রালয়ে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সাঈদী সাহেবের নামকরণ করেন **'দেলাওয়ার'**। সুবহে বাংলায় 'দেলাওয়ার' নাম ছিলো না। তৎকালে বীর যোদ্ধাদের উপাধি দেয়া হতো 'দেলাওয়ারে জং'। 'দেলাওয়ার' ফার্সী শব্দ, যার অর্থ—'যুদ্ধে বিজয়ী বীর'। সময়ের বিবর্তনে আজকের 'দেলাওয়ার' আর্দশিক যুদ্ধে অবতীর্ণ বীরযোদ্ধা। **'সাঈদী'** পূর্ব পুরুষের উপাধি, বংশ পরম্পরায় তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
পিতা	ঃ	মাওলানা ইউসুফ সাঈদী। তাঁর যুগে সুবক্তা ও পীরে কামেল হিসেবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন।
শিক্ষা	ঃ	পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরে ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা ও খুলনা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৬২ সনে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর একটানা পাঁচ বছর ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, মনোবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন মতাদর্শ ও ভাষার ওপর বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেন।
বিশাল কর্মময় জীবন	ঃ	১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হয়।
কারাবরণ	ঃ	১৯৭৫ সালে।
হজ্বপালন	ঃ	১৯৭৬ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর।
বিদেশ ভ্রমণ	ঃ	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের আমন্ত্রণে অর্ধ শতাধিক দেশ।
পদক প্রাপ্তি	ঃ	বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন সংস্থা থেকে। আগস্ট ৯১-এ ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা কর্তৃক **'আল্লামা'** খেতাব ও জুলাই '৯৩-এ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত

www.pathagar.com

আমেরিকান মুসলিম ডে প্যারেড সম্মেলনে 'গ্র্যান্ড মার্শাল' পদক প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থ রচনা ঃ ২০টি। দু'টি বই ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রিয় মতবাদ ঃ কালজয়ী আর্দশ ইসলাম।

প্রিয় রাজনৈতিক দল ঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

প্রিয় ছাত্র সংগঠন ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এবং ইসলামী ছাত্রী সংস্থা।

প্রিয় রাজনীতিক ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রঃ)।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব ঃ পিতা মাওলানা ইউসুফ সাঈদী (রঃ)।

প্রিয় বক্তা ঃ শায়খ আব্দুল হামিদ কিশক (মিশর), আহমাদ দীদাত (দঃ আফ্রিকা), মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী (বাংলাদেশ)।

প্রিয় লেখক ঃ আল্লামা মওদূদী, হাসানুল বান্না, ডঃ মরিস বুকাইলি, জর্জ ওরওয়েল, মাওলানা আব্দুর রহীম, কৃষাণ চন্দর।

প্রিয় কবি ঃ শেখ সাদী, ওমর খৈয়াম, ডঃ ইকবাল, কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ।

প্রিয় বন্ধু ঃ অধ্যক্ষ মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী।

ভয় ঃ আল্লাহ্‌কে।

ঘৃণা ঃ দাম্ভিকতা, কৃতঘ্নতা, সময় অসচেতনতা, কুসংস্কার, গিবত।

স্বপ্ন ঃ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন।

কামনা ঃ শহীদ মৃত্যু।

অবসরে ঃ অধ্যয়ন, আত্মীয়-স্বজনদেরকে সঙ্গদান।

সমাজ চিন্তা ঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধশালী ইসলামী চেতনালোকে উদ্ভাসিত সমাজ।

জীবনের আদর্শ পুরুষ ঃ বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

স্মরণীয় মুহূর্ত ঃ প্রথম কা'বা দর্শন।

বাণী ঃ পৃথিবীর কাছে আমরা বিভিন্নভাবে ঋণী। এ ঋণ শোধের জন্য প্রত্যেকের উচিত উত্তম চরিত্রবান ও সুশিক্ষিত সন্তান রেখে যাওয়া।

www.pathagar.com

দেশ গঠন ও সমাজ সেবায় আল্লামা সাঈদী

উপদেষ্টা	ঃ	রাবিতা আলম-আল ইসলামী; বাংলাদেশ মসজিদ মিশন; ইউ. কে ইসলামিক মিশন, ইংল্যান্ড; আল-মজলিসুল মুহাল্লি লি মাসাজিদ; বাংলাদেশ সৌদি আরব মৈত্রী সমিতি।
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	ঃ	শরিয়া কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ।
সদস্য	ঃ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ড, চট্টগ্রাম।
চেয়ারম্যান	ঃ	জামেয়া দ্বীনিয়া টঙ্গী, গাজীপুর; জামেয়া-ই কাসেমিয়া, নরসিংদী; দারুল কুরআন সিদ্দীকীয়া আলিয়া মাদ্রাসা, খুলনা; ইন্দুরকানী কলেজ, পিরোজপুর; এস.ডি মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা, পিরোজপুর এবং তা'লীমুল কুরআন ট্রাস্ট।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি	ঃ	ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ।
প্রধান পৃষ্ঠপোষক	ঃ	পিরোজপুর জনকল্যাণ ট্রাস্ট।
প্রধান পৃষ্ঠপোষক	ঃ	ইসলামিক কলেজ লন্ডন, ইংল্যান্ড।
প্রতিষ্ঠাতা	ঃ	নিউইয়র্ক ইসলামিক স্কুল, আমেরিকা।
প্রধান উপদেষ্টা	ঃ	হিফজুল কুরআন এ্যান্ড ইসলামিক সেন্টার লন্ডন, ইংল্যান্ড।
আজীবন সদস্য	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা থেকে

কারাগারের দিনগুলো

১৯৭৫ সালে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম কয়েদীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। কারাগারে জেল কোড মানা হয়নি। সেজন্য বন্দীদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হয়। যারা রাজনৈতিক কারণে কারাগারে যান তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করা উচিত। আর যারা অপরাধ করে কারাগারে যান দরদী মন নিয়ে তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। আদতে কারাগারকে চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণাগার হিসেবে গড়ে তোলা উচিত।

কথাগুলো বললেন ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাস্‌সীরে কুরআন ও জামায়াতের নির্বাহী পরিষদ ও মজলিসে শূরার সদস্য আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। কারাস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে দৈনিক ইনকিলাবকে তিনি বলেন, কেউ অপরাধ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তার জেল হতে পারে। কিন্তু বন্দীদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা হয় না। বিছানা, বালিশ, বস্ত্র, থাকার জায়গা যেভাবে দেয়া হয় তা সত্যিই ন্যাক্কারজনক। সাধারণ কয়েদীদের যা খেতে দেয়া হয় তা খাওয়ার অযোগ্য। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এই অবস্থার উন্নতি কোন সরকারই করেনি। উন্নত দেশগুলোর জেলে অপরাধীদের চরিত্র ভালো করার জন্য চেষ্টা করা হয়– যাতেকরে তারা কারাগারে চরিত্র সংশোধন করে ভালো হয়ে যেতে পারে। এই বিধানটি ইসলামের। ইসলামের এই বিধানটি অন্যান্যরা গ্রহণ করলেও আমরা তা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৭৫ সালে কারাবরণ করেন। কারা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালে প্রথমবারের মত ঢাকায় এলেও ১৯৭৫ সালে খুলনায় থাকতাম। ২৯ জুলাই একটি মাহ্‌ফিল শেষে বাসায় ফিরছিলাম। এমন সময় সাদা পোশাকধারী কয়েকজন পুলিশ এসে বললো, থানায় ডিআই-১ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি প্রথমে তাদের চিনতে না পেরে বললাম, ওনাকে আমার বাসায় আসতে বলেন। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। আমাকে থানায় নেবেনই। একজন বললেন, অনুগ্রহ করে থানায় আসেন। পরে বুঝলাম এরা পুলিশের লোক।

থানায় গেলাম। আমাকে বসতে দেয়া হল। কিন্তু ডিআই-১ নেই। সবাই চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সিআই এলেন। তারপর আমি কেন বসা তা জানতে চাইলেন। ডিআইজি'র লোক নিয়ে এসেছে জানালাম। পরে তিনি ফোন করে জানতে পারেন ওপরের নির্দেশেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাত তখন প্রায় ১২টা। সিআই আমার গ্রেফতারের কারণ জানতে চাইলেন। তাকে বললাম, আমাকে কোন ওয়ারেন্ট দেখানো হয়নি। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজের বিছানাপত্র এনে দিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করলেন। দু'দিন সেখানেই ছিলাম। দ্বিতীয় রাতে এক হাবিলদারের নেতৃত্বে ৫ জন পুলিশ আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। খুলনার কোতোয়ালী থানায় বন্দী থাকলেও আমি কিন্তু একাই গিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তাম। ঢাকায় আনার সময় আমাকে

www.pathagar.com

হাতকড়া পরাবে কি না তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় পুলিশের মধ্যেই। কেউই আমাকে হাতকড়া পরাতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু হাতকড়া লাগিয়েই আসামী নিয়ে আসার নিয়ম। থানার কর্মকর্তা বললেন, এখানে বন্দী থাকাবস্থায় হুজুর একাই গিয়ে মসজিদে নামাজ পড়ে এসেছেন। পালিয়ে যাননি। তবে আপনারা কি করবেন তা আমি বলতে পারবো না। শেষে হাবিলদার বললেন, চাকরি চলে গেলেও আমি হাতকড়া পরাতে পারবো না।

ট্রেনে আমাকে ঢাকায় আনা হয়। সারা রাত ট্রেনে ৫ পুলিশ ঘুমিয়েছেন। আর আমি ওদের বন্দুক পাহারা দিয়েছি। কমলাপুরে এসে ফজরের নামাজ পড়লাম। সেখান থেকে আমাকে রাজারবাগ সিআইডি অফিসে নেয়া হয়। যখন হ্যান্ডওভার করেন তখন ঐ হাবিলদার আমার হাতে ২০টি টাকা দিয়ে বললেন, এটা আপনার কাজে লাগতে পারে। এটা আমার বেতনের টাকা।

তার আবেগের প্রতি সম্মান জানিয়ে টাকা ২০টি আমি নিয়েছিলাম।

খুলনার সেই পুলিশদের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমাকে যে রুমে বসতে দেয়া হলো সেখানে ১৫/২০ জন যুবককে দেখলাম। সবার শরীর রক্তাক্ত। তারা জানালো তিন তলায় তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। জাসদ, সর্বহারা পার্টি করার কারণে তাদের ধরে আনা হয়। এ রুমেই এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমার টুপি, দাড়ি দেখে কটাক্ষ করে বাজে মন্তব্য করলেন। আমি তার ন্যাক্কারজনক ব্যবহারে দুঃখ পেলাম।

আল্লামা সাঈদী এই পর্যন্ত বলে থামলেন। তারপর আবার বলা শুরু করলেন। আমাকে তিন তলার একটি কক্ষে পাঠানো হলো। আমি কিন্তু একটু নার্ভাস হয়েছিলাম। কারণ বুঝতে পারলাম তিন তলায় আমাকেও দৈহিক নির্যাতনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে মনে সাহস ছিল। ভাবলাম, এতোদিন ইসলামের অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে নবী ও সাহাবাদের জীবনী মানুষকে শোনাতাম, এখন সেসবেরই বাস্তব মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। তৃতীয় তলায় দু'জনকে দেখতে পেলাম। তারা সম্মানের সঙ্গেই বসতে বললেন। অতঃপর ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের বক্তব্যের কিছু কোটেশনের ফাইল টেবিলে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

২১ ফেব্রুয়ারী সম্পর্কে আমি কি বলেছি, শহীদ মিনার সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছি, মোনাজাতের মধ্যে কখন কি বলেছি এসবের ব্যাখ্যা চাইলেন। ভাষা আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে দোয়ার যে পদ্ধতি সমাজে চালু রয়েছে তা শরীয়তসম্মত নয় বলে ব্যাখ্যা দিলাম।

প্রশ্ন ও উত্তর দুটোই লিপিবদ্ধ করলেন। সেখান থেকে শাহ্‌বাগ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে আমাকে নেয়া হলো। সেখানে প্রহরারত পুলিশ নিজের টাকা দিয়েই আমার খাবার ব্যবস্থা করেন। এখানে একটা কথা বলে রাখি। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে কয়েক জনকে ঢোকানোর পর এক পুলিশ আমাকে দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন। আক্ষেপ করে বললেন, এই সব লোককে গ্রেফতার করা শুরু হয়েছে, দেশ টিকবে কি করে?

www.pathagar.com

৩ অক্টোবর। সুস্পষ্ট কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই ৫৪ ধারায় ১৫ দিনের ডিটেনশন দিয়ে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রথমে আমাকে একটি হল রুমে রাখা হলো। অনেক বন্দী। সবাইকে একটি করে কম্বল দেয়া হলেও আমাকে দু'টি কম্বল দেয়া হলো।

খাবার এলো পচা আটার দুর্গন্ধযুক্ত রুটি এবং পচা মাছের ঝোল। আটার সঙ্গে ভূষি মিশ্রিত রুটি খেতে পারলাম না। বাথরুমের অবস্থাও করুণ। বাথরুমের কোন দরজা নেই। প্রাইভেসি বলে কিছু থাকলো না। এভাবেই কাটলো রাত। ফজরের নামাজের পর জেলার এলেন। আমার জন্য ডিভিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সে খবর তিনি জানালেন। বিকেলে সেখানে নেয়ার কথা বললেন। তবে সকাল ৯টার সময় আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে বলে জানালেন।

আমার তখন 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া ভানে' প্রবাদটি মনে পড়ে গেল। আমাকে একটি রুমে নেয়া হলো। সেখানে ৩শ' কয়েদীর সামনে আমাকে বক্তৃতা করতে বলা হলো।

আমি কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলমানদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বয়ান করলাম।

বিকেলে আমাকে ডিভিশনে নেয়া হয়। থাকতে দেয়া হলো ৯ নম্বর সেলের ১০ নম্বর কক্ষে। আমাকে জানানো হলো এই কক্ষেই জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মোঃ ইউসুফ ২২ মাস থেকে গেছেন।

মনে মনে খুশি হলাম এই ভেবে যে, আমার শিক্ষক এ রুমে থেকে গেছেন। জেলার বিছানাপত্র সব দিলেন, কিন্তু মশারী দিতে পারলেন না। পরের দিন মশারী দেয়ার কথা বলে তিনি চলে গেলেন। মাগরিবের নামাজের পর একজন পুলিশ একটি মশারী নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, আপনি মশারী পাননি এ খবর শোনার পর জনাব অলি আহাদ তার নিজের মশারী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জনাব অলি আহাদকে আগে কখনো দেখিনি। তবে তার নামডাক শুনেছি। সেই বর্ষীয়ান রাজনৈতিক, ভাষাসৈনিক, জননেতা অলি আহাদ নিজের মশারী পাঠিয়েছেন শুনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আরো বেড়ে গেল। কারাগারের অভ্যন্তরে অলি আহাদের সেদিনের বদান্যতার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না।

কারাগারে আমার ওখানে ৩৫ জনকে পেলাম। তারা কেউ মুসলিম লীগ, কেউ জাসদ, কেউবা সিরাজ সিকদারের দল করেন বলে ধরে আনা হয়েছে। ৩৫ জনের মধ্যে নামাজ পড়তেন ৩ জন। জেলে রয়েছি খবর জানার পর ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কিছু লোক নিয়মিত হাদিয়া হিসেবে শুকনো খাবার পাঠাতেন। আমি ঐসব খাবার অন্যদের খেতে দিতাম। তারা আমার প্রতি দুর্বল হলে সবাইকে কুরআনের প্রশিক্ষণ দিই। ইসলামী জলসা করি। এতেকরে নামাজীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কারাগারে অনেক জাতীয় নেতাকেই পেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে অলি আহাদ, মাওলানা আব্দুল মতিন, মেজর জয়নাল আবেদীন, রুহুল আমীন ভূঁইয়া, শফিউল আলম প্রধান, লাল বাহিনীর আব্দুল মান্নানসহ আরো অনেকেই কারাগারে ছিলেন।

www.pathagar.com

বাধার বিন্দ্যাচল সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল

মাসিক 'আলোর পথ'-এর সাথে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাক্ষাৎকার

আঃ পথ ঃ ১. আমরা আপনার শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনেছিলাম। বর্তমানে আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন?

সাঈদী ঃ জুলাই' ৯৯-এর ৯ তারিখ ঢাকা থেকে লন্ডন পৌঁছেই আমি জীবনে প্রথম বুকে ব্যথা অনুভব করি। চিকিৎসকগণ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমার 'এ্যানজাইনা' হয়েছে বলে নিশ্চিত হলেন। তারা জানালেন এ থেকে মুক্তির জন্য এ্যানজিও গ্রাফী ও এ্যানজিও প্লাষ্টি দুটোই করতে হতে পারে। এমনকি বাই-পাস অপারেশন-এর প্রয়োজনও হতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এ খবর জানতে পেরে পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর নিকট এই মর্মে দোয়ার আবেদন জানালেন যেন আল্লাহ্পাক অপারেশন ছাড়াই আমাকে রোগমুক্ত করেন। ১০ আগষ্ট '৯৯ হাসপাতালে ভর্তি হলাম। প্রথমে আমার হার্টের এ্যানজিও গ্রাফী করা হলো। তাতে দেখা গেল আমার হার্টের একটি করনারী আটারি ৯৯% ব্লকেজ। ১৩ আগষ্ট '৯৯ তারিখে অপারেশনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসকগণ আমার হার্টের সফল এ্যানজিও প্লাস্টি করলেন। দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অপারেশন ছাড়াই আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আলহামদুলিল্লাহ! আমার রোগমুক্তির জন্য দুনিয়াব্যাপী যেসব ভাই-বোনেরা দোয়া করেছেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ্পাক তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন, আমীন!

আঃ পথ ঃ ২. আপনি বৃটেনে অনেক মাহফিলে ওয়াজ নসীহত করে থাকেন, বহু স্থানে বহু মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগও পেয়েছেন । এ প্রেক্ষিতে এখানকার বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের অবস্থা নিয়ে আপনার উপলব্ধি বলবেন কি?

সাইদী ঃ আল্লাহপাকের মেহেরবানীতে বিগত ২২ বছর ধরে আমি প্রতিবছর গ্রেট বৃটেন সফর করছি। এতে বিলেতে অবস্থানরত বাংলাভাষী মুসলমানদের দ্বীনি অবস্থা সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হচ্ছে যে, তারা আমলে আখলাকে, সীরাতে সুরতে ও চিন্তা-চেতনায় পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক ও সচেতন। মা-বোনদের মধ্যে পর্দা করার প্রবণতা প্রশংসনীয়ভাবে বেড়েছে। যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মসজিদমুখী হয়েছে। আর বয়স্করা হচ্ছেন পরহেজগার। সুতরাং বিলেতের বাংলাভাষী মুসলমানদের দ্বীনি ব্যাপারে আমি দারুণভাবে আশাবাদী।

www.pathagar.com

আঃ পথ ঃ ৩. আপনার ওয়াজে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর আলোচনা করাকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

সাঈদী ঃ আমার দাওয়াতী জীবনের বিগত চল্লিশ বছর ধরে আমার ওয়াজে যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য রেখেছি তা হচ্ছে, তাওহীদ তথা আল্লাহ্পাকের আহদানীয়ত, আল্লাহপাকের প্রতি ভীতি ও মুহব্বত, রাসূল (সা)-এর প্রতি মুহব্বত এবং তাঁর আনুগত্য, রিসালতের প্রয়োজনীয়তা, শিরক ও বিদয়াতের মারাত্মক পরিণতি, আখেরাত তথা পরকালের জবাবদিহিতা এবং ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তা বিষয়ভিত্তিক, যুক্তিনির্ভর ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করাকেই আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি।

আঃ পথ ঃ ৪. বিগত ৪০ বছরে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে আপনি যত লক্ষ মানুষের সামনে বক্তৃতা বা ওয়াজ নসীহত করেছেন তা শেখ মুজিবসহ কোন নেতার পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এছাড়া আপনার বক্তৃতার হাজার হাজার ক্যাসেট হাটেবাজারে ও বাড়িতে মানুষ শুনে থাকেন। কিন্তু এতকিছুর পরও ইসলামের পক্ষে জনসমর্থন বাড়ছে না কেন? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

সাঈদী ঃ ইসলামের পক্ষে জনসমর্থন বাড়ছে না এ তথ্য সঠিক নয়। বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি জনসমর্থন পৃথিবীর যেকোন মুসলিম দেশের তুলনায় বেশি ছাড়া কম নয়।

ইসলামের প্রতি জনসমর্থন আছে বলেই তো মুরতাদ দাউদ হায়দার ও তসলিমা নাসরিনদের দেশ থেকে পালাতে হয়েছে। আর এদের দোসর বুদ্ধিজীবী নামের এক শ্রেণীর মুরতাদরা দেশে অবস্থান করলেও প্রকাশ্যে তাদের কুমতলব প্রচার করতে সাহস পাচ্ছে না।

ইসলামের প্রতি জনসমর্থন আছে বলেই নাস্তিক মুরতাদ তথা ভারতের মদদপুষ্ট বর্তমান আওয়ামী সরকার মাদ্রাসা বন্ধের ষড়যন্ত্র করে ক্রমেই গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

তবে ইসলামের প্রতি এত সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ইসলামী দল ক্ষমতায় যেতে পারছে না কেন? এ প্রশ্ন উঠলে তার জবাব হচ্ছে, ইসলামী দল যেন ক্ষমতায় যেতে না পারে তজ্জন্য চলছে দেশী-বিদেশী মারাত্মক ষড়যন্ত্র এবং ইসলামী দলগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের অভাব। অন্যথায় জনসমর্থনের তেমন অভাব আছে বলে আমি মনে করি না। আর বাধা তো থাকবেই, বাধা থাকাটাই নবী-রাসূলদের সুন্নত। তবু শত বাধা সত্ত্বেও একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ অতীব উজ্জ্বল।

আঃ পথ ঃ ৫. বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলির মধ্যে যে অনৈক্য রয়েছে সেটি কিভাবে দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

সাঈদী ঃ ইসলামী দলগুলোর মধ্যে আল্লাহ্পাকের রহমতে পূর্বের তুলনায় অনৈক্য কমে আসছে। ব্যবধান দূর হচ্ছে, দূরত্ব কমছে, মুহব্বত বাড়ছে ও সমঝোতা সৃষ্টি হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করি যে, ইসলামী দলগুলো বৃহত্তর স্বার্থে তাদের আত্মত্যাগ, পারস্পারিক স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা ও মুহব্বত বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অনৈক্য দূর করতে অবশ্যই সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আঃ পথ ঃ ৬. আমরা জানি যে দ্বীনের প্রচার করা প্রফেশন নয়, এটি ইবাদত। ইবাদতে কষ্ট হয় কিন্তু পয়সা মেলে না। এতে থাকে আল্লাহকে খুশি করার প্রেরণা। দ্বীন প্রচারের ইবাদতে নবীরা গালি খেয়েছেন, পাথর খেয়েছেন এবং রক্তাক্ত হয়েছেন। অথচ এদেশে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বহু আলেম এসে ফেতনা ও বিভেদ ছড়াচ্ছেন। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

সাঈদী ঃ দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করাকে যারা প্রফেশন হিসেবে গ্রহণ করে তাদের জন্য হাদীস্ শরীফে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তবে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু লোক ও স্বার্থান্বেষী লোক সকল যুগেই ছিল, এখনও আছে, যারা ধর্মকে পুঁজি করে মানুষের সরলতাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। এ ধরনের কিছু আলেম ও পীর নামধারী লোক নিজেদের বলয় সৃষ্টির জন্য কুরআন-হাদীসে নেই এমনসব উদ্ভট কথাবার্তা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। যেমন– তারা বলছেন, 'রাসূল (সা) আল্লাহ্পাকের মতই গায়েব জানেন।' (নাউজুবিল্লাহ!) অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হচ্ছে, রাসূল (সা) ততটুকুই জানেন যতটুকু আল্লাহপাক তাকে জানিয়েছেন। অবশ্য এর বেশি নয়।

তারা বলেন, রাসূল (সা)-কে মানুষ বলা যাবে না, অথচ আল্লাহপাক কুরআন করীমে বহু জায়গায় বলেছেন- 'যত নবী পাঠানো হয়েছে তারা সবাই মানুষ ছিলেন।' রাসূল (সা) সম্পর্কে, তা আলাদাভাবেই বলা হয়েছে তিনিও মানুষ। তবে নবী রাসূলগণ সাধারণ মানুষদের মত নন। তাঁরা অহী প্রাপ্ত নিষ্পাপ মানুষ।

তারা বলে থাকেন– 'রাসূল (সা)-এর পেশাব-পায়খানা পবিত্র।' এসব বাজে কথা বলে তারা কি রাসূল (সা)-এর সম্মান বাড়াচ্ছেন, না বেইজ্জত করছেন? রাসূল (সা)-এর পবিত্র জীবনের হাজারো শিক্ষণীয় বিষয় ফেলে রেখে আলেম নামের এসব জাহিলরা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

বিলেতে বসবাসরত হাক্কানী ওলামা ও মসজিদের সম্মানিত ইমামগণ সারা বছর পরিশ্রম করে এখানকার বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে শিরক-বিদয়াত মুক্ত করে তাওহীদবাদী বানান, আর দমকা হাওয়ার মত ঐসব বিদয়াতপন্থী তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেম ও পীর নামধারী লোকদের ব্যবসায়ী কিছু লোক এসে এদের দ্বীন ও ঈমান নষ্ট করে দিয়ে যায়।

এসব ফিতনা সৃষ্টিকারী বিদয়াতপন্থী তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেম ও পীর নামধারী লোকদের অনুষ্ঠান বর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর ঈমানী দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

আঃ পথ ঃ ৭. বাংলাদেশ সরকার ভারতকে ট্রানজিট দিচ্ছে। এর পূর্বে পানিচুক্তি ও তথাকথিত শান্তিচুক্তি করেছে। এসব চুক্তি নিয়ে বিরোধী দলসমূহ সরকারের বিরুদ্ধে এমন কোন গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি যাতে সরকারের জন্য কোন সমস্যা হয়। এভাবে চলতে থাকলে তো দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হবে। বিরোধী দলসমূহের এ ব্যর্থতার কারণ কি?

সাঈদী ঃ একটি গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, বর্তমান আওয়ামী সরকার জনগণের ইচ্ছা পূরণের পরিবর্তে নিতান্ত ক্রীতদাসের মত একের পর এক ভারতের ইচ্ছা পূরণ করে চলেছে। তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও ৩০ বছরের পানিচুক্তি করে এবং ট্রানজিট বা করিডোর প্রদান করে সরকার ভারতের স্বার্থোদ্ধার করে চলছে। ভাবতেও অবাক লাগে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী দাবিদার দল কিভাবে নিজের দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডত্ব অন্যের হাতে দায়বদ্ধ করে?

www.pathagar.com

সরকারের এসব আত্মঘাতী দেশের স্বাধীনতা বিপন্নকারী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরোধী দল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট একসাথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এই ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আঃ পথ ঃ ৮. সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের নামে বাংলাদেশের যুবসমাজকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর মোকাবেলায় আলেমগণ কি করছেন?

সাঈদী ঃ সাংস্কৃতিক দিক থেকে সরকার বাংলাদেশকে রামরাজত্বে পরিণত করে চলেছে, অতীতে কোন সরকারের আমলেই এমনটি সম্ভব হয়নি। যেমন – মন্দিরকে সম্মান করা, মঙ্গল প্রদীপ জালানো, রাখীবন্ধন, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, বসন্ত উৎসব, কপালে তীলক পরা, বৈশাখী মেলা ও বর্ষবরণ উৎসবের নামে হিন্দুয়ানী আচরণ এবং সিনেমায় নগ্নতা ও বেহায়াপনা সকল কালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। দেশের ওলামা সমাজ এসবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করছে।

তারা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমরা সংসদে এসব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছি। জাতিকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহবান জানিয়েছি।

আঃ পথ ঃ ৯. বিশ্বে মুসলমানদের উত্থান রুখতে আমেরিকা বহুবিধ ষড়যন্ত্রে নেমেছে। এ কাজে দক্ষিণ এশিয়ায় তারা ভারতের সাথে কোয়ালিশন করেছে। ভারত এজন্যই কাশ্মিরে সীমাহীন জুলুমের সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের উপরও চাপ পড়ছে ইসলামের উত্থান রুখতে। মনে হচ্ছে সরকারও এমন কাজে দু'পায়ে খাড়া, দাতাগোষ্ঠীর চাপে সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

সাঈদী ঃ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রধান দুশমন 'আমেরিকা' একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। মুসলমানদের উত্থান রুখতে তারা আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। আলজেরিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো, সুদান, আফগান, কাশ্মির, ফিলিস্তিন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে এই দেশটি আমেরিকার টার্গেটে রয়েছে। তাই আমেরিকা ও ভারতের নিকৃষ্ট তাঁবেদার বর্তমান আওয়ামী সরকার দেশে চার হাজার মাদ্রাসা বন্ধ করার মারাত্মক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সরকার এ পর্যন্ত আড়াই শতাধিক আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসা বিভিন্ন ছুতানাতা দেখিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে সংসদে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রেখেছি। সরকারের এহেন ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিরোধী দল মিছিল, সমাবেশ, বিক্ষোভ ও হরতাল পালন করেছে। ঈমান ও ইসলামের চরম দুশমন এই সরকারের পতন ছাড়া দেশ, জাতি তথা মানুষের ঈমান-আমান রক্ষার কোন্ বিকল্প নেই।

আঃ পথ ঃ ১০. আপনার সংসদ সদস্য পদ নিয়ে মামলা চলছিল, সেটি এখন কোন্ পর্যায়ে?

সাঈদী ঃ এই নির্বাচনী মামলার ব্যাপারে সর্বপ্রথম বলতে চাই, এটা ছিল বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটি সুগভীর পরিকল্পনা। তারা আমার নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য শত চেষ্টা করেও সফলকাম হয় নাই। অবশেষে আদালতের আশ্রয় নিয়েছিল মিথ্যা মামলা দায়ের করার মাধ্যমে, যে মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এ মামলাটির রায় ঘোষিত হয়েছে গত ২৬শে আগস্ট ১৯৯৯ তারিখে । বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ ৫ জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সর্বসম্মত রায় আমার পক্ষেই দেয়া হয়েছে। আর এ রায়ই চূড়ান্ত। এটা আল্লাহ্ তায়ালার সীমাহীন মেহেরবানী। আমি মাবুদের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

আঃ পথ ঃ ১১. কাশ্মিরের মুসলমানদের উপর ভারত যে জুলুম করছে তার প্রতিবাদে অন্যতম প্রতিবেশী মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কোন দায়িত্ব আছে বলে আপনি মনে করেন? থাকলে পার্লামেন্টে এ নিয়ে কোন জোরালো বক্তব্য রেখেছেন কি? রাখলে সেটি কিরূপ ?

সাঈদী ঃ পৃথিবীর যেকোন নির্যাতিত মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। সে হিসেবে কাশ্মির আমাদের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী। কাশ্মিরী মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনে আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা যদি মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীন করার জন্য হয়ে থাকে তাহলে একই কারণে কাশ্মিরের মুসলমানদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ভারতের সমর্থন করা উচিত। 'জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক' আছে ভারত। আসলে ঐ নীতির অনুসারী মুসলিম বিদ্বেষী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত সরকারের কাশ্মিরের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে আমাদেরকে কথা বলতে দেয়া হয়নি।

বরং ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর হাত যখন কাশ্মিরী মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত, সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাকে বাংলাদেশে লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়ে জামাইআদরে বরণ করেছে। জামায়াতে ইসলামীসহ সকল বিরোধী দল সরকারের ঐ আচরণের বিরুদ্ধে সেদিন কালো পতাকা দিবস পালন করেছে। দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। মিছিল ও সমাবেশ করে এর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

আঃ পথ ঃ ১২. সর্বশেষে আলোর পথের পাঠকদের জন্য আপনার কোন পরামর্শ থাকলে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

সাঈদী ঃ ইসলামের স্বপক্ষে পত্রিকার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অধিকাংশ পত্রিকাই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মত কুফরী আদর্শের পতাকাবাহী। সেক্ষেত্রে বৃটেনে 'মাসিক আলোর পথ' ইসলামী আদর্শের মশালবাহী ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকা। আলোর পথ ম্যাগাজিনের কর্মকর্তা ও পাঠকদের প্রতি আমার অনুরোধ, পত্রিকাটি মাসিক পর্যায়ে না রেখে একে 'সাপ্তাহিক' বানাবার আন্দোলনে শামিল হোন। এর সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, নিজে আলোর পথের নিয়মিত গ্রাহক হোন, বন্ধুকে গ্রাহক বানান এবং এই লক্ষ্যে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতার হস্তকে সম্প্রসারিত করুন। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে আলোর পথ এ প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ইসলামিক সমাচারের মুখোমুখী মাওলানা সাঈদী

এবারে মাওলানা সাঈদী লন্ডনে সফরে গেলে, সমাচারের পক্ষ থেকে তার সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। অসুস্থতাবস্থায় অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি সমাচারের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। সম্মানিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে মাওলানা সাঈদীর জবাবগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ইঃ সমাচার ঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনি জাতীয় সংসদে দলের সংসদীয় গ্রুপ লীডার হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আপনি জাতীয় সংসদে বক্তব্য দেয়ার সময়, বিশেষতঃ বাজেট অধিবেশনগুলোতে সরকারী দলের এমপিরা পার্লামেন্টে তুমুল হৈচৈ ও হুলস্থুল শুরু করে দেয়, যা ইতিপূর্বে আর কোন পার্লামেন্টে কোন ইসলামী দলের নেতার ব্যাপারে তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। এর কারণ বলবেন কি?

মাওঃ সাঈদী ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ১৯৯৬ পূর্ব পার্লামেন্ট অধিবেশনসমূহের ধারা বিবরণী রেডিও, টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার হতো না। জুন' ৯৬ থেকে এটা চালু করা হয়। ফলে সংসদে কি আলোচনা হচ্ছে রেডিওর মাধ্যমে জনগণ শুনতে পায়। সংসদে আমার বক্তব্যের সময় সরকারী দলের তুমুল হৈচৈ-এর কারণ ওটাই। আমার বক্তব্য সংসদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং তা শুনতে পাচ্ছে গোটা জাতি। আর বক্তব্যগুলো আওয়ামী সরকারের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র, যেমন – মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা, ইসলামী শিক্ষার মূলোৎপাটনের জন্য ডঃ কুদরত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন, দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা বিরোধী ষড়যন্ত্র, যেমন – পার্বত্য কালো চুক্তি, ৩০ বছরের পানি চুক্তি, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পাঁয়তারা, ভারতকে ট্রানজিট-করিডোর দেয়া, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মতো একটি কুফরী মতবাদ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণের চেষ্টা করা-সরকারের এসব মারাত্মক ষড়যন্ত্রগুলো আমি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তথ্য ও যুক্তিভিত্তিকভাবে সংসদে তুলে ধরেছি। সরকারী দলের এমপিরা তা সহ্য করতে না পেরে হৈচৈ করেছেন।

ইঃ সমাচার ঃ বাংলাদেশের পার্লামেন্টে আপনার পদচারণার পর, আপনার দ্বারা পার্লামেন্টে এমন কোন পরিবর্তন হয়েছে কী, যা উল্লেখ করার মতো?

মাঃ সাঈদীঃ আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ, একটি বড় ধরনের পরির্তন হয়েছে। আর তা হচ্ছে, ব্রিটিশ আমল থেকেই সংসদে একটি শির্‌ক চালু ছিলো। সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক স্পীকারকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সংসদে প্রবেশকালীন এবং বহির্গমনকালীন উভয় সময় মাথা নিচু করে সম্মান প্রদর্শন করা হতো। এটা ছিলো সংসদীয় রীতি। এই দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দর্শন করে ব্যথিত হয়েছি এবং ফ্লোর নিয়ে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংসদে মাথা ঝুঁকানো নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছি। বিষয়টি যে এক মারাত্মাক শির্‌ক সংসদে তা আমি কোরআন ও হাদীসের দলীল দিয়ে বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ, স্পীকার আমার বক্তব্যের সাথে একমত হয়েছেন, এবং মুসলমান সংসদ সদস্যগণ সংসদের এই শির্‌ক প্রথা বর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

ইঃ সমাচার ঃ দেশের কিছু কিছু আলেম-ওলামা এমনকি কোন কোন ইসলামী দলও মনে করেন যে, সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং পার্লামেন্টে কয়েকজন এমপি পাঠানো এসবের দ্বারা জাতির তেমন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং এর মাধ্যমে সময়ের অনেক অপচয় হয় এবং দাওয়াতে দ্বীনের আসল কাজে বাধা সৃষ্টি হয়। এর নেগেটিভ ও পজেটিভ দিকসম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

মাঃ সাঈদী ঃ আল্লাহপাক কোরআনে করীমে বলেছেন- "দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য করো না।" এখন যেসব ওলামা এবং ইসলামী দল সংসদীয় নির্বাচনকে দ্বীনি দাওয়াতের ব্যাপারে বাধা এবং সময়ের অপচয় মনে করেন, তারা আল্লাহপাকের ঐ আদেশ কিভাবে পালন করবেন? যেকোন আদর্শ সফল করার দুটা পথ রয়েছে ঃ একটি হচ্ছে বিপ্লব, অপরটি গণতন্ত্র। তারা কি মনে করেন যে, বাংলাদেশ ইরান বা আফগান স্টাইলে বিপ্লব করে দ্বীন কায়েম করবেন? ইরান-আফগানিস্তানে যেভাবে সম্ভব হয়েছে, আমরা ঐ পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য আদৌ উপযুক্ত বলে মনে করি না।

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু আছে। সুতরাং সকল ইসলামী দল ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করতে পারলে সংসদে ইসলামী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। এমনকি সরকার গঠন করতেও সক্ষম হবে ইন্‌শাল্লাহ। দেশের জনগণ তৈরি, এ ব্যাপারে ইসলামী দলগুলোর অনৈক্যই বিষয়টিকে প্রলম্বিত করছে। মাদ্রাসা, মসজিদ, খান্‌কা, ওয়াজ, তাফসীর, তাবলীগ এসব দিয়ে আবশ্যই দ্বীনের খেদমত হয়, কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয় না। আইন পাস হয় পার্লামেন্টে। সেখানে না গিয়ে বাইরে থেকে চিল্লা-পাল্লা করে কোন সুফল হবে না। সুতরাং যারা আল্লাহপাকের দ্বীন নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান, তাদের অন্য সকল চিন্তা ও মতভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে আমি সময়ের ও ঈমানের দাবি মনে করি।

ইঃ সমাচার ঃ আপনি বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সাধনা করে যাচ্ছেন। যার মধ্যে তাফসীরুল কোরআন মাহফিলগুলো উল্লেখযোগ্য। যার মাধ্যমে অনেক বিধর্মীরা পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। এ পর্যন্ত সর্বমোট কতজন লোক আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

মাওঃ সাঈদী ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ, আমার দাওয়াতী জীবনের বিগত চল্লিশ বৎসরে, দেশ-বিদেশে আমার কাছে আনুমানিক পাঁচশতাধিক হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ইঃ সমাচার ঃ আমরা দেখেছি, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আপনি অনেক বই-পুস্তক লিখেছেন। এযাবত আপনার লেখা কতটি বই বের হয়েছে, এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম বলবেন কি?

মাও সাঈদী ঃ আমার লেখা বাইশখানা বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আরো ৩খানা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এ মুহূর্তে আমার লেখা যেসব বইয়ের নাম মনে পড়ছে সেগুলো

www.pathagar.com

হচ্ছে ঃ যুগের দর্পণ; নাজাতের পথ, বেহেস্তের চাবি, পরকালের সাথী, জিয়ারতে বায়তুল্লাহ, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা, বিশ্বনবীর অমীয় বাণী, বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, বিশ্ব সভ্যতায় নারীর মর্যাদা, ইসলামী রাজনীতি কি ও কেন? হাদীসের আলোক সমাজ জীবন, মানবতা বিধ্বংসী দু'টি মতবাদ, বিশ্ব সভ্যতার মুক্তি কোন পথে?, ইসলামে ভূমি কৃষি শিল্প ও শ্রম আইন, বর্তমান বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা, রিয়াদুল মুমেনীন, তালিমুল কুরআন, ১-৫ খণ্ড (প্রতি খণ্ড চার শতাধিক পৃষ্ঠা)। এর মধ্যে কোন কোন বইয়ের ১৫টি সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

ইঃ সমাচার ঃ আন্দোলন করার কারণে কি আপনাকে কখনো জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে? হয়ে থাকলে কখন, কতদিন এবং কোন সরকারের আমলে তা ঘটেছে?

মাওঃ সাঈদী ঃ ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আমি পাকিস্তান বা বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী ছিলাম না। ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারীতে আমি জামায়াতে ইসলামীর রুকন হই। সেই সময়কার সরকারের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে ১৯৭৫ সনের ২৯ জুলাই ৫৪ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠনো হয়। এবং গ্রেফতারের চল্লিশ দিন পর মহান আল্লাহপাক আমাকে কারামুক্ত করেন।

ইঃ সমাচার ঃ পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু আজোবধি তার চূড়ান্ত সফলতা দেখা যাচ্ছে না। এর প্রধান অন্তরায় কি? এ ব্যাপারে জামায়াতের অনাগ্রহতা বা ঐক্যকে জমায়াতীকরণের জন্য অনেকে দোষারোপ করে থাকেন। এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানাবেন কি?

মাওঃ সাঈদী ঃ ইসলামী দলগুলোর অনৈক্য মুসলিম মিল্লাতের দুর্ভাগ্য। পারস্পরিক বিদ্বেষ, সকল ব্যাপারে নিজের মতের প্রাধান্য, নেতৃত্বের মোহ, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রই এ অনৈক্যের মূলিভূত কারণ। ঐক্যের ব্যাপারে জামায়াতের অনাগ্রহতা এবং ঐক্যকে জামায়াতীকরণ, এসব অভিযোগগুলো আদৌ সঠিক নয়। আমি নিজেই এর সাক্ষী। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্য জামায়াতের অবদান অনস্বীকার্য। ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বপ্রথম জামায়াতের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী ঐক্যের প্লাটফরম 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' জন্মলাভ করে। যেখানে প্রায় সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিরা একত্রিত হয়েছিল। ইত্তেহাদুল উম্মাহ একক নেতৃত্বে পরিচালিত ছিলো না। সেখানে ছিলো বোর্ড অব প্রেসিডিয়াম। এ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ছিলো ৩৪। যার মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর। বাকি সবাই ছিলেন দেশের বড় বড় পীর, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলের প্রধান। তাছাড়া সভাপতিমণ্ডলীর মুখপত্র ছিলেন যথাক্রমে বাইতুশ্ শরফের পীর হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল জব্বার (রঃ), চরমোনাইর পীর, পুনরায় বাইতুশ্ শরফের পীর নির্বাচিত হন। এতে কি প্রমাণ হয় যে, জামায়াত ঐক্যকে জামায়াতীকরণ করে? বা ঐক্যের ব্যাপারে জামায়াতের অনাগ্রহতা রয়েছে? জামায়াতের পক্ষ থেকে সকল ইসলামী দল, ব্যক্তিত্ব তথা কওমী ও আলীয়া মাদ্রাসার প্রধানদের ঐক্যের লক্ষ্যে মুহব্বতপূর্ণ যোগাযোগ এখনও অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

ইঃ সমাচার ঃ দেশ-বিদেশে জামায়াতের লক্ষ লক্ষ কর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছেন- যারা বিভিন্নভাবে জামায়াতকে সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছেন। কিন্তু গত নির্বাচনে দলের অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের কারণে জামায়াতের ভবিষ্যৎ সফলতা নিয়ে তাদের অনেকেই চিন্তিত। এ পর্যায়ে তাদের চিন্তা লাঘবের কোন সুখবরের কথা বলবেন কি?

মাওঃ সাঈদী ঃ জামায়াতে ইসলামীর ভালো-মন্দ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন, আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহপাক তাদেরকে জাযায়ে খায়ের এনায়েত করুন। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে জামায়াতের যে পরাজয় ঘটেছে, তা ছিল ইসলাম বিদ্বেষীদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ফল। বর্তমানে সরকার বিরোধী যে আন্দোলন দেশে শুরু হয়েছে, সে আন্দোলনের দ্বিতীয় বৃহৎ শক্তি জামায়াতে ইসলামী। আন্দোলনের শরীকদার বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট যদি ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে, তাহলে আল্লাহপাকের রহমতে জামায়াত তথা ইসলামী দল ভালো রেজাল্ট করবে, এ আশা সঙ্গত কারণেই করতে পারি।

ইঃ সমাচার ঃ বৃটেনে এ অনৈসলামিক পরিবেশে বাংলাদেশী মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাওঃ সাঈদী ঃ বৃটেনে বসবাসরত বাংলাদেশী ভাই-বোনদের উদ্দেশ্য বলতে চাই, আপনারা আপনাদের ঈমান আকীদার হেফাজত করুন। আল্লাহপাক প্রথম যে অহী নাযিল করেন, তা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সংক্রান্ত ছিলো না। বরং প্রথম অহী ছিলো 'পড়'। কোরআন-হাদীসের সরাসরি জ্ঞান অধিকাংশ মুসলমানদের না থাকার কারণে তারা ধর্মব্যবসায়ী এক শ্রেণীর তথাকথিত নামধারী আলেম ও পীরের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ঐসব ব্যক্তিরা মানুষের হেদায়াতের কথা না বলে ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কোরআন-হাদীসে নেই এমনসব আজেবাজে কিস্‌সা কাহিনী শোনান ও অহেতুক ফতোয়া প্রদান করে হক্কানী ও রব্বানী ওলামা তথা আহ্‌লে হকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ান। সুতরাং বৃটেনে বসবাসরত মুসলমানদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ হচ্ছে, এখানকার স্থানীয় হক্কানী ওলামা এবং দেশ থেকে আগত পূর্ব-পরিচিত হক্কানী ওলামাদের কথা শ্রবণ করুন। আর ঐসব কথা কতদূর সঠিক, তা নিজে অনুধাবন করার জন্য কোরআন-হাদীস সরাসরি অধ্যয়ন করুন। আল্‌হামদুলিল্লাহ, বৃটেনে এখন অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আপনাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে মাদ্রাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

ইঃ সমাচার ঃ অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ইসলামিক সমাচারের প্রকাশনা আল্লাহর ফজলে এক বৎসর ছাড়িয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি ।

মাওঃ সাঈদী ঃ পত্র-পত্রিকায় লেখালেখী, সাংবাদিকতা তথা মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানরা বলতে গেলে একেবারে ইয়াতীম। মুসলমানদেরকে আল্লাহপাক পেট্রোল দিয়েছেন, স্বর্ণ দিয়েছেন, অর্থ-কড়ি দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য, মুসলমানেরা আজ পর্যন্ত বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার মতো একটি শক্তিশালী রেডিও স্টেশন করতে পারলো না, সি এন এন-এর মতো একটি টিভি চ্যানেল করতে পারলো না, রয়টারের মতো একটি সংবাদ

www.pathagar.com

সংস্থা গড়তে পারলো না, টাইম্‌স, নিউজ উইক, বা রিডার্স ডাইজেস্টের মতো একটি ম্যাগাজিন পত্রিকা তৈরি করতে পারলো না। মুসলমানেরা পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে যে যতটুকুন যা করলো, তার ৯৯ শতাংশ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মতো একটি কুফরী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে চরম ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে 'ইসলামিক সমাচার' পত্রিকা অবশ্যই এক আশার আলো এবং তাওহীদের পতাকাবাহী। আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ইসলামিক সমাচার পত্রিকা পরিবারের সকল সদস্যদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমি ইসলামিক সমাচার পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করছি। আল্লাহপাক ইসলামিক সমাচার পত্রিকাকে ইসলামের আদর্শবাহী হিসেবে কবুল করুন।

ইঃ সমাচার ঃ ইসলামিক সমাচারকে সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

মাওঃ সাঈদী ঃ আপনাদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ। সমাচারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহপাক জাযায়ে খায়ের এনায়েত করুন।

www.pathagar.com

সংসদে এমপিদের মাথাগুণে জামায়াতের জনসমর্থন নিরূপণ করা সম্ভব নয়

জামায়াত ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করে না কুরআনের আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের রাজনীতি করে। দেশে যে নির্বাচনী সিস্টেম তাতে কালো টাকার মালিক ও অস্ত্রবাজরাই নির্বাচিত হয়। কাজেই সংসদে এমপিদের মাথাগুণে দলের কলেবর ও জনসমর্থন নিরূপণ করা সম্ভব নয়। কথাগুলো বললেন জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় প্রধান ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

জামায়াতের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সাপ্তাহিক পূর্ণিমাকে তিনি বলেন, জামায়াতের রাজনীতি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চলছে। জনসমর্থনও যথেষ্ট রয়েছে। দেশের প্রতিটি মুসলমান জামায়াতকে সমর্থন করবে বলে বিশ্বাস করি।

পূর্ণিমা ঃ জামায়াতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি? দলের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যইবা কি?

মাওলানা সাঈদী ঃ জামায়াতের রাজনীতি হচ্ছে দেশের জনগণকে নিয়ে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। মানব রচিত আইন কোনো দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। রাশিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া, কিউবা, পোলান্ড কোথাও মানব রচিত আইন প্রয়োগে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। পুঁজিবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনো কল্যাণ হয়নি। এখনও মঙ্গোলিয়া, চীন, কিউবায় অস্ত্রের জোরে সমাজতন্ত্র চলছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো কোথাও শান্তি নেই। তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর আইন কায়েম করা প্রয়োজন। ফেরেশতারা এসে তো কুরআনের আইন কায়েম করবে না। এর জন্য সৎ লোকের প্রয়োজন। সৎ লোক তৈরি কল-কারখানা বা ফ্যাক্টরিতে হয় না। তাই জামায়াত বাংলাদেশে কুরআনের আইন কায়েমের লক্ষ্যে মহামানবদের পদাঙ্ক অনুসরণে কাজ করে যাচ্ছে।

পূর্ণিমা ঃ দেশের রাজনীতিতে অন্য কোনো দলে গণতন্ত্র চর্চা না হলেও জামায়াতে গণতন্ত্রের চর্চা আছে। সংগঠনের কার্যক্রম গ্রাম-গঞ্জেও বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু জনসমর্থনের দিক দিয়ে জামায়াত অন্যান্য দলগুলো থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কারণ কি?

মাওলানা সাঈদী ঃ প্রশ্নটা খুবই সুন্দর। এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে ভালো দিতে পারবেন অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। তারপরও আমি বলবো, কোনো দলের জনপ্রিয়তার মাপকাঠি সংসদ নির্বাচন দিয়ে নিরূপণ করা যায় না। এ দলের এমপি বেশি আর ও দলের এমপি কম এটা কিন্তু দলের সমর্থক নিরূপণ করে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কারণ দেশের যে নির্বাচনপদ্ধতি তাতে জনপ্রিয়তা যাচাই খুবই কঠিন। নির্বাচনের যে আচরণবিধি রয়েছে

www.pathagar.com

তা কেউ মানে না। কালো টাকা ও অস্ত্রবাজি যেখানে রাজনীতি এবং ভোট নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে জামায়াতের মতো আদর্শবাদী দলগুলো অসহায়। জামায়াত তো কালো টাকা আর অস্ত্রবাজি করে ভোট নিয়ে আল্লাহর আইন কায়েম করবে না।

পূর্ণিমা ঃ ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ১৮ আসন পেলেন আর ১৯৯৬ সালে মাত্র ৩ আসন। এই ব্যবধানের কারণ কি?

মাওলানা সাঈদী ঃ ১৯৯১ সালের নির্বাচন আর ১৯৯৬ সালের নির্বাচন কিন্তু একই বিষয় নয়। আজকের প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন। তার নেতৃত্বে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে বেশ স্বচ্ছতা ছিল। বলা যায় সাহাবুদ্দীন আহমদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনী আচরণবিধি পুরোপুরি মানা না হলেও কিছুটা হয়েছে। যার কারণে অবাধ নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য জামায়াত আশানুরূপ ফল করতে পেরেছে। আর ১৯৯৬ সালের নির্বাচন পরিচালনা করেন হাবিবুর রহমান। এই ব্যক্তি এমনিতেই আওয়ামী বলয়ের। তার ওপর রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিএনপির প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলো। যেহেতু বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বড় দল; সেহেতু বিএনপিকে ঠেকানোর জন্য আওয়ামী লীগকে নানা পন্থায় সহায়তা করেছে। বলা যায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে প্রশাসন সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেনি। আর কিছু কিছু এনজিও নিজেদের স্বার্থে 'জামায়াত ঠেকাও' মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছিলো। ভোটের সময় তারা কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে দেয়। ফলে জামায়াত আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। এতে আমরা কিন্তু হতাশ নই। নির্বাচনে কিভাবে ভোট কারচুপি হয়েছে তা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ৩টি আসন পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, জামায়াতের জনসমর্থন কমেছে। অবশ্য কিছু লোক আছেন তারা জামায়াতকে গালিগালাজ করে মজা পান। তারাই এসব কথা বলছেন।

পূর্ণিমা ঃ '৯১ সালে জামায়াত সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দেয়; আবার আওয়ামী লীগের সঙ্গে আন্দোলন করে সেই বিএনপির বিরুদ্ধে। এখন আবার বিএনপির সঙ্গেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। জামায়াতের এই দ্বিমুখি কৌশল সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মাওলানা সাঈদী ঃ ১৯৯১ সালে সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দান করে জামায়াত সাংবিধানিক সংকট নিরসনে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু-মিত্র বলে কিছু নেই। রাজনীতিতে শেষ কথা বলেও কিছু নেই। তারপরও সরকার গঠনের পর আমরা বিরোধী দলে ছিলাম। আওয়ামী লীগও বিরোধী দলে ছিলো। বিএনপি যখন অন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখনই আমরা তার বিরোধিতা করেছি। আওয়ামী লীগও তাদের মতো করে আন্দোলন করেছে। সরকারবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই হয়ত দু'দলের মধ্যে লিয়াজোঁ

www.pathagar.com

হয়েছে। আদর্শগত মতপার্থক্য থাকলেও দেশ-জাতির অভিন্ন স্বার্থে বিরোধী দল পরস্পর পরস্পরের সহযোগী। বাস্তবতা হলো, কোনো দেশে তৃতীয় ধারার রাজনীতি করে লাভ নেই। এই ধারাতে হয় ব্রোকার নয়তো সরকারের দালাল হয়। আর যে দু'টি ধারা রাজনীতিতে সব সময় স্পষ্ট থাকে তার একটি সরকারে অপরটি বিরোধী দলে। জামায়াত সব সময় বিরোধী দলের ধারায় অবস্থান করেছে। এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার। জামায়াত কুরআনের আইন কায়েম করতে চায়। আর বিএনপি বা আওয়ামীলীগ সেটা করছে না বা করবে না। ফলে দু'দলের মতামতের সঙ্গে জামায়াতের মতের মিল নেই। তবু আওয়ামীলীগ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা করতে চায়। আর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সংযোজন করে। ফলে বিএনপি ধর্মহীন নয়।

পূর্ণিমা ঃ আপনি কি মনে করেন, জামায়াত কোনোদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারবে?

মাওলানা সাঈদী ঃ আমি মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করি, একদিন জামায়াত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করবে। কুরআন হচ্ছে মানবজাতির কল্যাণে সবচেয়ে বড় সংবিধান। এই সংবিধানের নিয়ম-কানুন ছাড়া সমাজে স্থায়ী শান্তি আসবে না। এদেশ ১৯৪৭ সালে একবার স্বাধীন হয়েছে আবার '৭১ সালে স্বাধীন হলো। কিন্তু মানুষ কি শান্তিতে বসবাস করতে পারছে? না। '৭১ থেকে আজ পর্যন্ত যারা সরকারে ছিল তারা মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়েছে? এদেশের মানুষ পোলাও-কোর্মা চায় না। জামদানী-কাতান শাড়ি পরতে চায় না। চায় শুধু মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর বেঁচে থাকার গ্যারান্টি। এতোটুকু চাহিদা গত ২৮ বছরে কোনো সরকার দিতে পারেনি। আশা করি, মানুষ অতীতের সরকারগুলোর কর্মকাণ্ড বিচার-বিশ্লেষণ করে জামায়াতকে ভোট দেবে। জামায়াত সরকার গঠন করলে কুরআনের আইন চালু করে মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাবে। এখানে আরেকটি কথা বলি। আপনি প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর আমি দিয়েছি। সার কথা হলো অন্যান্য দলগুলোর মতো শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই জামায়াত রাজনীতি করে না। জামায়াত মূলত মানুষকে খোদার পথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়। ক্ষমতা নয়, আমি খোদাকে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পেরেছি সেটাই জামায়াতের পরম লক্ষ্য।

পূর্ণিমা ঃ এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের সম্ভাবনা কতটুকু?

মাওলানা সাঈদী ঃ বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ণিমা ঃ কেমন করে? এদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ নানা ধর্মের লোকের বসবাস। ইসলামী রাষ্ট্র হলে তারা কি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হবেন না?

মাওলানা সাঈদী ঃ কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কুরআনের আইন তো সকলের কল্যাণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। কুরআন সকল ধর্মের

www.pathagar.com

মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা দিয়েছে। যার যা ধর্ম তারা তা পালন করবেন। অমুসলিমদের সম্পর্কে হাদিস শরীফে রয়েছে- "মুসলিম দেশে যদি অমুসলিম বসবাস করে; আর সেই সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম করা হয়; তাহলে আমি নবী কেয়ামতের দিন সংখ্যালঘুদের পক্ষ অবলম্বন করে খোদার দরবারে মামলা দায়ের করবো।" কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- 'তোমরা কারো গির্জা, মঠ, মন্দির ভেঙ্গে দিও না।' আপনি তো নিজেও দেখেছেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ভারতে চার হাজার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। আর বাংলাদেশে একবারও হয়নি। কাজেই এদেশের জমিনে ইসলামী শাসন কায়েম করা খুবই সহজ হবে। ইন্দোনেশিয়া, মরক্কোসহ বেশ কিছু দেশ সাড়ে ৮শ' বছর থেকে মুসলমানরা শাসন করছে। সেসব দেশে তো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তিতেই বসবাস করছে। বরং বাংলাদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন হলে অন্যান্য ধর্মের লোকজন নিজ নিজ ধর্ম পালনসহ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার পূর্ণ গ্যারান্টি পাবেন।

পূর্ণিমা ঃ বিএনপি সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কতোদূর পর্যন্ত যাবে বলে মনে হচ্ছে?

মাওলানা সাঈদী ঃ হাতি যেমন নিজের দেহ দেখতে পায় না, বিএনপিরও হয়েছে সেই দশা। বিএনপি তার শক্তি সম্পর্কে উদাসীন। তা না হলে এতো আন্দোলনের পরও ১৯৯৬ সালে দেশের মানুষ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেনি। কিছু নেতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি ইতিহাসের সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখার যে কলাকৌশল প্রয়োজন ছিলো তা সঠিকভাবে হচ্ছে বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দেশের স্বার্থবিরোধী পানি চুক্তি, পার্বত্য কালো চুক্তি করেছে। এ ছাড়াও দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার ওপর আঘাত হেনেছে। এসব ইস্যু নিয়ে বিএনপি আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটাতে পারতো। তারা সেটা করতে পারেনি। লংমার্চ ও রোডমার্চে মানুষ আশান্বিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কর্মসূচী না পেয়ে মানুষ ঝিমিয়ে পড়েছে। হোমিও মার্কা কর্মসূচী দিয়ে আর যা-ই হোক, জনগণের দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। আর এখন বলবো, সময়ের প্রয়োজনে যে জোট হয়েছে তা ভাঙ্গনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলছে। তাই সবাইকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দাবি আদায় করতে চাইলে দেশপ্রেমিক সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ ব্যাপারে সাড়া দিতে জামায়াত কখনই পিছপা হবে না। আমি বিশ্বাস করি, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনে সমর্থ হলে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ইসলামী ধারার সরকার গঠনের পথ সৃষ্টি হবে। যতো বছরই লাগুক, দেশে কুরআনের আইন চালু করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ!

www.pathagar.com

বায়তুল মোকাররমে ১৪৪ ধার জারি আল্লাহর ঘর মসজিদের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়

-মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

ছাত্র সংবাদ ঃ বর্তমান আওয়ামী সরকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের চতুর্দিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

মাওলানা সাঈদী ঃ আওয়ামী রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা বরাবরই ছিল অনুপস্থিত ; গত নির্বাচনকালীন সময়ে তাদের কথাবার্তা ও কাজকর্মে কিছুটা ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা গেলেও ক্ষমতাসীন হয়েই তারা আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা ১৯৭১-৭৫-এর শাসনকালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। সে সময়ের ১৪৪ ধারা জারি আর রক্ষীবাহিনীর তাণ্ডবতার কথা শুনলে এখনো মানুষ শিহরিয়ে ওঠে। কিন্তু এত কিছুর পরও তখনকার আওয়ামী সরকার মসজিদে ১৪৪ ধারা জারির দুঃসাহস দেখায়নি। অথচ বর্তমান আওয়ামী সরকার তা-ও করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বর্তমান সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের চারদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি নিঃসন্দেহে আল্লাহর ঘর মসজিদের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে মসজিদের উপরও তারা দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমি মনে করি জাতি কোন অবস্থাতেই তাদের ষড়যন্ত্র মেনে নিবে না। আর এতেকরে তাদের অবস্থানকে বিতর্কিত এবং পতনকে করবে ত্বরান্বিত। সুতরাং কালবিলম্ব না করে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে সরকার শুভবুদ্ধির পরিচয় দিলেই ভাল করবেন।

ছাত্র সংবাদ ঃ ধর্মপ্রতিমন্ত্রী বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে নানা রকম নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?

মাওলানা সাঈদী ঃ প্রবাদ আছে 'ব্রাহ্মণ নাকি মুসলমান হলে বেশি বেশি গরুর গোশ্ত ভক্ষণ করে।' ধর্মপ্রতিমন্ত্রীও তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকারকে খুশি করে জাতে উঠার জন্য বেশি বেশি ধর্মবিরোধী নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তার এসব কর্মকাণ্ডে সরকারের ঘাদানিকপন্থী নেতারা এবং সেক্যুলার বাম ও বাম বুদ্ধিজীবী আতেলরা মহাখুশি। প্রথমে তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আওতাধীন 'জেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো' সংকোচনের পদক্ষেপ নেন। অবশ্য ফাউণ্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তীব্র ক্ষোভ ও আন্দোলনের হুমকির কারণে সংকোচন পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়। তারপর থেকে তিনি একের পর এক বায়তুল মোকাররম-এর পবিত্রতা ক্ষুণ্ন এবং

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ধ্বংসের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, যাকাত বোর্ড ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য পদ থেকে খ্যাতিমান আলেমদের অপসারণ এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদকে কাঙ্খিত ইহুদীমুক্ত করার ঘোষণা ধর্মপ্রাণ মুসলিমের মনে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে।

সুতরাং বলা যায়, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ, খতিব (নিজের ওস্তাদ) এর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও ধর্মমন্ত্রণালয় পরিচালনায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। তার এ ধরনের নেতিবাচক ভূমিকা নিঃসন্দেহে আপত্তিকর এবং দেশের একজন আলেম ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর নিকট এহেন আচরণ জনগণ আশা করেনি।

ছাত্র সংবাদ ঃ জাতীয় মসজিদে মুসল্লিরা আজ স্বাধীনভাবে নামায আদায় করতেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পুলিশ কর্তৃক মুসল্লিদের হয়রানী অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ইসরাইল ও ভারতের পর এই প্রথম বাংলাদেশেও নামাযীদের 'মেটাল ডিটেকটর' দিয়ে পরীক্ষা করে এবং তল্লাশীপূর্বক মসজিদে ঢুকানো হয়েছে। এটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

মাওলানা সাঈদী ঃ মসজিদকে সাধারণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে, যাতেকরে সাধারণ মানুষ অবাধে নিঃসংকোচে আল্লাহর ঘর মসজিদে ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করতে পারে। যারা এক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে তারা মূলতঃ জালিম ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে তারা ভারত ও ইসরাইলের অনুসরণেই বায়তুল মোকাররম মসজিদ কেন্দ্রিক এ জুলুমমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। ওসব দেশে বহু মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। নামাযে বাধা প্রদান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এমনকি ইহুদীরা হেবরন মসজিদে নামাযে সেজদারত অবস্থায় ৬৩ জন মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে সরকারের এ জাতীয় ভূমিকার হেতু কী? বলা যায়, তারা ইহুদী ও উগ্র হিন্দুদের খুশি করার জন্যই এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এ ধরনের জালেমদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 'তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে- যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তার নাম উচ্চারণে বাধা দেয় এবং মসজিদসমূহের অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা করে' -সূরা আল-বাকারা

১৪৪ ধারা জারি এবং মুসল্লিদের সাথে বাড়াবাড়ির মাধ্যমে আওয়ামী সরকার জালেম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত আয়াতের শেষ অংশে জালেমদের পরিণতি সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে- 'ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি' অতএব, আল্লাহর গজব আসার পূর্বেই ক্ষমতাসীনদের সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানাই।

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে ১৯৯৯-২০০০ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভাষণ

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাননীয় স্পীকার,

জাতীয় বাজেট একটি দেশের আগামী এক বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের যেমন হিসাব, তেমনি যে বছরটি পেরিয়ে গেল সেই বছরের আয়-ব্যয় এবং সেইসাথে উন্নতি-অবনতির হিসাব-নিকাশেরও দলিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে গত ১০ই জুন জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৯৯-২০০০ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিহীন এক শূন্যগর্ভ দলিল।

এ বাজেট দেশের দরিদ্র জনগণকে আরো দরিদ্র করবে, দেশকে আরও পরনির্ভর করবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে আরো অনিশ্চয়তার অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করবে।

নতুন কর ও ভ্যাট প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার,

বাজেটে নতুন কোন করারোপ করা হয়নি বলে অর্থমন্ত্রী যে দাবি করেছেন তা একটি বাকচাতুর্য। বরং তুলনামূলকভাবে এবছর অধিক করারোপ করা হয়েছে। কেননা বাজেটের পরিভাষায় কর হার বৃদ্ধি করে এবং কর বৃদ্ধি সম্প্রসারণ করে যে অতিরিক্ত কর আদায় কর হয় তাকেই নতুন করারোপ বলা হয়। সেক্ষেত্রে এবারের বাজেটেও এভাবেই ১০৫০ কোটি টাকার নতুন কর জাতির ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব বাড়ানোর নামে সেবা খাত ও বিভিন্ন পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকারের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারটিও ভ্যাটনির্ভর করে ফেলা হয়েছে।

বাজেটে প্রস্তাব অনুযায়ী ১৪টি সেবা খাতকে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, আইনজীবী, বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ও ভূমি বিক্রয়কারী এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, উক্ত সেবা খাতগুলোর অধিকাংশের সাথে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে জড়িত।

মাননীয় স্পীকার,

ডাক্তারের ফি'র ওপর ভ্যাট বসানো হলে ডাক্তার কি তার ফি বাড়িয়ে দেবে না? ডাক্তার তার ফি বাড়ালে সেই মাশুলটি বহন করতে হবে সাধারণ মানুষকে। এভাবে

www.pathagar.com

নতুন আইটেম এবং সার্ভিস মিলে যে ৪৫টি খাত এবং উপখাতের উপর ভ্যাট বসানো হলো, চূড়ান্ত পরিণামে তারও মাশুল গুণতে হবে এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে। প্রকারান্তরে হাত সরাসরি মুখে না দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে বলা হলো।

সুতরাং নতুন ট্যাক্স আরোপ করা হয়নি বলে হাত ঘুরিয়ে জনগণের পকেট থেকে ১০৫০ কোটি টাকা তুলে নেয়া হলো, এর নাম যদি প্রতারণা না হয়, তাহলে প্রতারণা আর কাকে বলে?

মাননীয় স্পীকার,

ভাবতেও অবাক লাগে প্লাস্টিকের তৈরি গৃহস্থালী দ্রব্যাদি থালাবাসন, ঘটি-বাটি, মগ-জগ, গ্লাস, গামলা, বদনা, বালতি, খাবারের ঢাকনার মত অতি প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিসগুলোর প্রতিও সরকারের নজর কিভাবে পড়লো যে, এগুলোর ওপরও ভ্যাট আরোপ না করে পারলো না। অনুরূপভাবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর বিদ্যুতের ওপরও ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যুতের ওপর করারোপের পরিবর্তে যেখানে তা হ্রাস করা প্রয়োজন ছিল, সেক্ষেত্রেও বৃদ্ধি করার প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা নেই। এমনিতে লোডশেডিং-এর কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া গোল্লায় গেছে। শিল্প উৎপাদন রসাতলে গেছে। আর কাঁঠালপাকা এই গরমে বিদ্যুৎহীন গোটা দেশ পরিণত হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।

পরিবহন ও যানবাহনের মত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও ভ্যাটের আওতায় আনার ফলে যাত্রী ও পরিবহন ভাড়াও বাড়িয়ে দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এসব কারণগুলো এ বাজেটকে গণবিরোধী বলে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।

সুতরাং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট আমার প্রস্তাব হচ্ছে, তিনি বিদ্যুৎসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ডাক্তার ও আইনজীবীদের ফি'র ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করে নিবেন।

মাননীয় স্পীকার,

অর্থমন্ত্রীর চাতুর্যপূর্ণ কথামালার ভাষণ এবং দু'টি বড় রকমের ভুলের জন্য এ বাজেট জাতির জন্য বরকত ও রহমতশূন্য হয়ে পড়েছে।

১. অর্থমন্ত্রী ইসলামের দৃষ্টিতে একটি মারাত্মক ভুল কথা দিয়ে তার বাজেট বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন আমি কোড করছি, "নতুন শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সরকারের বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ বাজেট আমি আজ জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি। এই দুর্লভ সুযোগ প্রদানের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

www.pathagar.com

অথচ একজন মুসলমান যেকোন ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহপাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, অন্যকারও করতে হলে তা এর পরে। শুরুতে অবশ্যই নয়।

২. অর্থমন্ত্রী তার পেশকৃত সুদীর্ঘ ৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী বাজেট বক্তৃতার কোথায়ও আল্লাহর বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতির প্রাণশক্তি যাকাত ও ওশর আদায়ের কথা একবারও উল্লেখ করেননি। বরং তার বাজেট বক্তব্য ছিল পুঁজিবাদী শোষণের ঘৃণ্যতম হাতিয়ার অভিশপ্ত সুদভিত্তিক এবং সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ।

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার,

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের প্রধানমন্ত্রী কয়েক মাস পূর্বে কলকাতা বই মেলা থেকে দেশে ফিরে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আমাদের আদর্শ।' আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মীরাও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী বলে আমরা জানি।

কিন্তু তারা হয়ত জানেন না যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ একটি কুফরী মতাদর্শ, যা অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্টভাবে অবৈধ।

কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ধর্মকে শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গন তথা অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি নিজের ইচ্ছা অথবা নেতার মর্জি মাপিক পরিচালিত করতে চান। আর এখানেই ইসলামের ঘোরতর আপত্তি।

সূরা আল-বাকারার ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলছেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّاخِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاوَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّالْعَذَابِ –

অর্থাৎ. "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু কথা বিশ্বাস করবে, আর কিছু কথা করবে অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারাই কুরআনের সাথে এরূপ আচরণ করবে দুনিয়ায় তাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি।"

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাবার জন্য বলে থাকেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থই হল ধর্মহীনতা।

মাননীয় স্পীকার,

www.pathagar.com

আপনি নিশ্চই অবগত আছেন যে, বিশ্বখ্যাত RANDOM HOUSE DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE-এ SECULARISM [র‍্যানডম হাউজ ডিকশনারী অব ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ-এ সেক্যুলারিজম] -এর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

NO.1- NOT REGARDED AS RELIGIOUS OR SPIRITUALLY SACRED যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

NO.2- NOT PARTANING TO OR CONNECTED WITH ANY RELIGION. যা কোন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

NO.3- NOT BELONGING TO A RELIGIOUS ORDER. যা কোন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়।

এছাড়া ENCYCLOPEDIA BRITANICA ও OXFORD DICTIONARY [এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ও অক্সফোর্ড ডিকশনারী] -সহ সকল বিশ্বকোষ ও অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা-ই বলা হয়েছে।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে অবশ্যই ধর্মহীনতা, ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্মবিরোধিতা। তার প্রমাণ এই আওয়ামী লীগ। এই দলটির জন্মলগ্নে দলের নাম ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। তারা তাদের দলীয় নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়েছে। ১৯৭২ সালে তারা 'বিসমিল্লাহ্ হির রাহমানির রাহীম' বর্জিত সংবিধান রচনা করেছিল। ১৯৭২-এর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মনোগ্রামে পবিত্র কুরআনের আয়াত 'রাব্বি জিদনী ইলমা' লেখা ছিল, তা তারা বাদ দিয়েছিল।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে সলিমুল্লাহ হল করা হয়েছে। নজরুল ইসলাম কলেজ নাম থেকে 'ইসলাম' শব্দ বাদ দিয়ে নজরুল কলেজ করা হয়েছে। এগুলো কি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয়?

ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে 'ধর্ম যার যার নিজস্ব ব্যাপার। আর রাজনীতি ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।'

সূরা নিছার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ-

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" এ আনুগত্য শুধু নামায-রোযার নয়, বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

দুনিয়ায় নবী-রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে রাসূল (সাঃ) নিজে রাজনীতি করেছেন। তাছাড়া সকল নবী-রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সকলেই

www.pathagar.com

রাজনীতি করেছেন। তাঁরা কেউই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। সুতরাং ইসলাম মানুষের জীবনের কোন খণ্ডিত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। ISLAM IS A COMPLETE CODE OF LIFE. [ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান]।

তাই সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের সংবিধানেও এই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

১৯৭৭ সালে এ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান ও আকীদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে গণভোটের মাধ্যমে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে তদস্তলে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংযোজন করে ঐতিহাসিক ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন। পক্ষান্তরে, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে নিজেদের আদর্শ ঘোষণা করে সংবিধানের ৮ম ধারা লংঘন করেছেন। অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশ হলে এ ধরনের সংবিধান লংঘনের দায়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হতো।

রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় ও মূর্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার,

রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং বাজেট কোনটাই ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। আল্লাহপাক কুরআন মজীদের সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا-

অর্থাৎ "হে মুসলিমগণ, আল্লাহ্পাক তোমাদের যাবতীয় আমানতকে তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।"

তাফসীরকারকরা বলেছেন, এখানে 'আমানত' শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদের আমানাত যা দুঃস্থ অনাথ, অসহায় বিধবা, ইয়াতীম, ফকির, মিসকিন ও দরিদ্র জনসাধারণের হক। দ্বিতীয়তঃ নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক আমানত যেখানে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ করার কোন সুযোগ নেই এবং এমনসব লোক নেতৃত্বে ও প্রশাসনে নিয়োগ করা যাবে না, যারা অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ, খেয়ানতকারী, মদ্যপ, ব্যভিচারী ও অহংকারী। সরকার কি আল্লাহপাক প্রদত্ত রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণ, নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সে আমানত রক্ষা করতে পেরেছে? বরং সরকার প্রতি পদে পদে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অহরহ খেয়ানত করে চলছে। যেমন– রেডিও-টিভি রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম, সরকার তা দলীয় প্রচার কার্যে ব্যবহার করে আমানতের খেয়ানত করছে। জনগণের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে সরকার বিভিন্ন চেতনার নামে শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তার মোড়ে যত্রতত্র মূর্তি নির্মাণ করছে, যা রাষ্ট্রীয় সম্পদের আমানতের শুধু খেয়ানতই নয় বরং রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতায় শির্ক তথা কবীরা গুনাহ করা হচ্ছে এবং মারাত্মকভাবে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ -

সূরা বনি ইসরাইলের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত– "তোমরা অপব্যয়-অপচয় কোরো না, অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই।" কুরআনে কারীমের এসব আয়াতের নিরিখে সরকারের অবস্থান কোথায় তা ভেবে দেখার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাই।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার,

এবার আমি জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বাজেটে কোন বরাদ্দ নেই। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বাজেটে কোন উদ্যোগ না নিয়ে শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেই কোন সুফল বয়ে আনবে না। নকলপ্রবণতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস শিক্ষার মান শেষ করে দিয়েছে।

উত্তম চরিত্র সৃষ্টির জন্য আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য নেই। আদর্শহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা দেশের শিক্ষা কাঠামোকে সর্বনাশ করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

দেশের একমাত্র সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কিছু কথা না বললেই নয়।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলে আজ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী চরিত্র বিনষ্ট প্রায়। ইসলামী বিষয় ও বিভাগ কমিয়ে সাধারণ বিষয় ও বিভাগ বৃদ্ধি এবং দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সহ-শিক্ষা চালু করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হচ্ছে। সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী চরিত্র ও পরিবেশ বিনষ্ট করে দলীয় প্রভাব সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আন্তর্জাতিক মানে পরিণত করার চেষ্টার পরিবর্তে সরকার এর অস্তিত্বই ধ্বংস করার সকল কলাকৌশল গ্রহণ করেছে।

সর্বোপরি যে শিক্ষা জাতিকে চরিত্রবান ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলবে সেই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ অত্যন্ত লজ্জাজনক ও দুঃখজনক।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বর্তমান সরকারের চরম অনীহার কয়েকটি নজীর জাতির সামনে তুলে ধরতে চাই।

১. আজ পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কোন কারিকুলাম বোর্ড করা হয়নি।

২. মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আলাদা কোন অধিদপ্তর খোলা হয়নি।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়নি।

৪. প্রাইমারী স্কুলের মতো ইবতেদায়ী শ্রেণীতে মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাসভুক্ত বই বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়নি।

৫. মাদ্রাসা পাস ছাত্রদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ দেয়া হয় না।

৬. সামান্য সামান্য ছুঁতানাতায় মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও M.P.O {এমপিও} ভুক্তি বাতিল করা হয়। আমার জানামতে বিগত ৭.৬.৯৯ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। যার মাধ্যম দেশের ছয়শ' আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি বাতিল করার ষড়যন্ত্র সরকারের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের সরকারের এই হীনমন্যতা জাতি কোন অবস্থাতেই ক্ষমার চোখে দেখবে না। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারকে তার ভ্রান্ত ও বিদ্বেষমূলক আচরণ পরিত্যাগ করে আন্তরিক হবার জন্য অনুরোধ জানাই।

সেনাবাহিনী প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার,

এরপর আমি যে বিষয়ে বলতে চাই, তা হলো প্রতিরক্ষা বিভাগ। আমাদের দেশটি তিনদিক থেকে এমন একটি দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত যারা বন্ধুত্বের প্রশ্নে উত্তীর্ণ নয়। দেশের বেশির ভাগ জনগণ সেই দেশ থেকেই আগ্রাসনের আশংকা করে থাকে। তাই আমাদের সেনাবাহিনীকে আধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে।

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের উন্নয়ন ব্যয় চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে শতকরা ৬৫ ভাগের বেশি কমিয়ে আনা হয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরের মূল বাজেট বরাদ্দ ছিলো ৯৫ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে তা ধার্য করা হয়েছে ৮৯ কোটি টাকা। আর আগামী বছরের জন্য এ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৩০ কোটি টাকা।

বর্তমান সরকার তার অতি রাষ্ট্রিক আনুগত্যের ফলে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যে দুর্বল করে ফেলতে চায় ৩০ কোটি টাকার সামান্য বরাদ্দ তারই প্রমাণ।

মাননীয় স্পীকার,

আমাদের দেশের মধ্যেই মীরজাফরের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কিছু লোক আছে, যারা দেশে সেনাবাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই বলে মনে করে। এ কথা তারাই মনে করতে

www.pathagar.com

পারে যারা দেশটাকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার জন্য নিবেদিত এবং প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী বললেও যাদের মর্যাদায় লাগে না।

মাননীয় স্পীকার,

এ দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের সেনাবাহিনীকে আরো আধুনিক স্বয়ংক্রীয় অস্ত্র দ্বারা গড়ে তুলতে হবে।

পাক-ভারত দু'টি দেশ আজ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। এখানে স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার জন্য আমাদেরকেও পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবার চেষ্টা করতে হবে।

সূরা আনফাল-এর ৬০ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُم مَّااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ –

"আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদা প্রস্তুত অশ্ব তাদের মোকাবিলায় জন্য যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং এমন শত্রু যাদেরকে তোমরা চিন না, কিন্তু আল্লাহ্ চেনেন।"

এর অর্থ হচ্ছে, প্রয়োজন মাফিক একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী STANDING ARMY সর্বক্ষণ তৈরি থাকতে হবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে। সুতরাং আল্লাহ্পাকের নির্দেশেই আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা

মাননীয় স্পীকার,

মানব রচিত কোন মতাদর্শ দিয়ে শান্তি ও সুবিচার আশা করা নিষ্ফল। কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই পারে দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি ইনসাফ তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে।

অধিকারহারা অগণিত বনি আদমের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আসুন আমরা সবাই মিলে দেশটাকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন চালু করি। এতেই শান্তি, এতেই প্রগতি, এতেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি।

প্রতি বছর বাজেট পেশ হবে, বাজেট আলোচনা হবে, গতানুগতিকতার ধারায় বাজেট পাসও হবে, কিন্তু জনগণের ভাগ্যের দুয়ার খুলবে না।

দেশবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই, এ কথা বোঝার তওফিক আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে দান করুন।

www.pathagar.com

এলাকার সমস্যা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার,

পরিশেষে আমি আমার নির্বাচনী এলাকার কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

১. পিরোজপুর থেকে নাজিরপুর হয়ে ঢাকা যাতায়াতের জন্য নাজিরপুর কালিগঙ্গা নদীর ব্রীজ তৈরি হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

২. নাজিরপুর শহীদ জিয়া কলেজটি সরকারীকরণ করা এলাকার মানুষের প্রাণের দাবি। সরকার এ দাবি পূরণের জন্য এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি।

৩. তথাকথিত সর্বহারা নামের সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে বাঁচার জন্য নাজিরপুর থানার বৃহৎ বাজার বৈঠাঘাটায় স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের জোর দাবি জানাই।

৪. পিরোজপুর জেলা শহরে একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ শহরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি। এ দাবি পূরণে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

৫. পিরোজপুর সদর হাসপাতালটি মানবিক কারণ আধুনিকীকরণ এবং একশ' শয্যায় পরিণত করা।

৬. এলাকাবাসীর বিগত পনেরো বছরের দাবি পিরোজপুর জেলার ইনদুরকানীকে পূর্ণাঙ্গ থানায় রূপান্তরের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানাই।

৭. ইন্দুরকানী থানার কালাইয়া থেকে ইন্দুরকানী বাজার পর্যন্ত কচা নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ মানবিক কারণে একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় শত শত পরিবার দ্রুত নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে গৃহহীন হয়ে পড়বে এবং নোনা পানি প্রবেশ করে বিরাট এলাকার ফসলহানি ঘটবে।

৮. দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একমাত্র বিমানবন্দর বরিশালে বাংলাদেশ বিমানের নিয়মিত ফ্লাইট চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

৯. বিগত ৩ বছরে প্রধানমন্ত্রী তার পিতার দেখা-অদেখা অনেক স্বপ্ন পূরণ করেছেন। এবার খুলনাবাসীদের সুদীর্ঘ ৩৪ বছরের প্রাণের দাবি রূপসা ব্রীজের স্বপ্ন পূরণে শুধু ওয়াদা নয়, বাস্তব পদক্ষেপ নিন। * তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার। ২৩-০৬-৯৯ ইং

ইনশাল্লাহ্ শীঘ্রই বের হতে যাচ্ছে
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর

- বিষয়ভিত্তিক তাফসীর এ্যালবাম— ১,২...
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুকসুদুল মোমেনিন
- রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে মুহাম্মদ (সা)
- সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাবে আল্লামা সাঈদী

প্রকাশনায় ঃ কারেন্ট পাবলিকেশন

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকার খুশি কিন্তু হতাশ হয়েছে জনগণ

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

বিগত ৭ এপ্রিল জাতীয় সংসদের সমাপ্তি অধিবেশনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় গ্রুপের নেতা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এক সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার চিত্র তুলে ধরে সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। জাতীয় সংসদের সমাপ্তি অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর

মাওলানা সাঈদীর বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ

মাননীয় স্পীকার,

রাষ্ট্রপতি দেশের সরকার ও গোটা জাতির অভিভাবক, সুতরাং তাঁর বক্তব্যও হওয়া উচিত অভিভাবকসুলভ। তিনি তার বক্তৃতায় শুধু সরকারের সাফল্যের গুণকীর্তনই করবেন না বরং সরকারের ব্যর্থতার দিকগুলোও তিনি তুলে ধরবেন; জাতি তাঁর বক্তব্যে এটাই আশা করেছিল। কিন্তু ১৯৯৯ সনের জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ পৌণে দু'ঘণ্টা স্থায়ী যে ভাষণটি পাঠ করেছেন তা সরকারের বার্ষিক কার্যবিবরণী বলেই দেশবাসীর নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

তাঁর ঐ পঠিত ভাষণে দেশ ও জাতির প্রতি কোন দিক নির্দেশনা নেই। বর্তমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণ সম্পর্কেও কোন কথা নেই।

দেশে আজ অহরহ মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, চলছে রাজনৈতিক নিপীড়ন। এ ছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, নারী ও শিশু ধর্ষণ– এসব নিত্য দিনের সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে কিছুই উল্লেখ করেননি।

বছরের প্রথম অধিবেশনে প্রেসিডেন্টের ভাষণ দেয়া সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু সরকারের তৈরি করা ভাষণ পাঠ করা দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য বাধ্যতামূলক তো নয়ই, সম্মানজনকও নয়। রাষ্ট্রপতির ঐ ভাষণে সরকার খুশি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হতাশ হয়েছে গোটা দেশ ও জাতি।

আমি এখন রাষ্ট্রপতির ভাষণের দু'চারটি বিষয়ে যুক্তি ও তথ্যনির্ভর পর্যালোচনা করতে চাই।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার,

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে দেশে আইনের শাসনের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেশের বাস্তব চিত্র কি দেখতে পাচ্ছি?

সরকার সমর্থিত পত্রিকাগুলোও অকপটে লিখছে প্রতিদিন দেশে অপরাধপ্রবণতা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে হত্যা, ডাকাতি, নারী ও শিশু ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধের হার ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী। সি.আই.ডি'র রিপোর্ট মতে সারাদেশে বিভিন্ন অপরাধে বিগত ৩২ মাসে ৬ লাখ ১৯ হাজার ৩৯৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশের খাতায় রেকর্ড অনুযায়ী এর মধ্যে হত্যা মামলা ৮ হাজার ৫ শত ৪২টি, ডাকাতি মামলা ২৮৯৯টি, নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছে ১৭ হাজার ১ শত ৯১টি, অপহরণ মামলা হয়েছে ৩২৬০টি এবং চুরির মামলা হয়েছে ৩১,১০০টি।

একটি জনকল্যাণকামী গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্বই হচ্ছে– জনগণের খাওয়া-পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি দেয়া এবং প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের জান-মাল ও নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রমের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা। বর্তমান সরকার কি জাতির সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে?

অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর শপথ গ্রহণের পর বলেছিলেন তাঁর প্রধান কাজ হবে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, রাহাজানি সকল প্রকার অপরাধমূলক অপকর্ম বন্ধ করা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এ জাতির, প্রধানমন্ত্রী ৩২ মাসেও তার ১ নং নির্বাচনী ওয়াদাটি পূরণ করতে সফল হননি।

মানবাধিকার

মাননীয় স্পীকার,

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের কথা বলেছেন। কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থা কি?

বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের মানবাধিকারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের শাস্তিবিধান ও তার প্রতিরোধে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

এ সময়ের মধ্যে পুলিশী নির্যাতনে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। সরকার এর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

www.pathagar.com

ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানবাধিকার ভয়াবহভাবে লংঘিত হয়েছে। এ সময়ে শত সহস্র নারী-শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, আততায়ীর গুলী ও বোমায় বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং যাকে খুশি তাকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই গ্রেফতার করে দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।

এদেশে ছাত্র-শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী কেউই আজ নিরাপদ নয়। যথেচ্ছা গ্রেফতার, রাজনীতিক ও অন্যান্য নাগরিকদের হয়রানীর উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে।

বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং তার এক দিন পূর্বে ঐ প্রতিবেদনের কপি বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনটিই হচ্ছে বাংলাদেশ মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক সুস্পষ্ট দলিল।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাননীয় স্পীকার,

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের কথা বলেছেন, কিন্তু ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। মাদ্রাসা শিক্ষা এতে উপেক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, সরকার যদি মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সত্যি সত্যিই আন্তরিক হন তাহলে সকল ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সরকারীকরণ, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিকরণ এবং ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ ছাত্রদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করে তার আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার,

বিগত নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সার্কুলার জারি করেছে– যার নং শাঃ ১৬/ কমিটি ১/১৫৭৫ (১৫)। একজন সিনিয়র সহকারী সচিবের স্বাক্ষরিত ঐ সার্কুলারে সকল আলিম ও ফাযিল মাদ্রাসা প্রধানকে অধ্যক্ষের পরিবর্তে সুপারিনটেন্ডেন্ট পদবী ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

আমরা মনে করি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সরকারের এটি একটি অন্যায় পদক্ষেপ। কারণ আলিম মাদ্রাসা ইন্টারমিডিয়েট ও ফাজিল মাদ্রাসা ডিগ্রী কলেজের সমমর্যাদা সম্পন্ন। এ পদ্ধতি বহু বছর থেকে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজ প্রধানকে যদি অধ্যক্ষ বলা হয় তাহলে আলিম ও ফাযিল মাদ্রাসা প্রধানদের প্রিন্সিপাল বলা হবে না কোন, যুক্তিতে। সরকারের এ অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানাই।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মত বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং সরকারের ক্যাডার সার্ভিসে মাদ্রাসা পাস ছাত্রদের জন্য সম্মানজনক কোটা সংরক্ষণ করে বিমাতাসুলভ আচরণ বন্ধ করার জন্য আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি

রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশে সংস্কৃতিক উন্নয়নের কথা বলেছেন।

মাননীয় স্পীকার,

একটি জাতির বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি তার নিজস্ব সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক আচরণের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে তার ধর্মীয় আদর্শ, চিন্তা, চেতনা ও স্বকীয় মূল্যবোধের।

জাতি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর রাষ্ট্রপতির অভিভাবকসুলভ বক্তব্য আশা করেছিল। কারণ বর্তমানে দেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে যা কিছু চলছে তা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কালচার নয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বল্গাহীন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আমাদের স্বকীয় জাতির চরিত্র আজ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান আকীদা বিরোধী যেসব সংস্কৃতি চলছে তা হচ্ছে – (১) থার্টি ফাস্ট নাইট উদ্‌যাপন (২) বসন্ত উৎসব (৩) রাখী বন্ধন (৪) মঙ্গল প্রদীপ (৫) মঙ্গল তিলক (৬) বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামে বিশ্ব বেহায়া দিবস উদযাপন। মুসলমানদের ঈমান আকীদার সাথে এগুলোর ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। ইসলামে বছরে একদিন ভালোবাসা দিবস পালনের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ইসলামের জন্মই ভালোবাসার মধ্য দিয়ে।

মাননীয় স্পীকার,

বাঙালী সংস্কৃতি বা বিভিন্ন চেতনার নামে দেশে আজ যত্রতত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মিত হচ্ছে।

ভাস্কর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ মূর্তি। ইংরেজিতে বলা হয় STATUE. আরবীতে আসনাম, উর্দু এবং সংস্কৃতিতে বুত।

যে ভাষায় যে নামেই হোক, মুসলমানদের জন্য মূর্তি নির্মাণ করা, তাকে ভক্তি করা এবং তা উদ্বোধন করা ইসলামী শরীয়তে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহপাক বলেছেন– "যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টিকর্ম করতে চায় তার তুলনায় অধিক জালিম আর কে হতে পারে? ওরা গম বা একটি যবের দানাই সৃষ্টি করে দিক না।"

রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "যেসব লোক মূর্তি ও প্রতিকৃতি তৈরি করে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমরা যা কিছু তৈরি করেছিলে, এখন সেগুলো জীবিত করে দাও। কিন্তু সে তা কখনই পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

অমুসলিমগণ তারা তাদের উপাসনালয়ে হাজারো মূর্তি বানাতে পারে, ইসলামে তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চেতনার নামে কোন মূর্তি নির্মাণ জাতি বরদাশত করবে না।

মহান ব্যক্তিদের স্মরণে রাখার জন্য তাদের নামে মাদ্রাসা, মসজিদ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কিন্তু মূর্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপন সুস্পষ্ট হারাম।

এভাবে প্রতিকৃতি নির্মাণ এবং মাল্যদান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন, মাথানত করে দাঁড়ানো সুস্পষ্ট শিরক। এটা হচ্ছে মুশরিকদের অনুকরণ করে। আর আল্লাহর রাসূল বলেছেন– "যে ব্যক্তি যে জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।"

সুতরাং মূর্তি নির্মাণের এ জঘন্য পাপ থেকে আল্লাহপাক সরকারকে হেদায়েত দান করুন।

কসোভোয় মুসলিম নিধন সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস হচ্ছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে এবং যেখানেই কোন অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমাদের এ মহান জাতীয় সংসদও অতীতে বেশ কয়েক বার যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিগত মাসাধিক কাল ধরে কসোভোতে সার্ব সৈন্যরা যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলেসোভিচ-এর নির্দেশে মুসলমানদের ওপর চরম অমানবিকভাবে গণহত্যা, পাইকারী ধর্ষণ ও জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

সার্বদের এ নির্মম অত্যাচার অতীতের হিটলার ও মুসোলনীর নিষ্ঠুরতাকেও হার মানিয়েছে। সার্বদের এ বর্বরোচিত মুসলিম নিধন বিংশ শতাব্দীর এক কলংকজনক অধ্যায়।

মাননীয় স্পীকার,

বিবিসি ও রয়টার পরিবেশিত খবর অনুযায়ী সার্ব সৈন্যদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জীবন রক্ষার জন্য এ পর্যন্ত কসোভোর ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার মুসলমান নর-নারী পার্শ্ববর্তী দেশ আলবেনীয়া ও মেসিডোনীয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আর অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ মুসলমান পুরুষ, নারী, শিশু সীমান্ত অতিক্রম করতে না পেরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুর প্রহর গুণছে। আল্লাহ্পাক কুরআনে কারীমে বলেছেন–

অর্থাৎ, "তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করছ না, অথচ নির্যাতিত নারী, পুরুষ, শিশুরা আর্তনাদ করে বলছে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এ জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার কর। এবং তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী ও বন্ধু পাঠাও।" (সূরা নিসা)

সুতরাং কসোভোর মুসলমানদের এ করুণ লোমহর্ষক ঘটনায় কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ এর প্রতিবাদ না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না।

গত রাতে এই সংসদে মানীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কসোভোর ব্যাপারে কিছু কথা বলেছেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা সরকারের পক্ষ থেকে দায়সারা কারবার বলে মনে হয়েছে এবং সরকার তার মূল দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে এক্ষেত্রে তার দায়িত্ব অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমাদের এ মহান সংসদের অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী দলমত নির্বিশেষে সর্বসম্মতভাবে সার্বিয়ান বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি জাতীয় নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সেইসঙ্গে আমি এক কথাও উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের এই সংসদ যদি কসোভোয় সার্ব বাহিনীর এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি সর্বসম্মত নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণে ব্যর্থ হয় তাহলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের তথা সংবিধান অবমাননার দায়দায়িত্ব এ সংসদকে গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

উপসংহার

মুসলিম সরকারের দায়িত্ব

মাননীয় স্পীকার,

একটি মুসলিম সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক প্রধানতঃ চারটি কতব্য পালনের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. একটি মুমীন সরকারকে তার দেশের জনগণের উত্তম চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে মুসলিম নাগরিকদের নামায কায়েম বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণার্থে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সুষম বণ্টননীতি চালু করতে হবে।

৩. সকল প্রকার ভাল কাজ করার জন্য নাগরিকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪. সকলপ্রকার অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে জাতিকে হেফাজত করার জন্য খারাপ কাজগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সুতরাং আল্লাহ্পাকের বিধান এবং রাসূল (সা) প্রদর্শিত পথেই কেবল জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে শান্তি পেতে পারি।

ব্যক্তিগত কারো ভাষণ বা স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির কল্যাণ হবে না। দেশ ও জাতির উত্থান হবে কেবল মাত্র আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

এ নির্ভেজাল সত্যটি আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে বোঝার তওফিক দান করুন।

* তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার ০৭-০৪-৯৯ ইং

www.pathagar.com

দেশের স্বার্থে নির্বাচন পর্যন্ত ঐক্য ধরে রাখতে হবে

দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সরকার চারদলীয় ঐক্য ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এতে তারা সফল হলে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই দেশের স্বার্থে, দ্বীন ও ঈমানের স্বার্থে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাসের স্বার্থে ঐক্য ধরে রাখতে হবে। চারদলীয় ঐক্য জনগণ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে রোডমার্চ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আওয়ামী লীগ দেশকে ভারতের কলোনীতে পরিণত করার সকল পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। তাই দেশ বাঁচাতে হবে। দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। যার জন্য যেকোনো মূল্যেই হোক, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলগুলোর ঐক্য ধরে রাখতে হবে। কথাগুলো বললেন জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় নেতা, সংসদীয় গ্রুপের নেতা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

চলমান রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি ইনকিলাবকে বলেন, এই ঐক্য আরো আগে হওয়া উচিত ছিলো। দেরিতে হলেও ঐক্য হওয়ায় নির্যাতিত মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। মানুষ এখন চেয়ে আছে চারদলীয় নেতাদের মুখের দিকে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেই বাংলাদেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ করে প্রশাসনকে তছনছ করে দিয়েছে। দলীয় লোকজনকে প্রমোশন দিয়ে প্রশাসনে লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি করেছে। দলীয় অযোগ্য লোক প্রমোশন পাওয়ায় অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। আর ভিন্নমতালম্বীদের নানাভাবে হয়রানি ও বদলি করার কারণে তারা স্বাভাবিকভাবে কাজ-কর্ম করতে পারছে না। পুলিশ বাহিনীতে একই অবস্থা সৃষ্টির কারণে প্রশাসনে চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়েছে। পুলিশ রুবেলকে হত্যা করেছে, পুলিশের সোর্স জালালকে খুন করেছে, রাজপথে মনি বেগমকে বিবস্ত্র করেছে। মুষ্টিমেয় কিছু পুলিশ এসব করার পর সরকারী প্রোটেকশন পেয়েছে। ফলে পুলিশের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। পুলিশ বাহিনীকে মানুষ এখন খারাপ চোখে দেখে থাকে। অথচ অপরাধী মুষ্টিমেয় পুলিশের বিচার হলে গোটা পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হত। মানুষও পুলিশকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখত না।

সরকারের কঠোর সমালোচনা করে মাওলানা সাঈদী বলেন, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে সন্ত্রাস বেড়ে গেছে। খুনখারাবি, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, গুম, অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, ধর্ষণ, ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের ঘটনা

www.pathagar.com

আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবোল-তাবোল বলে বেড়াচ্ছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসীকে তুলে আনতে চান। প্রশ্ন হল মাটির নিচে কতজন সন্ত্রাসী থাকে? সারাদেশে আশংকাজনক হারে সন্ত্রাস বেড়ে গেছে। সন্ত্রাসীরা রাজপথে বন্দুক উঁচিয়ে গুলী ছুঁড়ছে। তাদেরকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রেফতার করছেন না কেন? যারা মাটির ওপরে সন্ত্রাস করছে, তারা আওয়ামী সন্ত্রাসী বলেই কি তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না! কম্বিং অপারেশনের নামে সারাদেশে গ্রেফতার অভিযান চালানো হচ্ছে। অথচ সে অভিযানে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। ৭ জুন যশোরে সর্বহারা কিছু পুরনো অস্ত্র জমা দিয়েছে। সরকার সে খবর ঢাকঢোল পিটিয়ে রেডিও-টিভিতে প্রচার করেছে। অথচ বিবিসির খবরে সরকারের শুভঙ্করের ফাঁকি ধরা পড়েছে। রেডিও-টিভি জনগণের টাকায় চলে। অথচ এই সরকার শক্তিশালী এই প্রচার মাধ্যমকে বাপ-দাদার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করে মাওলানা সাঈদী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নারী। অথচ তিনি নারীদের ইজ্জত নিয়ে মস্করা করেন। মনি বেগমকে রাজপথে পুলিশ বিবস্ত্র করেছে। এটা খুবই জঘন্য কাজ। সরকার সে পুলিশের বিচার তো করলই না উল্টো দোষ মনি বেগমের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করল। প্রধানমন্ত্রী একজন নারী হয়ে বললেন, 'সিনক্রিয়েট' করার জন্য মনি বেগম আঁচল বিছিয়ে দিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের কথাবার্তা আইয়্যামে জায়েলিয়াতের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তিতে সমগ্র নারী সমাজকে যেমন কলঙ্কিত করা হয়েছে, তেমনি সভ্য জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আমাদের মাথা নত হয়েছে। অবশ্য এই প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভালো কিছু আশা করাও ঠিক নয়। কারণ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একশ' ছাত্রী ধর্ষণকারীকে তিনি স্নেহের চোখে দেখে থাকেন বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, সরকার বলছে, তারা সফল। কিন্তু মানুষ তার উল্টোটাই দেখছে। দলীয়করণ আর আত্মীয়করণ ছাড়া সরকার সব কিছুতেই ব্যর্থ হয়েছে। টাকা-পয়সা সরকারের মন্ত্রীদের পকেটে আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পকেটে নেই। দ্রব্যের অগ্নিমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষ কিছুই কিনতে পারছে না। সরকার বলছে, তারা সংসদকে কার্যকর করতে চায়। এটাও মিথ্যা কথা। সংসদকে কার্যকর করতে চাইলে জাতীয় সমস্যা নিয়ে সংসদের আলোচনা করা হত। সরকার সেটা করছে না। পার্বত্য কালোচুক্তি বলেন আর গঙ্গার পানিচুক্তিই বলেন— এসব নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা করা হয়নি। বরং সংসদকে পাশ কাটিয়ে

www.pathagar.com

দেশের স্বার্থবিরোধী এসব চুক্তি করে দাদাদের খুশি করা হয়েছে। সরকার দাবি করছে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির নহর বইছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাসীর হাতে ক্ষমতা দিয়ে অশান্তির বীজ বোনা হয়েছে।

বর্তমানে সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কিছু না বলাই উত্তম। একটি স্বাধীন দেশের সরকার প্রধান হয়ে 'মুখ্যমন্ত্রী' বলায় যিনি মুচকি হাসেন তার আত্মসম্মানবোধ নিয়ে কথা বলার কিছু নেই। তবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলমান দেশ হিসেবে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত ছিলো। আপনারা ভারতের বিরোধিতা না করেন, তাতে বাধা নেই। তবে মুসলমানদের ওপর এ ধরনের অত্যাচার মেনে নেয়া যায় না। ভারতকে না ক্ষেপিয়েও আওয়ামী লীগ সরকার বলতে পারত কাশ্মীরের জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন, তারা ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে– না স্বাধীন থাকবে? দিল্লীর নতজানু সরকার এ কথাটি বলারও সৎ সাহস দেখাতে পারেনি। আমি স্পষ্ট করেই বলছি, ভারতের জনগণের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। তাদের সরকার বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি। বাংলাদেশের জন্মের দিন থেকেই তারা বিগ ব্রাদার সুলভ আচরণ করছে। আমরা তার প্রতিবাদ করছি। এ কারণেই ভারত সরকারকে আমরা কখনও বন্ধু হিসেবে নিতে পারিনি। অথচ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে জনগণের স্বার্থ রক্ষার বদলে ভারতের স্বার্থ নিয়েই বেশি মাতামাতি করছে।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন, জামায়াত সরকার বিরোধী আন্দোলন করছে বলে এখন রাজাকার বলা হচ্ছে। কিন্তু বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় জামায়াত কি ছিল? তখন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা, আলী আহসান মুহাম্মদ মোজাহিদ, এ,টি,এম আজহারুল ইসলামের সঙ্গে তোফায়েল আহমদ, আমির হোসেন আমু, মোঃ নাসিম ও আবদুস সামাদ আজাদের গলায় গলায় ভাব ছিল। তখন জামায়াত রাজাকার ছিলো না। যখন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের দোয়া নেয়ার জন্য তাঁর বাসায় যান তখন তাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। আজ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে তারা রাজাকার হয়ে গেল। আওয়ামী লীগের এ দোষ আজকের নয়। মেজর জলিলের মতো বীর মুক্তিযোদ্ধাকেও তারা রাজাকার বলেছিলো। অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তাদের বিরোধিতা করলেই রাজাকার হয়ে যায়। শুধু আমাদের ব্যাপারে নয়, তারা এখন নিজেরাই নিজেদের মাংস খাওয়া শুরু করেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীকেও তারা রাজাকার বানাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে কাদের

www.pathagar.com

সিদ্দিকীর নামটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ প্রধানমন্ত্রী তার সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছেন। তাদের দলের দু'জন মন্ত্রী বলেছেন, কাদের সিদ্দিকী স্বাধীনতাবিরোধীদের স্বার্থ রক্ষা অতীতে করেছেন এখনও করছেন। যাক, এ নিয়ে কথা বাড়াতে চাই না। মুক্তিযুদ্ধের সময় কারা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছে, আর এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বড় গলায় কথা বলে তা দেশবাসী জানে।

সবশেষে একটি গল্প বলে শেষ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সরকার দলীয় নেতারা সব কিছুতেই বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপাতে চান। নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য তারা আর কতদিন এভাবে অন্যকে গালমন্দ করবেন তা আল্লাহই জানেন। তবে তিন বছরে তারা কি করেছে তা দেশবাসী জানে। গল্পটি হলো ঃ

"রাশিয়ার সরকারের পতনের সময় পরবর্তী সরকারের জন্য তিনটি চিঠি লিখে যায়। তারা তিন বছরে তিনটি চিঠি খোলার নির্দেশ দেয়। পরে যে সরকার গঠন করে সে দলের প্রধান প্রথম চিঠিটি খুললেন। চিঠিতে লেখা, পূর্ববর্তী সরকারের ওপর সকল দোষ দাও।

সরকার এক বছর চিঠির নির্দেশ পালন করলো। এক বছর পর দ্বিতীয় চিঠি খুলে দেখা যায় তাতে লেখা, এক বছরে শুধু জনগণকে প্রতিশ্রুতি দাও।

সরকার প্রধান তাই করল।

আরো এক বছর পর তৃতীয় চিঠি খুলে সরকার প্রধান অবাক হয়ে গেলেন। তাতে লেখা, এবার পূর্ববর্তী সরকারের পথ অনুসরণ কর।"

এ সরকারের অবস্থা হয়ে গেছে তাই। গণবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তারা আবোল-তাবোল বলে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

তথ্যসূত্র ঃ ১১-০৬-৯৯ ইং ইনকিলাব

www.pathagar.com

তেহরান রেডিওর সাথে
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাক্ষাৎকার

১৭ জুলাই, '৯৭ তেহরান রেডিওর মুখোমুখি হয়েছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, তাত্ত্বিক, সংসদ সদস্য এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সংসদীয় গ্রুপের প্রধান আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। মতবিনিময়কালে তিনি নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের ভবিষ্যত কর্মপন্থা, সংসদের ভিতরে-বাইরে এর ভূমিকা, মদ-জুয়া, ব্যভিচার নিষিদ্ধকরণ বিল প্রসঙ্গ, কিছু সংখ্যক NGO-এর ইসলামবৈরিতা এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অধীনে ইসলামী বিপ্লবের সম্ভাব্যতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য ও চিন্তাধারা অতন্ত খোলামেলা ও প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরেন। এখানে সে আলোচনারই আক্ষরিক প্রকাশ করা হলো।

রেডিও তেহরান ঃ এ সরকারের আমলে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

আল্লামা সাঈদী ঃ দেখুন, যদিও বর্তমান সরকার নিজেদেরকে ঐকমত্যের সরকার হিসেবে বারবারই ঘোষণা করছে, তবু এটা সত্য যে; তারা অনেকগুলো পদক্ষেপই নিয়েছে বিরোধী দলের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই। কাজেই আমার মতে, এবং এটা যৌক্তিকও বটে, এসব ইস্যুগুলোর ব্যাপারে নানা রকম বিতর্ক থাকতেই পারে।

রে তে ঃ বিসমিল্লাহ্, খোদা হাফিজ এবং বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এসব ব্যাপারগুলো জাতীয়ভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আপনি কিভাবে কাজ করবেন বলে ভাবছেন?

সাঈদী ঃ সংসদে তো বিসমিল্লাই বলেই স্পীকার সাহেব তাঁর দৈনিক কাজকর্ম ইতোমধ্যে শুরু করেছেন। আমার সংগঠন এখন রেডিও-টেভিতে এসব exprssion যাতে পুনরায় চালু করা যায়, সে ব্যাপারে সংসদে মতামত তুলে ধরবে।

রে তে ঃ আপনি কি মনে করেন না যে, পনেরই আগষ্ট এবং নভেম্বরে অতিরিক্ত দু'দিন সরকারী ছুটি ঘোষণার ব্যাপারটি পারস্পরিক রাজনৈতিক শত্রুতা আরও বৃদ্ধি করবে?

সাঈদী ঃ আসলে, সরকারী দলের এ এখতিয়ার আছে, যেকোন দিবসে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা।

রে তে ঃ আসন্ন দিনগুলোতে সংসদের ভিতরে-বাইরে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন?

সাঈদী ঃ দেখুন, আমার সংগঠনের মূল কাজ হচ্ছে, সৎকাজে সাহায্য করা এবং অন্যায় অসৎ ও পাপ কাজ থেকে সবাইকে বিরত রাখা। এটাই কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত পথ। সংসদের ভিতরে-বাইরে জামায়াতে ইসলামীর কাজ পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহর অনুসারেই চলবে। অর্থাৎ জামায়াত সর্বদা সরকারের ভালো কাজে সহায়তা দান করবে, কিন্তু সরকারের শরীয়া বিরোধী কাজের ব্যাপারে অবশ্যই সোচ্চারভাবে বিরোধী ভূমিকা পালন করবে। এভাবে একটা দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে জামায়াত সর্বদা একটা গঠনমূলক কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখবে।

www.pathagar.com

রে তে ঃ এটা কি সম্ভব যে, কোন প্রকার সমাজ বিপ্লব ছাড়াই শুধুমাত্র সংসদের মাধ্যমে একটা আইন পাস করেই মদ-জুয়া, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির মতো অপরাধ একেবারেই বন্ধ করা যাবে?

সাঈদী ঃ ইতোমধ্যে মদ, জুয়া ইত্যাদি বন্ধের ব্যাপারে একটা বিল সংসদে আমার মাধ্যমে জমা পড়েছে। আমি মনে করি, যদি সংসদে এটি পাশ হয়, তবে জনগণের ওপর এর একটা সুনির্দিষ্ট প্রভাব অবশ্যই পড়বে।

রে তে ঃ আপনি কি মনে করেন, সমাজ বিপ্লব ছাড়াই কেবল মাত্র সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমেই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে?

সাঈদী ঃ সম্ভব যদি সমাজের প্রত্যেককেই ভালোভাবে বুঝানো যায়, এর সঙ্গে জড়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাটি কতটুকু।

রে তে ঃ আপনি কি মনে করেন আন্দোলনের কোন পর্যায়ে ইসলাম বিরোধী শক্তির সঙ্গে এর লাগালাগি ঘটতে পারে?

সাঈদী ঃ এ ধরনের সম্ভাব্যতাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে আমি আশা করি, এদেশে ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠা সহজভাবেই সম্ভব হতে পারে, যদি মানুষকে কুরআন-হাদীস ভালোভাবে বুঝানো যায়।

রে তে ঃ আপনি কি মনে করেন না, ইসলাম বিরোধী শক্তির সঙ্গে ইসলামী শক্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম একটা অনিবার্য পরিণতি?

সাঈদী ঃ ব্যাপারটি আমি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না।

রে তে ঃ সেক্ষেত্রে সমাজ ও ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে।

সাঈদী ঃ হ্যাঁ, হতে পারে। তবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

রে তে ঃ আপনার সংগঠন কি ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান দিতে অনুমতি দান করে?

সাঈদী ঃ ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নানা প্রকার শ্লোগান তো আমি সংগঠন এর জন্মলগ্ন থেকেই দিয়ে আসছি! আপনার উল্লেখকৃত শ্লোগানটিও তার অন্যতম একটি!

এসব আলোচনার এক পর্যায়ে NGO বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তখন তিনি বলেন যে, তাঁর সংগঠন মনে করে, এদেশে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে, NGO-দের কর্মকাণ্ড কিছুটা হুমকি হয়ে আছে। তিনি এ-ও বলেন যে, NGO অবশ্য সবগুলোই খারাপ নয়। এখানে তো অনেক NGO-ই আছে, যারা অনেকগুলো কল্যাণমূলক কাজেই নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছে। কিন্তু NGO-দের একটি প্রভাবশালী অংশ আছে, যারা ইসলামের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করছে। তিনি মনে করেন যে, ইসলামী সংস্কৃতির ধ্বংস সাধনই হচ্ছে তাদের মূল কাজ। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, এটা পুরোপুরি একটা অনাধিকার হস্তক্ষেপ। এরা রাজনীতিতে প্রকাশ্য ভূমিকা রাখছে; অথচ তা একেবারেই তাদের সংবিধান বিরোধী কাজ। তিনি জানান যে, এসব বিষয়ে জামায়াত সংসদে অবশ্যই প্রশ্ন তুলবে।

www.pathagar.com

প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিবসে মওলানা সাঈদী

সরকারী দল ও বিরোধী দলের দু'টি চাকাই সচল থাকলে সংসদ ফলপ্রসু হবে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের দুটি চাকাই যদি সমানভাবে সচল রাখা যায় তাহলে সংসদ কার্যকর ও ফলপ্রসু হবে এবং দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

তিনি গতকাল রোববার জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রথম দিনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হবার পর তাদের অভিনন্দন জানিয়ে সংসদে বক্তৃতা করছিলেন। মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নবনির্বাচিত স্পীকারকে তার নিজের ও দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদ নেত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং স্পীকার এই তিন জনের ভূমিকায় সংসদ কার্যকর ও ফলপ্রসু হয়ে ওঠে। এতে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও ফিরে আসে।

তিনি উল্লেখ করেন, সরকারী দল ও বিরোধী দল হলো দ্বিচক্র যানের মত। এ দু'টি চাকা সমানভাবে সচল থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্র এগিয়ে যায়, সংসদ ফলপ্রসু ও কার্যকর হয়, দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসে।

মওলানা সাঈদী বলেন, নবনির্বাচিত স্পীকার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সংসদ নেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীরও যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রয়েছে। আশা করি এ তিনজনের সমন্বয়ে সংসদ সুষ্ঠুভাবে চলবে। দেশ শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে স্পীকার সংসদের সকল সদস্যের অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকবেন বলেও জামায়াত সংসদীয় গ্রুপ নেতা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৫ জুলাই '৯৬

www.pathagar.com

কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের দাবী জানিয়েছেন মওলানা সাঈদী

সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানোর রীতি শিরক !! সালামের রীতি চালু করুন

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানোর রীতিকে শির্‌ক ও সংবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে বর্ণনা করে এই রীতির পরিবর্তন করে ইসলাম সম্মত সালাম দেয়ার রীতি চালু করার জন্য কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের দাবী জানিয়েছেন।

জাতীয় সংসদে তিনি এই দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখলে বিএনপি ও জামায়াত সদস্যরা কর ধ্বনি করে তা সমর্থন করেন। স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী মাওলানা সাঈদীর সাথে একমত প্রকাশ করে এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের জন্য নোটিশ দেয়ার পরামর্শ দেন।

বৈধতার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে মাওলানা সাঈদী বলেন, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭ (২) বিধি অনুয়ায়ী সংসদ সদস্যদের সংসদে প্রবেশ ও সংসদ থেকে বের হওয়ার সময় মাথা ঝুঁকানোর নির্দেশ রয়েছে। এই রীতি বা নির্দেশ ইসলামের বিধানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথানত করতে পারে না। তা করলে সম্পূর্ণরূপে শিরক হবে। এই বিধি মুসলমান সংসদ সদস্য হিসেবে আমাদের অধিকার ক্ষুন্ন করছে।

তিনি বলেন, সংবিধানের ৮ম ধারায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭ বিধি সংবিধানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। মাথা ঝুঁকানোর এই শিরকী প্রথা চালূ থাকলে প্রত্যেক সদস্যকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

মাওলানা সাঈদী কুরআন শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নিজের ঘরে ও অন্যের ঘরে প্রবেশের সময় সালাম প্রদান করার নির্দেশ আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি দিয়েছেন। দুনিয়ার কোন দেশে কি প্রথা চালু আছে তা আমাদের দেখার বিষয় নয়।

স্পীকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনি সংসদে প্রবেশ করে অত্যন্ত স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী উচ্চারণে পেশ করেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া রারাকাতুহু এটা, আমাদের রীতি হওয়া উচিত। এ জন্য কার্যপ্রণালী বিধির সংশ্লিষ্ট ধারাটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেবেন আশা করি।

www.pathagar.com

বিএনপি ও জামায়াত সদস্যরা করধ্বনি করে মওলানা সাঈদীর বক্তব্য সমর্থন করেন। খ. ম. জাহাঙ্গীরসহ কয়েকজন আওয়ামীলীগ সদস্য এ সময় দাঁড়িয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেত্রী তাদের ইশারায় বসিয়ে দেন। ফলে এ নিয়ে কেউ আর আপত্তি করেনি।

স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী মাওলানা সাঈদীর বক্তব্যের জবাবে বলেন, আপনার বক্তব্যের জন্য কৃতজ্ঞ। আপনার চিন্তাধারার সাথে আমি একমত। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন বা পরিবর্তন করার এখতিয়ার আমার নেই। আপনি এ বিষয়ে নোটিশ দিতে পারেন। সংসদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। স্পীকারের বক্তব্যও সংসদ সদস্যরা করধ্বনি করে সমর্থন করেন।

২৫ জুলাই '৯৬

প্রেসিডেন্টের ভাষণ প্রসঙ্গে মওলানা সাঈদী

ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপিত না হওয়ায় সংবিধান লংঘিত হয়েছে

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে এক বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আনয়নের মাধ্যমে এ নিয়ে সাধারণ আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্য স্পীকারের প্রতি আহবান জানান।

মওলানা সাঈদী বলেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে তার সবগুলোর উদ্বোধনী বৈঠকে প্রেসিডেন্ট উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন এবং সেই ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। আর ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর সরকারী ও বিরোধীদলের সদস্যগণ বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন। এই বক্তব্য রাখার সময় তারা নিজ এলাকার অভাব-অভিযোগ ও জনগণের দুঃখ কষ্ট তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, এবারের সংসদে প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়নি। ফলে সংবিধানের ৭৩(৩) অনুচ্ছেদ লংঘিত হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধির ৩৪ ধারায় সংসদ সদস্যদের সময় বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে সে বিধানও লংঘন করা হয়েছে। কার্যপ্রণালীর ১৬৪ নং বিধিতে সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকারও লংঘিত হয়েছে। বিষয়টি আলোচনা না করার ফলে দেশের সংবিধান লংঘন হচ্ছে যা আপনি করতে পারেন না।

www.pathagar.com

মওলানা সাঈদী বলেন, এ মহান সংসদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে একটি কলংক সৃষ্টি হতে পারে। আমি একজন নতুন সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদে কোন কলংক সৃষ্টি হোক তা চাই না।

এ ব্যাপারে সংসদের অভিভাবক হিসেবে তিনি স্পীকারের সাহসী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ কামনা করেন।

মাওলানা সাঈদীর এ বক্তব্যের জবাবে স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, একজন নতুন স্পীকার হিসেবে আমিও তা চাই না। প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর্যাপ্ত কপি সংসদ সচিবালয়ে না দেয়ার কারণে সংসদ সদস্যদের কাছে তা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের ভাষণের মুদ্রিত কপি পাবার পর তা সংসদ সদস্যদের কাছে সরবরাহ করা হবে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনার প্রস্তাব পাবার পর আলোচনার ব্যবস্থাও করা যাবে।★

২৪ জুলাই '৯৬

সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনা ঃ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা চালুর আহবান জানিয়ে বলেছেন, শিক্ষাখাতে শুধু সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে লাভ হবে না, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

জাতীয় সংসদে সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনাকালে মাওলানা সাঈদী এ কথা বলেন। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, গত কয়েকদিন ধরে সংসদে টেবিল চাপড়ানোর মহড়া এবং একে অপরকে আক্রমনের দৃশ্য জনগণ প্রত্যক্ষ করেছেন অথচ আক্রমনাত্মক ভাষায় কথা না বলে মিষ্টি স্বরে বললেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। হাদীসে আছে, হাসিমুখে কথা বললে একটা সদকার সমতূল্য সওয়াব পাওয়া যায়। জিহ্বায় কোন হাড় নেই। এই জিহ্বাকে কুড়ালের মত ব্যবহার করলে পরিবেশ উত্তপ্ত হবেই।

★ প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণের উপর কোন ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে সংসদ শেষ হবার দিন অর্থাৎ ২রা সেপ্টেম্বর '৯৬ পর্যন্ত না আসায় ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট আবদুল হামিদ বিষয়টির আলোচনা স্থগিত করে দেন। প্রথম অধিবেশনে শেষ বৈঠকের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় হিসেবে প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা দিবসের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু আলোচনা আর হয়নি।

www.pathagar.com

তিনি সম্পূরক বাজেটের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এই খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে। এর সাথে আমি একমত। কিন্তু শিক্ষাখাতে এ বিপুল অর্থ ব্যয় করে আমরা কি পাচ্ছি সে বিষয়টিও দেখতে হবে। হত্যা, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির মত কাজের সাথে জড়িতদের অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। এ অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

মাওলানা সাঈদী বলেন, কুয়ায় মৃত বিড়াল পড়লে কূয়ার পানি পাক করার জন্য মৃত বিড়ালটিসহ ৬০ বালতি পানি তুলে ফেলতে হয়। মৃত বিড়াল কুয়ায় রেখে পানি ফেলে লাভ নেই। প্রচলিত শিক্ষা থেকে ছাত্রদের বঞ্চিত করার কারণেই আজ শিক্ষাঙ্গনের করুণ অবস্থা। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য সেশন জট হচ্ছে। ছাত্রদের শিক্ষা জীবন নষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আজ যেমন ভারত থেকে পিঁয়াজ, রসুন, ইট, বালি আমদানি করতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়তো ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক ও আইনজীবী ভারত থেকে ভাড়া করে আনতে হবে।

মাওলানা সাঈদী বলেন, অবস্থার পরিবর্তন চাইলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে পারলে সন্ত্রাস অনেক কম হতো। মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষাঙ্গনের চেয়ে সন্ত্রাসের মাত্রা অনেক কম। শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন ও হাদীস শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করে ছাত্রদের আদর্শ ও চরিত্রবান করে তুলতে হবে। অমুসলিম ছাত্রদের জন্য তাদের নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা দিতে হবে।

তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) এর সময় আমাদের চেয়েও খারাপ ছিল। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে সেই সময়ের মানুষকে সোনার মানুষে পরিণত করেন। যে জাতির প্রথম ফরজ শিক্ষা, দুভাগ্যক্রমে সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে আজ মুর্খ ও নিরক্ষর বলে পরিচিত।

মাওলানা সাঈদী বলেন, সকল দল যদি একমত হন, তবে ছাত্রদের অতিমাত্রায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া থেকে উদ্ধারের জন্য এই সংসদ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

০২ আগষ্ট '৯৬

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর আলোচনা

যাকাত ও ওশর ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় গ্রুপের নেতা বিশ্ব বরেণ্য মুফাস্‌সির ও ধর্মীয় নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদের বাজেট বক্তৃতায় পার্লামেন্টের সকল সদস্যদের বিবেকের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। সুদ নির্ভর বাজেট কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে হারাম। তিনি বলেন, সুদের জঘন্য শোষণ, অভিশাপ আর গোনাহ্ থেকে জাতিকে হেফাজত করতে হলে যাকাত ও ওশর ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে। নিম্নে সংসদে মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বাজেট বক্তৃতার অংশ বিশেষ পত্রস্থ করা হলো ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাননীয় স্পীকার, ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা করার মুহূর্তে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠছে। আমি তাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে আমরা গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের অংগীকার নিয়ে এসেছি। সেই আলোকে বাজেটের ভালো দিকের প্রশংসা এবং ক্ষতিকর দিকের সমালোচনা করার ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর অনুবাদ প্রসঙ্গে ঃ

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতার শুরুতেই 'পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি' বলেছেন। একজন মুসলমান হিসেবে তিনি কেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে পারলেন না তা আমার বোধগম্য নয়।'

কুরআন শরীফের ১১৪টি সুরার ১১৩টির শিরোনাম 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। আর আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় বাক্যই হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। হাদীস

www.pathagar.com

শরীফে বলা হয়েছে 'বিসমিল্লাহ না বলে কোন কাজ শুরু করলে তা হয় লেজ কাটা'। অর্থাৎ তা বরকত শুন্য হয়ে যায়। বিসমিল্লাহ অনুবাদ করে পড়ার এ প্রবণতা হলো কেন? সব কিছুই যদি মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে হয় তাহলে সরকারী দল–এর নামের অবস্থা হবে 'জনতা দল'। বিসমিল্লাহ অনুবাদ করে বলতে হলে আমরা নামায পড়বো কিভাবে? মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা প্রশান্ত মহাসাগরের মত। এখানে বহু ভাষার স্থান রয়েছে। যেমন ঃ বিচার বিভাগের বহু শব্দ আরবী। আদালত, মুনসেফ, মুখতার, উকিল, মুচলেকা, জামিন, ইনসাফ এগুলোকে আমরা অনুবাদ করে বলিনা। কলম আরবী, কাগজ উর্দু, এগুলোর বাংলা আমরা তালাশ করি না। অবশ্য তালাশও উর্দু। নিত্য প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, গ্লাস, কাপ, প্রিস আমরা এগুলোর বাংলা খুঁজি না। আমরা ইংরেজী 'চেয়ারে' বসে ইংরেজী 'টেবিলে' উর্দু 'কাগজ' রেখে আরবী 'কলম' দিয়ে লিখি। তাহলে কেন আজ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' অনুবাদ করে বলছি। এ মানসিকতার অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া উচিত।

মাননীয় স্পীকার, গত ২৮ জুলাই ১৯৯৬ মাননীয় অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেট এ মহান সংসদে উপস্থাপন করেছেন। ১৭,১২০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় করে তার সাথে ৮,১৩৮ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট ধরে মোট ২৫,২৫৮ কোটি টাকার রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গত বছর উন্নয়ন বাজেট ছিল ১২,১০০ কোটি টাকা। এবার ১৯৯৬-৯৭ সালে এর পরিমাণ ১২,৫০০ কোটি টাকা। বাজেট দেখতে শুনতে মোটামুটি অতীতের মতই, যাকে বলা যায় গতানুগতিক। আর একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে প্রস্তাবিত বাজেট বিগত সরকারের প্রদত্ত বাজেটের অনেকটা কার্বন কপি বললেও অত্যুক্তি হবে না। ১০০ কোটি টাকা কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে কিছুটা চমক সৃষ্টি করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

মাননীয় স্পীকার, এবারের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। এডিপিতে অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণের পরিমাণ ৪৭ শতাংশ ধরা হয়েছে। একটা কথা প্রচলিত আছে–বেড়ায় যদি ক্ষেত খায় তবে করার কিছুই থাকে না। যারা এসব অর্থ লেনদেন করবে তাদের যদি আল্লাহর ভয় ও আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকে তবে এ বাজেট পেশ হবে, পাশ হবে, সুবিধাবাদীদের পকেট পুর্তি হবে কিন্তু দেশের ১২ কোটি জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না।

দারিদ্য বিমোচন করতে হবে

মাননীয় স্পীকার, দারিদ্র এ জাতির দীর্ঘদিনের আমরণ সংগী। পূর্বে যারাই ক্ষমতায় এসেছেন তারাই দারিদ্র বিমোচনের মুখরোচক কথাটি বাজেট বক্তৃতায় গুরুত্বের সাথে এনেছেন। কিন্তু ক্ষমতা থেকে সরকারগুলোর বিদায় হওয়ার পর দেখা গেছে দারিদ্র

www.pathagar.com

বিমোচন হয়নি বরং দারিদ্র বেড়ে গেছে। দারিদ্র্য যে মানব জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় এ ব্যাপারে যেমন দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই, ঠিক তেমনি দারিদ্র মুক্তিকে প্রধান জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণের ব্যাপারেও মতভেদের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য কথা হচ্ছে, আজ স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরও দেখা যাচ্ছে দারিদ্র মুক্তির ক্ষেত্রে গণআকাংখার ন্যূনতম বাস্তবায়নও ঘটেনি। অথচ প্রতিটি সরকারই দারিদ্র বিমোচনের অংগীকার নিয়েই তাদের যাত্রা শুরু করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, দারিদ্র বিমোচনের কাজটি কাগজে কলমে দেখানো যতটা সহজ বাস্তবে ততটাই কঠিন। এই কঠিন কাজটি সহজ হতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুসরণের মাধ্যমে।

আল্লাহপাক সৃষ্টিকুলের জন্য রেখেছেন বিশ্বজুড়ে অফুরন্ত নেয়ামত।

আমাদের দেশেই দেখুন আমরা আক্ষরিক অর্থে দরিদ্র নই। আমাদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, গবাদী সম্পদ, ভূমি সম্পদ, পানি সম্পদ ও মানব সম্পদ। সবই আছে, নেই শুধু সুষম বন্টন নীতি। আল্লাহ ভীরু সৎ নেতৃত্ব।

দারিদ্রের মূল কারণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা - কেউ গাছ তলায় কেউ সাত তলায়। আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, 'তোমরা এমন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করো না, যাতে সম্পদ শুধু ধনীক শ্রেণীর মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে'।

মহান আল্লাহ কুরআন মজিদে যেখানে বলেছেন নামায প্রতিষ্ঠা কর সেখানেই বলেছেন যাকাত আদায় কর।

মোমেনরা ক্ষমতায় গেলে চার দফা কাজ করবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকদের কাজ হচ্ছে চার পর্যায়ের। প্রথমত ঃ তারা নামায কায়েম করবেন। নামাযের মাধ্যমে তারা মহান বিশ্ব স্রষ্টার আনুগত্য স্বীকারের আনুষ্ঠানিক প্রমাণ দিবেন। কেবল নিজেরাই নামায পড়ে দায়িত্ব পালন করবেন না সকল বয়স্ক মুসলিমই যাতে রীতিমত নামায পড়ে, কেউ বেনামাজী না থাকে সে ব্যবস্থাও সরকার কার্যকর করবেন। কারণ নামায হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার সঠিক সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার প্রধান মাধ্যম।

দ্বিতীয়তঃ কথা হচ্ছে, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। তার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে সরকার জনগণের উপর যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করবেন। যাকাত দাতাদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত আদায় করে আল্লাহর নির্দিষ্ট খাতসমূহে ব্যয় বন্টন করার দায়িত্ব কুরআন ক্ষমতাসীন সরকারের উপর ন্যস্ত করেছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ নামাযের বাধ্যবাধকতা কার্যকর করে সামষ্টিকভাবে যেমন আল্লাহর হক আদায় করবে,ঠিক তেমনি যাকাত আদায় ও বন্টন করে মানুষের পারস্পরিক হক আদায়ের দায়িত্বও পালন করবে। দারিদ্র বিমোচনের এটাই সঠিক পন্থা।

মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, বর্তমান সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতিকে নিজেদের রাজনৈতিক দর্শন

www.pathagar.com

হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে যেয়ে আমরা যেন দেশীয় শিল্প কারখানাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেই। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়নের পূর্বে দেশীয় শিল্প ও কলকারখানার জন্য প্রটেকশন প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিপুল ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে। এককভাবে ভারতই সে সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। সুতরাং বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণের ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বাজারে বাংলাদেশের সিরামিক, জুট, কার্পেট, কম্পিউটার সফটওয়্যার, মেলামাইন, সার ও রাসায়নিক পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এ সকল পণ্য ভারতের বাজারে সহজলভ্য করার জন্য ভারত সরকার আরোপিত সকল প্রকার ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যবস্থা অবশ্যই সরকারের গ্রহণ করা উচিত।

পে-কমিশন গঠন ও বেসরকারী কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা

মাননীয় স্পীকার, বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী পে-কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছেঃ দ্রব্যমূল্য যেভাবে হু হু করে বাড়ছে তাতে নিম্নমানের লোকদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে সরকারী কর্মচারীদের জন্য জন্য পে- কমিশন গঠন করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এ বিষয়টি যেন ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে তারা খেয়ে পড়ে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারে।

আমি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আরেকটি বিষয়ে দাবী জানাচ্ছি তা হলোঃ সরকারী কর্মচারীদের পে-কমিশন গঠন করার পাশাপাশি আমার দেশের চরম অবহেলিত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে ইনসাফ সহকারে মজুরী কমিশন গঠন করা হোক এবং তা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় সমভাবে কার্যকর করা হোক।

পিরোজপুর-নাজিরপুর-ইন্দুরকানীর সমস্যা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, আমার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর-১। যা বাংলাদেশের মধ্যে সব চেয়ে বেশী অনুন্নত, অবহেলিত ও আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত। আমি এই এলাকার কিছু সমস্যা এ মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই।

একঃ এই জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তৎকালীন সরকার ১৯৭৬ সালে ইন্দুরকানীতে একটি জল থানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অনুন্নত ও অবহেলিত ইন্দুরকানী থানাবাসীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ৬ জানুয়ারী ১৯৭৯ তারিখে সরকার ইন্দুরকানীকে একটি পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে ঘোষণা করেন। সরকারী গেজেট অনুসারে এখানে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), শিক্ষা অফিসার, কৃষি অফিসার ও থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারসহ থানার অন্যান্য সকল অফিসারের পোষ্টিং ও অফিস

www.pathagar.com

স্থাপিত হয় এবং তা ১৯৮৩ পর্যন্ত কার্যরত থাকে। পরে বাংলাদেশের সকল থানাগুলোকে যে সময় উপজেলা করা হয় তখন ইন্দুরকানী থানাকে উপজেলা ঘোষণা না করায় থানাটিতে টিএনও সহ কয়েকজন অফিসারের অফিস বর্তমানে নেই। যার কারণে সরকারের সকল ধরনের উন্নয়নের সুফল থেকে ইন্দুরকানী বঞ্চিত। এমতাবস্থায় থানাবাসীর একান্ত আবেদন, ইন্দুরকানী থানাটিকে পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক থানা হিসেবে ১২ বছর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়া হোক।

দুই ঃ বালিপাড়া ইউনিয়নের কলারোন থেকে জেলা সদরের সাথে যোগাযোগের জন্য ইন্দুরকানী পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীন রাস্তাটি পাকা করার দাবী এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আমাকে কথা দিয়েছেন। আশা করি এলাকাবাসীর এ দাবী অচিরেই পূরণ হবে। সেই সাথে পিরোজপুর বলেশ্বর নদীতে প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী পিরোজপুরবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

তিন ঃ পিরোজপুর জেলা শহরে কোন পাবলিক হল বা অডিটরিয়াম নেই। ফলে সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতে নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সুতরাং পিরোজপুর শহরবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবী একটি আধুনিক অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চার ঃ আমার নির্বাচনী এলাকার আরেকটি থানা নাজিরপুর। এই থানার সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ হচ্ছে-প্রতিবছর বাগেরহাটের দড়াটানা নদীর লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে নাজিরপুরের হাজার হাজার একর জমির সফল নষ্ট করে দেয়। একইভাবে নাজিরপুর থানার দেউলবাড়ী দোবরা এলাকায় বেড়ী বাঁধ না থাকায় সেখানেও হাজার হাজার একর জমির ফসল থেকে এলাকাবাসী বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং এই এলাকার ফসল রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ আমি কামনা করছি। সেই সাথে নাজিরপুর শহীদ জিয়া মহাবিদ্যালয়কে সরকারীকরণের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি।

কৃষি খাত সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকার, কৃষি হচ্ছে দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত, আর কৃষক হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির ওপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। তাই আমরা দীর্ঘদিন থেকে কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়ার দাবী করে আসছি। বর্তমান বাজেটে একশ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ দেখে আমরা আনন্দিত। কিন্তু আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে যেন এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে কৃষকদের উপকারে আসে। দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়ে সুবিধাবাদীদের পকেটস্থ না হয়। সে জন্যও সতর্ক থাকতে হবে।

www.pathagar.com

সেই সাথে আমি দাবী করছি যে, সার, কীটনাশক ওষুধ, ডিজেল, পাওয়ার পাম্প ও তার যন্ত্রপাতির দাম কমানো হোক এবং কৃষকদের জন্য তা সহজলভ্য করা হোক। আবার এসব দ্রব্যাদির মূল প্রাপক কৃষকদের পরিবর্তে সহজলভ্যতার কারণে ভারতে পাচার না হতে পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে।

ধর্মীয় খাতে বরাদ্দ প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, ধর্মীয় বিষয়াদি খাতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সাহায্য মঞ্জুরী বাবদ ১৯৯৫-৯৬ সালে সংশোধিত বাজেটে ১৬ কোটি ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবিত বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ১০ কোটি ৯১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এই খাতের বরাদ্দ দিয়েই সারাদেশের মসজিদগুলোতে সাহায্য দেয়া হতো, কিন্তু এই বরাদ্দ হ্রাস করায় মসজিদসহ অন্যান্য উপাসনালয়গুলোর সাহায্য কমে যাবে। এটাকে হ্রাস না করে বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বর্তমান সরকারের বেশ কয়েকজন সম্মানিত সদস্য একাধিকবার হজ্ব করে এসেছেন এবং নামায রোজায়ও তাঁরা অভ্যস্থ। অথচ ধর্মীয় বিষয়াবলীর খাতে ছয় কোটি টাকা কমিয়ে দেয়াতে জনগণ যদি মনে করেন যে, এই সরকার ধর্মীয় ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না তাহলে কি জনগণকে দায়ী করা যাবে?

শিক্ষানীতি ঃ নারী শিক্ষা ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। সেই সাথে দাবী করছি যে, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারীকরণ করা হোক এবং দেশের সকল ইবতেয়ায়ী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানে উন্নীত করে সরকারী যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় তা প্রদান করা হোক।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারী। মহিলাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয।" সুতরাং অবহেলিত নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথক মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হোক।

মাননীয় স্পীকার, বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাজেটে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বৈষম্য দুরীকরণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ যৌতুক প্রথার কথা কিছুই বলা হয়নি। আমি মনে করি, যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

www.pathagar.com

কতিপয় এন.জি.ওর অপতৎপরতা প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা দৃশ্য বাজেট। এ দৃশ্য বাজেটের পাশাপাশি আমাদের দেশে এক অদৃশ্য বাজেট আছে তা কি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানেন? আমরা যে বাজেট আলোচনা করছি তার দ্বিগুণ বাজেট হবে দেশের কতিপয় এনজিওর। ঐ টাকার উৎস কি তা আজ জনগণের জিজ্ঞাসা। তারা এক পয়সা সাহায্য দিয়ে তিন পয়সার শর্ত জুড়ে দেয়। সাহায্যের চেয়ে শর্ত বড় হলে জনমনে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। তাই আপনার মাধ্যমে জোর দাবী জানাচ্ছি, দেশের সকল এনজিও গুলোর বার্ষিক বাজেট কত, এ টাকা দিয়ে দেশের কতটুকু কল্যাণ হচ্ছে আর কতটুকু ষড়যন্ত্র হচ্ছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তা এ মহান সংসদে পেশ করবেন। আমাদের ঈমান-আকীদা ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে এনজিও গুলোর তৎপরতার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে

বাজেটে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতীতের এ শিক্ষা রিপোর্টটি বাস্তবায়নের পূর্বে তা জনমত যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবী জানাচ্ছি।

কারণ আমাদের প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষানীতি, যার অধীনে লেখাপড়ার মাধ্যমে আমাদের জাগতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিকের প্রয়োজন পূরণ হয়। সেই দিক থেকে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা নীতি কতদূর গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

সুদ ঃ অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার

আমি আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসেছি। বাজেট এভাবে প্রতিবছর আসবে। আলোচিত হবে, কণ্ঠভোটে পাশও হয়ে যাবে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা আয় ও ব্যয় করার কর্মকান্ডে যে ভূমিকা আমরা রাখছি সে সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার আপনি, সংসদ নেত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং সকল সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকেই একদিন মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। কারন যে বাজেট এই সংসদে পেশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সুদনির্ভর, যা কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হারাম।

মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার মাধ্যমে সকলের বিবেকের কাছে আবেদন করব, আসুন আমরা সকলে মিলে সুদের মত একটি মারাত্মক অভিশাপ ও জঘন্য গোনাহ থেকে জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে অর্থনীতির সকল পর্যায় থেকে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করি

www.pathagar.com

এবং যাকাত ও ওশরকে বাধ্যতামূলক করে ইসলামী অর্থনীতি চালু করি, যা হবে সকলের জন্য কল্যাণকর।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সে তাওফিক দান করুন।

সবশেষে আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে সম্মানীত সংসদ সদস্যবৃন্দ সহ দেশের ১২ কোটি মানুষকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানিয়ে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেটের উপর আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। ✍

২২ আগষ্ট '৯৬ সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

এবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণ করুন

জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো জাতীয়করণের দাবী জানিয়েছেন। এ সম্পর্কিত এক নোটিশে তিনি বলেন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরী প্রাপ্ত দেশের ১৭ হাজার ৪৮টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৮৫ হাজার ২শ' ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ১৭ লাখ ৯ হাজার ৮ শত ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। সাবেক সরকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্যকর হয়নি। দেশের ধর্মভীরু ইসলাম প্রিয় জনসাধারণ সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি তাদের শিশু সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা শেখাতে চায়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুন। কাজেই উক্ত অতীব জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ✍

২৫ জুলাই '৯৬

উত্তরবঙ্গকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করুন

দেশের ১৮টি জেলায় মারাত্মক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের দাবী জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে তার মনোযোগ আকর্ষন নোটিশে উত্তরবঙ্গকে বন্যা দূর্গত এলাকা ঘোষণা করার দাবী জানান।

www.pathagar.com

মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নোটিশের জবাবে কৃষি ও ত্রাণ মন্ত্রীর পক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মুহাম্মদ নাসিম বলেন, সরকার দেশের বন্যা দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণের জন্য ববস্থা গ্রহণ করেছে। দুর্গত মানুষকে উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছে। ডাক ও তার মন্ত্রী সংসদে বন্যা দুর্গত এলাকার ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, এ পর্যন্ত দুর্গত মানুষের জন্য ২ হাজার ২৪০ মেঃ টন চাল, ১৫ লাখ টাকা নগদ মঞ্জুর করেছে। এছাড়াও গৃহ নির্মাণ বাবদ ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মাওলানা সাঈদী তাঁর নোটিশে বলেন, দেশের বন্যাকবলিত বিভিন্ন জেলার চার লাখ দুই হাজার পরিবারের আঠারো লাখ ৫০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১ লাখ ৮৩ হাজার থাকার ঘর বাড়ী, ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ১৮টি বন্যাকবলিত জেলায় চার হাজার পাঁচ'শ গবাদি পশু মারা গেছে। উত্তারাঞ্চলের বন্যা কবলিত কয়েটি জেলা সদরের সাথে অধিকাংশ থানার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়েছে। মওলানা সাঈদী বলেন, সরকারী খবর অনুযায়ী এ পর্যন্ত ৪শ' কোটি টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া দু'লাখ লোক এখনো পানিবন্দী। যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ২৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দুর্গত এলাকায় ওষুধ, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির অভাব। সর্বত্র পেটের পীড়া। ত্রাণ তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এদিকে আবার নতুন করে আজ শরীয়তপুরের কীর্তিনাশা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় জাজিড়া, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, গোসাইরহাট ও ডামুড্যা থানার ২০টি ইউনিয়নের আড়াই লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানিতে ডুবে ২টি শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় দুর্গত এলাকায় ওষুধ, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। সর্বত্র পেটের পীড়া দেখা দিয়েছে। ত্রাণ তৎপরতা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ✍

২৬ জুলাই '৯৬ইং

যে ভুলের জন্য শেখ হাসিনা ক্ষমা চেয়েছিলেন ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন

গত রোববার জাতীয় সংসদে দেশের আইন-শৃখংলা পরিস্থিতির চরম অবনতি সম্পর্কে ৬৮বিধি অনুযায়ী জামায়াত সংসদীয় গ্রুপ নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, ক্ষমতায় যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগের যে ভুলের জন্য শেখ হাসিনা ক্ষমা

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন, ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন। মওলানা সাঈদী তার বক্তব্যে আরও বলেন, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষও আজ মনে করতে পারে না দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উপর আলোচনা হচ্ছে এবং এতে শরীক হতে পেরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে উদ্বেগ প্রকাশ করছি ইতিপূর্বে এ রকম আলোচনার বহু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এর ফলাফল হয়েছে শূণ্য। আজকের আলোচনায় যদি সরকারের বিবেক জাগ্রত হয় খুশী হবো।

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশে বর্তমান আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সরকারের মূল দায়িত্ব মানুষের জানমাল-ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধান করা। বর্তমানে এর কোনটাই নিরাপদ নয়। আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে বিদায় হজ্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান, আজকের দিন, এই মাস এবং এই শহরের মতই পবিত্র"।

মাননীয় স্পীকার, দুর্ভাগ্য এই দেশের, দুর্ভাগ্য এই জাতির; যখনই যে দল ক্ষমতায় আসে তখনই সেই দল তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে Sugar Coted way' তে ব্যবহার করে। সন্ত্রাস বন্ধের কথা বলে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়; শুধু জন্ম দেয় না তা লালন পালন করে বৃদ্ধি করে।

মাননীয় স্পীকার, আপনি হয়ত পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "আমাদেরকে যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয় তাহলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করে দিতে পারি। কিন্তু কেন তারা পারেন না সেটাই হল প্রশ্ন।

দেশের বর্তমান আইন-শৃংখলার অবনতি বোঝার জন্য আমি এখানে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের হেড লাইন পড়তে চাই –

- খুলনা বিভাগে চরমপন্থীদের তৎপরতা বেড়েই চলেছে। গত ১ মাসে সেখানে - খুন হয়েছে ২১ জন (ভোরের কাগজ - ৩/৮/৯৬)
- রাজধানীতে অবৈধ অস্ত্রের কারখানা আবিস্কার, আগ্নেয়াস্ত্র, ওয়ারলেস সেট উদ্ধার হয়েছে। ঢাকায় অবৈধ অস্ত্র তৈরী ও বিক্রির অভিযোগ (জনতা-১৯/৮/৯৬)
- চট্টগ্রামে একজন অপহৃত স্বর্ণ ব্যবসায়ী সন্ত্রাসীদের হাত হতে পালিয়ে এসেছেন (১১/৮/৯৬) - আজকের কাগজ)।
- রাজধানীতে নরক দর্শন করতে হলে ঘুরে আসুন তিনটি বাস টার্মিনাল। (২১/৮/৯৬- ভোরের কাগজ)
- সীমান্ত এলাকায় প্রতিদিন নারী শিশু পাচার হচ্ছে (১৪/৮/৯৬- ভোরের কাগজ)।
- খুলনায় পুলিশ ক্যাম্প থেকে ৭টি রাইফেল ও ৬২ রাউন্ড গুলী লুট (১১/৮/৯৬ সংবাদ)।

www.pathagar.com

- চূড়ান্ত তালিকার ২০ হাজার সন্ত্রাসী থেকে ৮ হাজার বাদ দেয়া হয়েছে। বাদপড়া সন্ত্রাসীরা একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী (৯/৮/৯৬ সংগ্রাম)।
- বিমান বন্দরে দুই জন কাস্টমস ইনস্পেক্টর বৃটিশ পাসপোর্টধারী সিলেট নিবাসী এস, মিয়াকে পিটিয়ে হত্যা করেছে (৮/৮/৯৬-জনতা)
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্রে পরিণত, ভিসি এবং ৫ জন প্রোভোস্ট পদত্যাগ করেছে কেন?
- বগুড়াতে সরকারী মতামতানুযায়ী ৪ জন (৩ জন ছাত্র ১ জন পুলিশ) বেসরকারী মতে ৭ জন নিহত।

দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যে মারাত্মক অবনতি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসব চিত্র আসার পরে মাননীয় স্পীকার, দেশের আইন-শৃংখলা সুষ্ঠু আছে - এমন কথা একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ মনে করতে পারে না। তাই আজকে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, সরকার যতই সাফাই গান না কেন, দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। দুই নেত্রী যদি আন্তরিকভাবে একমত হন তবে সন্ত্রাস বন্ধ হবে এতে সন্দেহ নেই। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে যে ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন ক্ষমতায় গিয়ে তিনি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছেন। সরকার জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় এসেছেন। আমরা চাই সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করুক। কিন্তু আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে কাজ করলে তা হবে ভয়াবহ।

আমাদের পাঠক্রম থেকে ছাত্রদের ইসলামিয়াতের নম্বর ১০০ থেকে কমিয়ে ৫০ নম্বর করে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এটা শুভ লক্ষণ নয়।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে আল্লাহর রহমত সেদিন থেকে উঠে গিয়েছে যেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত বাদ দেয়া হয়েছে। স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে, কবি নজরুল ইসলাম কলেজের নাম থেকে 'ইসলাম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।

আজ সিলেবাসে আল্লাহ নামের পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তা লেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসায় আজ ছবি টাঙ্গাতে বলা হয়েছে। রাসূলের হাদীস রয়েছে "যে ঘরে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসে না"। এসব পদক্ষেপের জন্য মারাত্মক অকল্যাণ হবে, আর এর দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

৩০ আগষ্ট '৯৬

www.pathagar.com

সংসদের প্রথম অধিবেশনের পর্যালোচনা

মওলানা সাঈদীর ভূমিকা ছিল সাবলীল

সোনার বাংলা প্রতিবেদন ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষ হলো। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদে এবার যে আচরণ দেখিয়েছেন এবং যে ধরনের কর্থাবার্তা বলেছেন, তাতে জাতি হতাশ না হয়ে পারেনি। সংসদ নেত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীর বক্তব্য কখনই দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে একটুও সরে আসতে পারেনি। এরপরও দুই চার জন সদস্য সংসদে তাদের কথা এবং আচরণের মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, তারা এই দেশকে এই দেশের মানুষ নিয়ে ভাবেন এবং ভালোবাসেন। আমরা দু'জনের নাম উল্লেখ করতে পারি। বিএনপি'র সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এবং জামায়াত সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

বিএনপি'র সাইফুর রহমান সংসদে যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে এবং যে বোধ থেকে বক্তৃতা করেছেন সবাই যদি এমনটি করতেন তাহলে এ জাতির এমন দুর্ভাগ্য মাথায় এসে ভর করতো না। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে, কিছু কিছু বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য না হলে দেশ এগুতে পারবে না। তিনি এর জন্য রাজনৈতিক মতৈক্যের কথা বলেছেন। আসলে সাইফুর রহমানের চিন্তাধারা যে অত্যন্ত ইতিবাচক ইতোমধ্যেই তিনি তা প্রমান করেছেন। মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীই সংসদের সম্ভবতঃ একমাত্র সদস্য যার বক্তৃতার সময় কখনও কোন দলের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান করা হয়নি। অবশ্য এর কারণ ও রয়েছে। সাঈদীর কোন বক্তৃতাই বিষয়বস্তুকে এড়িয়ে যায়নি। তিনি যে কথটা বলতে চান - তা সরাসরি এবং যুক্তি দিয়ে বলেন। তিনি কোরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে যেভাবে বক্তব্য প্রদান করেন তা জাতীয় সংসদে অতীতে আর দেখা যায়নি। এটা জাতীয় সংসদের জন্য একটি ইতিবাচক দিক। মওলানা সাঈদী "সংসদে প্রবেশকালে মাথা ঝুঁকানোর রীতিকে শিরক" হিসেবে উল্লেখ করে প্রথমেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তার এই বক্তব্যের কেউ প্রতিবাদ জানাননি।

তিনি এই রীতির পরিবর্তন করে ইসলাম সম্মত সালাম দেয়ার রীতি চালু করার জন্য কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনেরও দাবি জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে মওলানা সাঈদী নোটিশ দিয়েছেন। জাতি আশা করছে এটি বাস্তবের মুখ দেখবে। তবে ইতোমধ্যেই সংসদ সদস্যগণ এখন সালাম দিয়ে অধিবেশন কক্ষে ঢুকছেন। এ ছাড়াও বিরোধীদলীয় উপনেতা ডাঃ বদরুদোদাজা চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন অন্য দলের সংসদ সদস্যও মাথা না ঝুঁকিয়ে সালাম দিয়ে অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করছেন। তাই বলা যায়, মওলানা সাঈদীর এই ঘোষণা ইসলামের পক্ষে, শিরকের বিপক্ষে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

সাঈদী একজন সুবক্তা-এ কথা তার শত্রুরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যে একজন গতানুগতিক ওয়ায়েজ নন তা সংসদে ইতোমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। বাজেট বক্তৃতার মাধ্যমে সাঈদী এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, একজন ইসলামী চিন্তাবিদ আধুনিক চিন্তাধারা থেকে একচুল পরিমাণও পিছিয়ে থাকতে পারেন না। তাই দেখা যায় যে, সাঈদী যখন বাজেট বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনাসহ প্রত্যেক সদস্য অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তার যুক্তিপূর্ণ, তথ্যবহুল এবং গঠণমূলক বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি বাজেটের উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলোর উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক মুক্তির আসল পথ কোনটি। তিনি সুদ এবং যাকাতের যে ব্যখ্যা অল্প কথায় দিয়েছেন তা যেমন আকর্ষনীয় তেমন যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "সুদ হলো গরীবের পকেটের অর্থ ধনীর পকেটে ঢুকানোর পদ্ধতি। আর যাকাত হলো ধনীর পকেটের অর্থ গরীবের পকেটে পৌছে দেয়ার পদ্ধতি"। বাজেট বক্তৃতা দেয়ার সময় দেখা গেছে, প্রায় প্রত্যেক সদস্যই বাজেটের ওপর বক্তৃতা না দিয়ে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন। বিভিন্ন দলের সিনিয়র সংসদ সদস্যরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু একমাত্র সাঈদীই এবার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বাজেটের ওপর বক্তৃতা করতে গিয়ে একাধারে ইসলামী অর্থনীতির ওপর কথা বলেছেন, রাজনীতির ওপর কথা বলেছেন, বাজেটের খুঁটিনাটি দিক ব্যাখ্যা করেছেন, নিজ এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বক্তব্য শেষ করেছেন।

সংসদ সদস্যদের ভাষা ব্যবহারের যে দুর্বলতা রেডিও, টিভির মাধ্যমে জনগণ এখন জানতে পারছেন তা জাতির জন্য সত্যিই লজ্জাজনক। আঞ্চলিক উচ্চারণ তো আছেই সাধু-চলিত ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যটুকুও অনেক সদস্য জানেন না। সম্ভবত একমাত্র মওলানা সাঈদীই সঠিক, শুদ্ধ এবং সাবলীল ভাষায় সংসদে বক্তব্য রাখেন। ইতোমধ্যে অনেকেই এটা স্বীকারও করেছেন।

তাই 'দৈনিক বালাবাজার' পত্রিকাটি মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছে যে, "প্রথমবারের মতো সংসদে এসে মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভূমিকা ছিল সাবলীল। আগামীতে তিনি আরো ভালো করবেন এ প্রত্যাশা করছেন অনেকেই"।

০৬ সেপ্টেম্বর '৯৬

www.pathagar.com

সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু

বর্হিবিশ্বে সংসদীয় কার্যক্রমের পক্ষপাতমূলক ক্যাসেট বাজারজাতকরণ বন্ধ করুন ঃ সাঈদী

গতকাল জাতীয় সংসদের বৈঠকে সংসদ কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশ টেলিভিশনের ধারণকৃত অনুষ্ঠান থেকে ৮টি ভিডিও সিরিজ তৈরী করে তা বিদেশে ছাড়ার বৈধতা সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি এই সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ বিধি অনুযায়ী বিষয়টি জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন হওয়ায় একটি নোটিশ দেন।

মওলানা সাঈদী তার নোটিশটি তুলে ধরে বলেন, প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার জন্য মধ্যেপ্রাচ্য ও গ্রেট বৃটেনে ৩ সপ্তাহ সফর শেষে গত পরশু আমি দেশে ফিরেছি। আমি জানতে পারলাম এসব দেশে বিটিভি'র ৮টি ক্যাসেটের 'সংসদ অধিবেশন' নামের একটি ভিডিও সিরিজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করা হয়েছে। ক্যাসেটগুলোতে ১ম অধিবেশনে সরকারী দলের বক্তব্য হাইলাইট করা হয়েছে, আর বিরোধী দলের বক্তব্যের ছোট ছোট অংশ এবং সঙ্গত কারনেই ফাইল চাপড়ানোসহ নেতিবাচক অংশটুকু বেশী করে দেখিয়ে দুনিয়াব্যাপী সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা খাটো করে বিরোধী দলকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

জনাব সাঈদী বলেন, এই সংসদে জামায়াতের সদস্য সংখ্যা নিতান্ত কম হলেও দেশ ও বিদেশে পরিচিত একটি উল্লেখযোগ্য দলের আমি প্রতিনিধিত্ব করি এই সংসদে। বিগত সেশনে এই সংসদে আমি স্পীকারকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শনের মত মারাত্মক শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের কথা বলেছি, মৃত মানুষের প্রতি নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানোর রীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছি। বাজেটের উপর প্রায় অর্ধঘন্টা আলোচনা করেছি। এছাড়া সংসদে আলোচিত প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে বক্তব্য রেখেছি। অথচ ঐ ক্যাসেটগুলোতে আমার একটি ওয়াক আউট -এর দৃশ্য ছাড়া ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি লাইনও দেখানো হয়নি।

মাননীয় স্পীকার, আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে - আমার অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। এ কাজটি যদি বিটিভি তার ইচ্ছে মাফিক করে থাকে তাহলে আপনার মাধ্যমে এর প্রতিকার চাই আর সরকারী দলের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকলে এ মানসিকতার পরিবর্তন চাই। হিংসাকাতর নয়, বরং বড়মনের পরিচয় দেখতে চাই। সকল

www.pathagar.com

বিষয়ে সংসদে দলীয় সংখ্যার অংশীদারিত্বের আনুপাতিক হারে সংসদে কথা বলার ও প্রচারসহ সকল বিষয়ে অধিকারের গ্যারান্টি চাই। সুতরাং বিটিভি পরিবেশিত ক্যাসেটের এ কার্যক্রম জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে হেয় করা হয়েছে বিধায় বিষয়টির প্রতি আমি তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

০২ নভেম্বর '৯৬

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর আলোচনা

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন

মাননীয় স্পীকার, দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর খোলা মন নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমালোচনার জন্য সমালোচনা করে কাউকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বরং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শংকিত চিত্তে মনে করি গরীব এই দেশটির আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সব থেকে বেশী জরুরী।

দেশের গরীব জনসাধারণ বুকভরা আশা নিয়ে ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। গুলশান বননীতে বাড়ী বা প্রতিদিন পোলাও কোরমা সরকারের নিকট তাদের দাবী নয়। এ গরীব জনগোষ্ঠীর দাবী খুবই সামান্য। তাদের ক্ষুধা নিবারনের জন্য স্বল্প মূল্যে মোটা চালের ভাত, মোটা সুতার কাপড় এবং রাতে চোর ডাকাতের উপদ্রবহীন নিদ্রা, জনগণের এই সামান্য দাবী এ যাবত কালের প্রতিটি সরকারই পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের জনগণকে শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করা সরকারের প্রধাতম দায়িত্ব।

মাননীয় স্পীকার, আমি মনে করি দেশে যে বর্তমানে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে তা সরকারের স্বীকার করা উচিৎ। এ বাস্তবতা মেনে নিলে আমরা একটি সুন্দর সমাধানে পৌছুতে পারব। নতুবা পরস্পরকে দোষারোপ করে এবং আক্রমন ও পাল্টা আক্রমন করে বক্তব্য রেখে এই আলোচনা হবে এক নিরর্থক আলোচনা।

মাননীয় স্পীকার, অতীতে এ দেশে কখনও আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি বিষয়টি এমন নয়। এ অবস্থা অতীতের সরকারগুলোর আমলেও ছিল তবে বর্তমান সরকারের আমলে অপরাধ প্রবণতার হার দ্রুত বেড়েই চলেছে।

মাননীয় স্পীকার, আমার কালেকশনে বর্তমান সরকারের বিগত ৪ মাসে সংঘটিত অপরাধ প্রবণতা সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রিকার কাটিং রয়েছে। এসব জাতীয় দৈনিকগুলো বলছে গত ১০/১১/৯৬ইং পর্যন্ত বিগত ৪ মাসে দেশে খুন হয়েছে ২৩৪টি এবং পুলিশের হাতে খুন

www.pathagar.com

হয়েছে ৭টি, ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ৯৭টি, চুরি সংঘটিত হয়েছে ১১০৪টি এবং ১৩৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষিতা হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৩৯ জন। এ ধরনের অপরাধ প্রবণতা এবং অমানবিক কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলছে।

এগুলো বন্ধ করার জন্য আমদেরকে খোলামন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি ও আইন পরিস্থিতির অবনতি সাধারণত ২টা কারণে সৃষ্টি হয়। একটি রাজনৈতিক ও অন্যটি পেশাদার অপরাধী চক্র দিয়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। এখানে সরকার যদি নিজের দলের অপরাধীদের ছাড় দেন, অন্যদের প্রতি কঠোর হন তাহলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি আদৌ সম্ভব হবে না।

মাননীয় স্পীকার, অপরাধ প্রবণতার দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক - রাজনৈতিক অপরাধ দমনের জন্য বল প্রয়োগ নয়, যুক্তি নির্ভর উদারতা, সহনশীলতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এগুতে পারলে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সম্ভব, তাছাড়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন, পুলিশ প্রশাসনে সংস্কার প্রয়োজন, বিচার বিভাগেও সংস্কার প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার, দেশের দেড় কোটি যুবক আজ বেকারত্বের অভিশাপে চরম হতাশায় জর্জরিত। হতাশা তাদেরকে ড্রাগ এডিকটেড করেছে। তাদের অনেকেই আজ অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যুব সমাজকে অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব সরকারে, সমাজের, সকলের।

মাননীয় স্পীকার, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম কারণ যুর চরিত্র বিনষ্ট হওয়া। আর এ চরিত্র ধ্বংস হবার প্রধানতম কারণ হচ্ছে ডিশ এন্টিনা, ব্লুফিল্ম, অশ্লীল ম্যাগাজিন, ফেনসিডিল, মদ, জুয়া, পতিতালয় ইত্যাদি। বর্তমান সরকার সত্যিকার পথে যদি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের ব্যাপারে আন্তরিক হন তাহলে এ মহান সংসদে কিছু জরুরী বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সে জরুরী বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইরানের মত আমাদের দেশে ডিশ এন্টিনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

দুই ঃ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, এ যাবত ট্রেজারী বেঞ্চে যারাই বসেছেন মদের পক্ষে তারা ওকালতি করার চেষ্টা করেছেন - তারা বলেছেন যে মদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

অবশ্য বর্তমান সরকার যখন বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন তখন তারা মদ-জুয়া-নিষিদ্ধের দাবী জানিয়েছিলেন। এখন তারা ক্ষমতায় এসেছেন -এখন মদ-জুয়া বন্ধ করার জন্য কারো নিকট দাবী করার প্রয়োজন নেই। এখন সরকার মদ-জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রমাণ করুণ তাদের কথা ও কাজে মিল আছে।

www.pathagar.com

তিন ঃ অতীতের প্রায় সকল সরকারই ছাত্রদেরকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। সেই সাথে গরীব বেকার ও শিক্ষিত যুবকদেরকে অর্থের বিনিময়ে সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সাহেব অত্যন্ত খোলামন ও আন্তরিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সাময়িক ভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিৎ'।

মাননীয় স্পীকার, অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, সরকার এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাননি। আমিও একান্তভাবে বিশ্বাস করি যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হলে মাননীয় প্রেসিডেন্টের এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন।

চার ঃ দেশে অসংখ্য অবৈধ অস্ত্র ছড়িয়ে আছে। অবৈধ অস্ত্র যার কাছে থাকুক, যে দলের লোকের হাতে থাকুক এবং যেখানেই থাকুক মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে তা বলিষ্ঠতার সাথে উদ্ধার করতেই হবে।

সব শেষে মাননীয় স্পীকার আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সকলকে একটি আবেদন জানাতে চাই -

তাহচ্ছে ঃ আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন এবং যে চেয়ার থেকে কথা বলছেন তা চিরস্থায়ী নয়। এখানে অনেকেই এসেছেন এবং অনেকেই চলে গেছেন একদিন আমাদেরকেও চলে যেতে হবে। একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হয়ে আমাদের কৃতকর্ম ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আল্লাহর বিধান চালু করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

সুতরাং আসুন আমরা ১২ কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহর বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আইন কায়েম করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করি।

২২ নভেম্বর '৯৬ সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

সংসদে জাতীয় বিদ্যুৎ নীতির উপর সাধারণ আলোচনা

বিদ্যুৎ খাতকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর

মাননীয় স্পীকার, জাতীয় বিদ্যুৎ নীতির উপর সাধারণ অলোচনা করার সুযোগ দেয়ায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমরা যখন সংসদে কথা বলছি তখন রেডিও টিভির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের

www.pathagar.com

এই কথাগুলো শুনছে। "বিদ্যুৎ খাতকে বিদেশের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে" এমন ধরনের নাজুক কথাবার্তা আলোচনায় এবং পত্রিকায় আসার কারনে বিষয়টি আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

মাননীয় স্পীকার, বিদ্যুৎ হলো বর্তমান সভ্যতার প্রানশক্তি। দেহ ও প্রান আলাদা হলে জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যায়। তাই দেহ ও প্রান একত্রে থাকাই নিরাপদ। বিদ্যুৎ নামক এ প্রানশক্তিকে কোনক্রমেই অন্য দেশের হাতে তুলে দেয়া যায় না। আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর দেশ। এ সব প্রযুক্তি বিদ্যুতের সাথে জড়িত। বিদ্যুৎ না থাকলে অথবা নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা না থাকলে এসব প্রযুক্তি মাঠে মারা যাবে।

বরেন্দ্র প্রকল্পসহ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সেচ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি বিদ্যুতের চাবি কাঠি ভিন্ন দেশের হাতে তুলে দেয়া হয়। এবং কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষন ব্যবস্থা জোরদার করে বিদেশে রফতানী করে যে টাকা উপার্জন করার লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে তাও ব্যর্থ হবে।

বাংলাদেশ শিল্পের দিক দিয়ে অনেক পিছনে। বর্তমান সরকার শিল্পখাতকে বেশ গুরুত্ব দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এ সংসদে শিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন।

মাননীয় স্পীকার, একটা কথা চালু আছে If there is electricity there is industry and if there is no electricity there is no industry.

সুতরাং বিদ্যুৎ যদি ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয় তাহলে মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর শিল্প উজ্জ্বল না হয়ে অন্ধকার হয়ে যাবার সম্ভাবনাই হবে বেশী।

মহল বিশেষের পক্ষ থেকে কথা উঠেছে যে, ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেশ আভ্যন্তরীন সকল প্রকার চাহিদা ও প্রয়োজন মিটিয়েও ভারতে বিদ্যুৎ অবশিষ্ট থাকে এবং সেখানে খুব সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

সুতরাং বাংলাদেশ খুব সস্তায় ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করতে পারে।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ- অতীতে যেমন ভারতে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার অনুমতি দিয়ে (আওয়ামী লীগ সরকার) বাংলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গংগা নদীর পানি এক তরফা ভাবে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান (আওয়ামী লীগ) সরকার ভারতে থেকে বিদ্যুত আমদানীর নামে দেশের বিদ্যুৎ খাতকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছেন।

এসব অযুহাতে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর নামে বিদ্যুৎ খাতকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া হলে দেশের অর্থনীতির চাবিকাঠি শিল্প, কল কারখানা ধ্বংস হয়ে দেশ সম্পূর্ণভাবে ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর অপরিনামদর্শী সিদ্ধান্ত ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতীয়দের অভিলাষ চরিতার্থ করার সুযোগ এনে দেবে।

কাজেই বিষয়টি সকল মহলকে গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

বর্তমানে বিদ্যুৎ ঘাটটির যে কথা বলা হচ্ছে তা আদৌ তথ্য ভিত্তিক সত্য নয়, বিদ্যুৎখাত বিদেশের হাতে তুলে দেয়ার জন্যই মহল বিশেষের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ ঘাটতির কথা রটানো হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে দেশে মোট বিদুতের চাহিদা ১৮০০ শত থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট।

আর বর্তমানে ১৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেশে উৎপাদিত হচ্ছে।

বন্ধ প্রকল্পগুলো চালু এবং ব্যবস্থাপনার আরও উন্নয়ন করা হলে দেশে ২৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে।

রাউজানের ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস বিদ্যুৎ প্রকল্প, আশুগঞ্জে ৯০ মেগাওয়াট গ্রাস বিদ্যুৎ প্রকল্প ও শিকল বহা ৬০ মেগাওয়াট গ্যাস বিদ্যুৎ প্রকল্প ৩টি গত ৩ মাস পূর্বে বন্ধ হয়ে গেছে।

হরিপুর, ঘোড়াশাল ও সিদ্দিরগঞ্জে বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে এ সব বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো চালু করা হলে বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকতে পারেনা।

মাননীয় স্পীকার

এসব তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে, মূলত আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই। চুরি, অপরাধ, সিষ্টেম লস ও দুর্নীতি রোধ করতে পারলে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকবেনা বরং উদ্বৃত্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ্ কাজেই বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর প্রশ্নই ওঠেনা।

তাই ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানীর পরিবর্তে সিষ্টেমলস, চুরি, অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করে বন্ধ বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো চালু ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশের চাহিদা পূরনের জন্য সরকারের প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, পরিশেষে- আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার বিবেকের দৃষ্টি অকর্ষন করছি।

'সিষ্টেম লস' বলে একটি কথা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষকে শুনানো হয়; এবং তাদের কাছ থেকে কসাইয়ের মত সিষ্টেম লসের টাকা আদায় করা হয়।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের দেশে আল্লাহর বিধান চালু না থাকায় এবং আখেরাতে জবাবদিহির অনুভুতি না থাকায় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ চুরি হয়। বিদ্যুৎ চোরদের জন্য বিদ্যুতের যে ক্ষতি হয় - সেই ক্ষতিপূরণ করার জন্য চুরি যাওয়া বিদ্যুতের টাকা লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের কাছ থেকে আদায় করা হয়। এ ধরনের অন্যায় শোষন ও জুলুমের হাত থেকে কোটি কোটি মানুষকে রক্ষা করতে হবে।

তাই অনতিবিলম্বে সিষ্টেমলস পদ্ধতিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হোক এবং সরকারী বেসরকারী সকল বিদ্যুৎ চোরদের সনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।

২১ নভেম্বর '৯৬ সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

www.pathagar.com

সংসদে শিল্পনীতির ওপর মাওলানা সাঈদীর ভাষণ

মাননীয় স্পীকার, শিল্পে যে দেশ যত উন্নত পৃথিবীতে সে দেশ তত উন্নত ও মর্যাদাশীল। শুধু তাই নয় বিশ্বনেতৃত্বের চাবিকাঠিও তাদের হাতে। তাই শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজকে আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মাননীয় স্পীকার, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমগ্রিকভাবে সরকারের পলিসি নির্ধারণ করতে হয়। যেখানে গণতান্ত্রিক সরকার থাকে সেখানে জাতীয় সংসদেই সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সামগ্রিক নীতি নির্ধারণ না করে শুধু যদি কোন একটি অংশ বা সেক্টরের নীতি-নির্ধারণের জন্য যাওয়া হয় তাহলে তা সুষ্ঠু নীতি হতে পারে না। তবুও শিল্পনীতি ও বেসরকারী নীতির উপর যে সাধারণ অলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। তবে শিল্প উন্নয়নের জন্য শিল্প, বাণিজ্য, দেশী এবং বিদেশী, শ্রম, অর্থ ও পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও একই সাথে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ছিল। ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ করে যেমন কোন ফায়দা হয়নি, য়ার ফলে শিল্প ও কলকারখানার লোকসান দিতে হয়েছে এবং আজও বিরাষ্ট্রীয়করণের জন্য উঠে পড়ে লাগা হয়েছে। তেমনি মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে নিজেদের শিল্প কলকারখানাকে প্রটেকশন দেবার পরিবর্তে যদি উন্নত ও বন্ধু দেশের উৎপাদিত দ্রব্য অবাধে দেশে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয় তবে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠতে পারবে না, আর শিল্প নীতির এ আলোচনা বিফলে যাবে। তাই শিল্পের যদি উন্নতি চাওয়া হয় তাহলে প্রথমেই আমাদের সিদ্ধান্ত দিতে হবে যেসব শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে ও যেসব শিল্পে কিছু সহযোগিতা দিলে কিছুদিন পড়ে চাইলে বিদেশের বাজারে আমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবো বা নিজেদের চাহিদা পুরণ করতে পারবো, সৈসব শিল্পকে প্রটেকশন দেয়ার লক্ষ্যে তাদের জন্য ট্যাক্স হলিডের সুযোগ করতে হবে, তাদেরকে গ্যাস, বিদ্যুৎ স্বল্পমূল্যে অথবা এ সরবরাহ করতে হবে, তাদের বিনা সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে ভর্তুকি দিতে হবে। উদ্যোক্তাদের কার্যের ক্ষেত্র সহজতর করতে হবে। ঐসব শিল্পের উৎপাদিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে। অন্যদিকে এ সমস্ত উদ্যোক্তাদেরকে যাতে ব্যাপক মুনাফার লোভে বেশী মূল্য না নির্ধারণ করে সেদিকেও নজর দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, আমাদের যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বিদেশে রয়েছে, তাদের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী মিশনগুলোকে তৎপর হতে হবে। অন্যান্য শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে এজন্য বাংলাদেশের

www.pathagar.com

বৈদেশিক মিশনে বিশেষ ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে আমাদের দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের যেমন পাট, চা, চামড়া, হিমায়িত মাছ এর চাহিদা আছে, কিন্তু সরকারের ভ্রান্তনীতি ও উদ্যোগের অভাবে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারছে না। মাননীয় স্পীকার, বিদেশনীতির সাথে শিল্পনীতির একটি যোগসূত্র রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ও মুসলিম দুনিয়াতে আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও সেসব দেশে আমাদের মিশনগুলো সেদেশে জনমত গঠন ও চাহিদা পুরণে ব্যর্থ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঐসব দেশের ভাষায় দক্ষ ও ঈমান আক্বীদার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের আমাদের মিশনসমূহে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার, শিল্প উন্নয়নের জন্য আমাদের নুতন করে চিন্তা করতে হবে। চিন্তা না করে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অতীতে ফারাক্কা বাঁধের সুযোগ দেয়া হয়েছিল চিন্তাভাবনা না করেই। ফলে আজ দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষকে কখনও পানিতে ডুবে আবার কখনও পানির অভাবে মরতে হচ্ছে।
একইভাবে চিন্তাভাবনা না করে যদি বিদ্যুৎতের চাবিকাঠি ভারতের হাতে দেয়ার জন্য ভারত থেকে বিদ্যুৎ আনা হয় তাহলে দেশে যেটুকু শিল্পকারখানা আছে তাও আঁতুড় ঘরে গলাটিপে হত্যা করার শামিল হবে। বিশ্ব জনমত গঠন করে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে পানি আদায় করতে হবে। আর তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে শিল্পোন্নয়ন করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, আমরা সবাই জানি, Land, Labour, Capital & Organization are the Factors of Production, এ ফ্যাক্টরগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। এই ফ্যাক্টরগুলোর মাঝে সুসম্পর্ক ছাড়াও উৎপাদন সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী নীতির ফলে মালিক শ্রমিকের মাঝে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের না হয়ে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হওয়া উচিত। মানবতার শক্তিদূত সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের অধীনে যারা কাজ করে তারা তোমাদের ভাই, তাদেরকে তাই খেতে দাও যা তোমরা খাও। তোমরা তাদের তাই পরতে দাও যা তোমরা পর, তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দিয়ো না।" আমরা নামায-রোজা করি, হজ্জ্ব করি, উমরাহ করি নবীর (সঃ) উন্মত বলে দাবী করি, কিন্তু নবীর নীতি কতটুকু পালন করি তা শিল্পনীতি গ্রহণ করার সময় ভেবে দেখতে হবে।
মাননীয় স্পীকার, বেসরকারীকরণ নীতির প্রশ্নে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে, 'সরকার কা মাল দরিয়া মে ঢাল'- কিন্তু এই ভুল সংশোধন করতে যেয়ে আরেকটা ভুল আমরা যেন করে না বসি। যেমন বেসরকারীকরণের নামে রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প ও কলকারখানাগুলো পানির দরে আত্মীয়-স্বজন, দলীয় লোকদের মাঝে বিক্রি করে দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। সে সমস্ত কলকারখানায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান না করে হাজার হাজার মানুষকে বেকার করে ফেলা হয়েছে। ফলে আমি মনে করি রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্পকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা বন্ধ হোক এ ধরনের কলকারখানায় বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয়া হোক। ফলে প্রতিযোগিতা বাড়বে ও রাষ্ট্রয়াত্ত কলকারখানার উন্নতি হবে। তাছাড়া ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রীয় কাজে প্রয়োজনীয় কলকারখানাগুলো রাষ্ট্রীয় অথবা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, নয়া শিল্পনীতি গ্রহণে আমার কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে ঃ

এক ঃ সরকারী উদ্যোগে শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

দুই ঃ পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরে সরকারী উদ্যোগে 'শিল্প ব্যবস্থাপনা' গবেষণা আরও ব্যাপকতর করতে হবে।

তিন ঃ পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও বিপণন এবং বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাজার অর্থনীতিকে প্রটেকশনে রেখে বাস্তবায়ন করতে হবে।

চার ঃ শিল্পোন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নতি বিধান করতে হবে।

পরিশেষে আমি আপনার মাধ্যমে যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে - শিল্প ক্ষেত্রে বিরাজমান বন্ধ্যাত্ব ও বিশৃংখলা দূর করে শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ, দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন, বেকার সমস্যার অবসান, শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্পপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে সম্পদ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এটাই হওয়া উচিৎ শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

১০ নভেম্বর '৯৬ সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর মওলানা সাঈদীর আলোচনা

মাননীয় স্পীকার

প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর ধন্যবাদ উপলক্ষ্যে ৭ম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু সাবেক রাষ্ট্রপতির ভাষণ সরকারের পছন্দ না হওয়ায় তা আলোচনা করতে দেয়া হয়নি। দেশের সংবিধান ও হাউজের কার্য প্রণালী বিধিকে সঠিক ভাবে চলতে দিলে এবং

www.pathagar.com

সরকার বড় মনের পরিচয় দিতে পারলে এমনটি হতোনা।
বর্তমানে মাননীয় রাষ্ট্রপতি সরকারের মনমত পছন্দসই লিখিত ভাষনটি জাতির সামনে তুলে ধরেছেন।
যে রকম ভাষনই তিনি দিয়ে থাকেন কমপক্ষে রাষ্ট্রপতির সেই ভাষনের উপর কিছু বলতে পেরে সর্ব প্রথম আমি আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি।
আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রেসিডেন্ট, মাননীয় স্পীকার, সকল সংসদ সদস্যসহ দেশবাসী দর্শক শ্রোতা বৃন্দকে।

মাননীয় স্পীকার, মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে একটি ছোট্ট অথচ খুবই গুরত্বপূর্ণ কথা আমি আরজ করতে চাই।
আমরা যে কথা গুলো এখানে বলছি তার প্রতিটি কথাই সংরক্ষিত হচ্ছে। শুধু আমরাই টেপ করছিনা; আল্লাহ পাকের নির্ধারিত ফেরেশতারা ও টেপ করছেন।
এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বক্তব্য আমরা এখানে শুনেছি। এ পৃথিবীর জীবন শেষ করে আমরা যখন পরকালের জীবনে প্রবেশ করব তখন প্রয়োজনে আমাদের এ বক্তব্য বাজিয়ে শোনানো হবে।
তখন দেখা যাবে আমরা আমাদের বক্তব্যে প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করেছি। প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেছি জিন্দা - মূর্দা প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রীর অসংখ্য অগনিত প্রশংসাই করেছি। কিন্তু সেই তুলনায় আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিনি। যিনি মুখ দিলেন কথা বলার জন্য কান দিলেন শোনার জন্য আর হৃদয় দিলেন বোঝার জন্য। সেই আল্লাহপাকের কথা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি।
সুতরাং মানুষের প্রশংসা বা নেতাকে স্মরণ করে নয় আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং তাঁকে স্মরন করেই মুসলমানদের বক্তব্য শুরু করা উচিৎ। এটাই সুন্নত তরীকা।

মাননীয় স্পীকার, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আন্দোলন করে এবং দেশে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাঁকে খুশি করার জন্যই।
তাই কারো অযথা বাহুল্য প্রশংসা করে বাহ্‌বা কুড়ানো আবার কাউকে গীবত বা নিন্দা করে পাপ কুড়ানো আমাদের নীতি নয়। আমাদের নীতি সেটাই যা কুরআন করীমে বলা হয়েছে- "ভালো কাজের সহযোগিতা কর আর মন্দ ও পাপ কাজের সহযোগিতা করনা।"
অতীতেও এই সংসদে জামায়াত প্রতিনিধিরা এই আদর্শের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যা যে কেউ ইচ্ছে করলে সংসদের রেকর্ডে দেখে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

কৃষি খাদ্য

মাননীয় স্পীকার,মানুষের মৌলিক চাহিদা গুলোর মধ্যে প্রথমেই খাদ্য। সরকার কে এই খাদ্যের ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে নজর দিতে হবে।

দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য শষ্য মওজুদ থাকা, খাদ্য উৎপাদন এবং তা সহজ লভ্য হওয়া এ তিনটি বিষয়কেই সরকার অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পরিতাপের বিষয় খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার এখন পর্যন্ত কৃষকদের বিনা সূদে লোন প্রদান প্রথা চালু করেনি এবং কৃষিখাতে ভর্তূকী ও দিচ্ছে না ফলে কৃষক বৃন্দ নির্যাতিত হচ্ছেন।

অন্যদিকে ফারাক্কার অভিশাপে উত্তর বঙ্গ মরুভূমিতে পরিনত হয়েছে এবং পানির অভাবে কৃষি উৎপাদন দারুন ভাবে ঘাটতি হয়েছে। মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষনে এ ব্যপারে কোন দিক নির্দেশনা নেই।

বিদেশে থেকে খাদ্য আমদানীর মধ্যে সরকারের কোন কৃতিত্ব নেই। উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছানোই কৃতিত্ব।

সুতরাং কৃষিতে ভর্তূকী দেয়া, বিনা সূদে ঋণ প্রদান প্রথা চালু ও কৃষি সরঞ্জাম সুলভ ও সহজ মূল্যে পাবার জন্য আমি জোর দাবী জানাচ্ছি।

শিল্প

মাননীয় স্পীকার, দেশের শিল্প ব্যবস্থা নিঃশেষ হতে চলেছে। বস্ত্র শিল্প গুলো একের পর এক বন্ধ হতে চলেছে। শ্রমিক ছাটাই, লে অফ ও রুগ্ন শিল্প দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলেছে।

বিশেষ করে মূক্ত বাজার অর্থনীতির পাগলা ঘোড়ার দাপটে দেশীয় পন্য প্রতিযাগিতার ময়দানে টিকে থাকতে পারছেনা।

ফলে প্রতিবেশী ভারতীয় পন্যে বাংলাদেশ সয়লাব। বাংলাদেশ আজ রিতীমত ভারতীয় বাজারে পরিণত হয়েছে। ঈদের বাজার তো পুরোটাই ভারতীয় পন্যের দখলে ছিল।

এ অবস্থা চলতে থাকলে দেখা যাবে বাংলাদেশ নামক শিশুটি শুধু মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে তাই নয় বরং এর স্বাধীন স্বত্তা বিলুপ্ত হবে এবং দেশটির অর্থনৈতিক দিক থেকে অকাল ও অপমৃত্যু ঘটবে।

শিক্ষা

মাননীয় স্পীকার, শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড, Education is the Backbone of Nation তাই বিশ্বে এ জাতির মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য তার শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে।

www.pathagar.com

কয়েক যুগ পূর্বের তৈরী করা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে জাতির মেরুদন্ড সোজা হওয়া তো দূরের কথা গোটা জাতি এদ্বারা প্যারালাইসড্ হবে।

এ ব্যাপারে আমি কিছু তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করতে চাই। কারন মাননীয় রাষ্ট্রপতির শিক্ষা নীতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা রিপোর্ট বাস্তবায়নের কথা বলেছেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রসঙ্গ

মাননীয় স্পীকার, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলে ধর্ম শিক্ষাকে পুরোপুরি নির্বাসন দেয়া হবে। এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রনীত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে ঈমান-আকিদা, তাহজীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।

ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের বিপরীত, বিশেষ ধ্যান ধারনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ শে জুলাই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিশন ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে এক মাস ব্যাপি সফর করে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

সেই অভিজ্ঞতার আলোকে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে তৎকালীণ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে ১৯৭৩ সালের ৮ই জুন পেশ করেন। প্রধান মন্ত্রী সেই রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এই রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ ২১ বছর পর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই উল্লেখিত রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্দ্যোগ নিয়েছেন।

এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সরকার অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৪ সদস্যের একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও গঠন করেছেন। কমিটি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা বাইরে প্রকাশ করা হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে ডঃ খুদার শিক্ষা কমিশনের সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে।

মাননীয় স্পীকার ! এই রিপোর্টের অংশ বিশেষ আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

ডঃ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ৭ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবে না। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণীতে সপ্তাহে ২টি করে ধর্ম শিক্ষার পিরিয়ড থাকবে।

www.pathagar.com

৮ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষা দ্বিধা বিভক্ত হবে।
(ক) বৃত্তি মূলক শিক্ষা (খ) সাধারণ শিক্ষা। এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা থাকবে না।

মাননীয় স্পীকার ! কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের ১১শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা, সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।
এ অধ্যায়ে আরো উল্লেখ করা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী করে পূর্ণগঠনের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ করে যে, ৭ম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে।
কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য সর্ম্পকে এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, দেশের কৃষক শ্রমিক , মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগনের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ন প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো; নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।
এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীদের চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
এতে আরো বলা হয় নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
রিপোর্টে ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।

৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সারা দেশে সরকারী ব্যয়ে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচী ভিত্তিক বিজ্ঞান এবং অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা (সাধারন ও মাদ্রাসা শিক্ষা) চালু করতে হবে।
মাননীয় স্পীকার !
ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের উপরোল্লিখিত অংশ বিশেষ থেকেই স্পষ্ট যে, তৎকালীন এবং বর্তমান এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এটাকে গণমূখী ও বাস্তব ভিত্তিক বললেও এটা এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ঈমান আকিদা ও তাহজিব তমদ্দুনের সাথে আদৌ সঙ্গতি পূর্ণ এবং বাস্তব ভিত্তিক নয়।
যে সমাজতন্ত্র তার মাতৃভূমিতে আত্মহত্যা করেছে সেই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারনা অথবা, উগ্র সাম্প্রদায়িক দেশের শিক্ষানীতির আলোকে প্রণীত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী (সেক্যুলার) মডেলের শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে কখনই বাস্তব ভিত্তিক হতে পারে না।
সুতরাং, মাননীয় স্পীকার !

www.pathagar.com

ডঃ কুদরত-ই-খুদার ঐ বিতর্কিত শিক্ষা রিপোর্ট জনমত যাচাই ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন করা গোটা জাতির অধিকার ক্ষুন্ন করার শামিল হবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার ! বর্তমান সরকারের আমলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার নামে ইসলামী মূল্যবোধ তথা মুসলিম জাতি সত্তার ঈমান আকীদা বিনষ্টের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। যেমন ঃ- ৮ম ও নবম শেণীর বাংলা সাহিত্যে '৯৬সন পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) এর ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে ৩টি অধ্যায় ছিল এবং ইসলামী ইতিহাসে রাসূল (সাঃ) এর বিভিন্ন জেহাদ সম্পর্কে একটি অধ্যায় ছিল। কিন্তু '৯৭ সনে উক্ত পাঠ্য পুস্তক গুলোতে রাসূল (সাঃ) এর ব্যক্তিগত জীবন রেখে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন এবং জেহাদের অধ্যায় গুলো বাদ দেয়া হয়েছে।
শুধু তাই নয়, মাননীয় স্পীকার !
বাংলাদেশ স্কুল শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ৯৭ সালে প্রকাশিত ৭ম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য এই 'সপ্তবর্ণায়' 'মরু ভাস্কর' নামে লেখক হাবিবুল্লাহ বাহার এর একটা নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। "আমাদের মত দোষে গুণে তিনি মানুষ, যা আমাদের ঈমান আকীদার সম্পূর্ণ বিরোধী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন "রাসূল (সাঃ) আমাদের মত মানুষ বটে কিন্তু ওহি দ্বারা পরিচালিত বিধায় দোষের উর্ধে।" উল্লেখ্য, লেখক হাবিবুল্লাহ বাহারের যে বই থেকে নিবন্ধটি সংকলিত হয়েছে সে বইতে এই বাক্যটি মোটেই নেই। বই থেকে সংকলন করার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসে আঘাত হানার জন্যে। পাঠ্য পুস্তকে এ জাতীয় ঈমান বিরোধী কথা সংযোজন করে আমাদের ছেলে-মেয়েদের তা শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে।
মাননীয় স্পীকার ! এ ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।
বইটির ফটোকপি আমার হাতে রয়েছে যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

সার্ক ও উপ আঞ্চলিক জোট

মাননীয় স্পীকার ! মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষনে সার্ক এর কার্যক্রম জোরদার করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে যে উপ-আঞ্চলিক জোটের কথা বলে বেড়াচ্ছেন তা সার্কের ধারনা ও বাস্তবতাকে ব্যর্থ করে দেবে।
কারন, উপ-আঞ্চলিক জোট সাধারণ দৃষ্টিতে একটি নিতান্ত সহযোগিতা মূলক চুক্তি হিসেবে প্রতিভাত হলেও এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রথমেই সার্কের বিলুপ্তি ও ক্রমে চুক্তি ভূক্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা - সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। এবং সিকিমের মত নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ নামে ভারতের ৩টি নতুন

www.pathagar.com

প্রদেশের সৃষ্টি হবে।
এর ফলে, একদিকে যেমন ভারত তার বহুদিনের লালিত অখন্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে–অন্যদিকে সে সহজেই তার উত্তর–পূর্বাঞ্চলীয় ৭টা রাজ্য মালার স্বাধীনতা কামী জাতি–গোষ্ঠী গুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করে তার রাষ্ট্রীয় অখন্ডতাকে নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।
অপর দিকে, ভারত এ উপ–আঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এশিয়ায় তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দী শক্তিধর চীনকে মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূমিজ পরিসরকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।
সুতরাং, আমার এবং আমার দল জামায়াতে ইসলামীর চূড়ান্ত মত হচ্ছে, উপ–আঞ্চলিক জোট নয়; বরং মাননীয় রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুযায়ী সার্কের চেতনায় যে কোন মূল্যে প্রতিবেশী দেশ গুলোর সাথে আমাদের সম্পর্কোন্নয়নের ধারা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।

মাননীয় স্পীকার,পরিশেষে আপনার মাধ্যমে গোটা দেশবাসীর কাছে একটি বিষয় তুলে ধরতে চাই, আল্লাহপাকের মেহেরবাণীতে কুরআন মজীদের তাফসীর করে আমার জীবনের একটানা তিনটা যূগ অতিবাহিত হয়েছে। সকল প্রকার বাধা উপেক্ষা করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাশ পর্যন্ত মানুষকে কুরআন সুন্নাহর দিকে আহবান করা এবং কুরআন সুন্নাহর বিধান চালু করার চেষ্টা চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ্।

কারন– মাননীয় স্পীকার, কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান, দেশের অগ্রগতি, প্রগতি, শান্তি, স্বস্থি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের এটাই হচ্ছে একমাত্র গ্যারান্টি।
পরকালে জান্নাতে যাবার এবং জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুন থেকে রক্ষা পাবার এটাই পথ।
মানব রচিত মতবাদ গুলোতে বিশ্ব সমাজে কোন শান্তি আসেনি আর আসবেওনা এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট সত্য।
মাননীয় স্পীকার, আপনার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদ সদস্য ও জাতীয় সংসদ সদস্য সহ দেশবাসী সকলের কাছে আন্তরিকভাবে আপীল করছি; পবিত্র কুরআন সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলে মুখ খুলুন, কথা বলুন, চেষ্টা করুন, মুক্তির এটাই রাজপথ।

১৩ মার্চ '৯৭ সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

www.pathagar.com

ট্রানজিট ও উপ-আঞ্চলিক জোট প্রসঙ্গে মওলানা সাঈদী

মাননীয় স্পীকার, জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে ট্রানজিট ও উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন। বিলম্বে হলেও এ আলোচনা হচ্ছে এ জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

জাতির যে কোন গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত সংসদে আলোচনা করার পর তা গৃহীত হলে সেটা হয় সকলের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তা আলোচনা করা-এ যেন কাউকে ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত দেয়ার পর Sorry বলে পাশ কাটানো।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমাদের নদী সমূহে পানি আসুক আর না আসুক গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের জন্য চুক্তি একটা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ পানি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সংসদের মাধ্যমে জাতিকে তা জানানো হয়নি।

পানি চুক্তিতে সংসদের অনুমোদন তো দূরের কথা মন্ত্রী পরিষদের ও অনুমোদন নেয়া হয়নি।

মাননীয় স্পীকার, ভবিষ্যতের জন্য বলে রাখছি যে, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে যেন সংসদে পেশ করা হয়। কারণ কোন একটি বিষয় সংসদে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংসদে আলোচনা করা দুটো এক জিনিস হতে পারে না। এতে শুধু সময়ের অপচয় হতে পারে; অন্য কিছু নয়।

সুতরাং আমার দাবী হচ্ছে-ট্রানজিট বা উপ-আঞ্চলিক জোটের মত এত বড় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন সংসদ ও জাতির মতামত অগ্রাহ্য করে পানি চুক্তির মত পর্দার আড়ালে সম্পাদিত না হয়।

মাননীয় স্পীকার

Transit শব্দটি দেশের সাধারণ মানুষ এখনো বুঝে উঠতে পারেনি। Transit বলতে বাংলায় 'পারাপার সুবিধা' বোঝায়।

Transit শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ ''Process of Going or Conveying Across, Over the Through.''

ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের উপর দিয়ে তার পূর্বাঞ্চলীয় ভূখন্ড সমূহে মানুষ, যন্ত্র ও পণ্য পারাপারের সুবিধা লাভই বর্তমানে বহুল আলোচিত Transit Facilities বা Transit সুবিধা কে বোঝানো হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অন্য ভাষায় ঃ Transit Facilities Mean That, India Would use the Teritories of Bangladesh Including Chittagong port for movement of man, machines, and materials through specific routes by land to its 7 eastern states.

এই Transit চুক্তি বাস্তবায়িত হলে ভারত তার পশ্চিম বঙ্গ বা অন্য যে কান প্রদেশ থেকে মালামাল ও পণ্য বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম, মোংলা, নৌ পথ, রেলপথ এবং বিশেষভাবে স্থলপথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি বাংলাদেশের সার্বভৌম জমিনের উপর দিয়ে দ্রুত সর্টকাট পন্থায় লাভজনক ও কৌশলগত সুবিধাজনকভাবে তার স্থল পরিবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন প্রায় এর ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপুর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যে সহজেই পারাপারের সুযোগ পাবে। এবং এর বিনিময় বাংলাদেশ লাভ করবে আপাত দৃষ্টিতে লাভজনক কিছুটা আর্থিক সুবিধা। প্রায় ৭০০/৮০০ কোটি টাকার Transit Fee.

ভারতের স্বার্থে বাংলাদেশের উপর দিয়ে Transit সুবিধা প্রদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বহুদিন থেকেই সুপারিশ করে আসছে।

ঐ সব রাষ্ট্র বাণিজ্যিক সুবিধা ও আর্থিক লাভালাভের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসলেও তারা অত্যন্ত চুতরতার সাথে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা নিরাপত্তার বিষয়টির গুরুত্বকে সব সময়ই সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। ধারনা করা হয় বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যত সম্ভাব্য পরিবর্তনের আলোকে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ঠেকাতে এবং এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা Uni-polar global system. বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র রাষ্ট্র সমূহ ভারসাম্য শক্তির "লেভারেজ" হিসেবে ভারতকে অখন্ড ও শক্তিশালী রাখার জন্যই সম্পূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক Geo-political কারণেই এমন ভূমিকা নিয়েছে। পাশ্চাত্যের ঐ সব গুরুত্বপুর্ণ দেশ সমূহের Transit বিষয়ে উপস্থাপিত সুপারিশ ও পরামর্শ থেকে সুস্পষ্টভাবে Transit বিষয়ে তাঁদের স্বার্থ ও মনোভাবের প্রকাশ পায়। তাছাড়া ভারত যে Transit -এর জন্য পানি চুক্তিকে 'ট্রাম কার্ড' হিসেবে ব্যবহার করছে তা তাদের চুক্তি পালনের আচরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

Transit -এর অপকারিতা

মাননীয় স্পীকার! প্রতিটি জিনিষের ভাল মন্দ দু'টি দিক থাকে। যদি ভাল বেশী হয় তবে তা গ্রহণ করা এবং মন্দ বেশী হলে তা বন্ধ করা, এটাই নিয়ম।

কোরআনে কারীমে মদের ব্যাপারে এ কথাই বলা হয়েছে, মদের ক্ষতি তার ভাল'র চেয়ে বেশী। মদে ক্ষতির পরিমাণ বেশী উপকারের পরিমাণ কম এ জন্যই মদকে হারাম ঘোষণা

www.pathagar.com

করা হয়েছে।
যদি ও এ পর্যন্ত এদেশের কোন সরকারই আল্লাহ্‌র হারাম ঘোষিত মদকে সরকারীভাবে হারাম ঘোষণা করতে পারেননি।

মাননীয় স্পীকার ! Transit -এ কিছু লাভ হবে বলে ভারতপ্রেমী রাজনীতিবিদ ও পত্র-পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করছে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে Transit -এর ক্ষতিকর দিকগুলোই বেশী।
যেমন ঃ ভারত বাংলাদেশ Transit চালু হলে অবাধ বাণিজ্য চলাচলের সঙ্গে বাংলাদেশের মুল্যবান Forex খরচ করে আমদানীকৃত প্রয়োজনীয় বিদেশী যন্ত্রাংশ ও নানা মুল্যবান পণ্য ভারতে সহজে, দ্রুতগতিতে ও অবাধে পাচার হয়ে যাবে। বর্তমানেও মুক্ত অর্থ ব্যবস্থার আওতায় এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
Transit ব্যবস্থার আওতায় নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থায় যদি বাংলাদেশ মেঘালয়ের বিদ্যুৎ কিনে বাংলাদেশের গ্রীডে চালনার উদ্যোগ নেয় এবং ভারত যদি দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সহযোগিতার অযুহাতে বাংলাদেশ থেকে তার প্রায় নিঃশোষিত সম্বল প্রাকৃতিক গ্যাস ও নতুন আবিস্কৃত কয়লা ভারতে আমদানী করতে চায় অর্থাৎ বাংলাদেশ যদি ভারতের কাছে ঐ সব অনবায়নযোগ্য জ্বালানী সুবিধাজনক মূল্যে বিক্রি করে তবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও জ্বালানী খাতে নেমে আসবে এক চরম দুর্যোগ।
আর ভবিষ্যত প্রজন্ম হবে মহা মুল্যবান জ্বালানী সম্পদের মুল্যবান সঞ্চয় থেকে দারুন ভাবে বঞ্চিত।
Transit -এর আওতায় ভারতকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে বাংলাদেশের প্রধানতম বর্হিবাণিজ্যে অপ্রতুল আয়োজন সম্পন্ন এ বন্দরটিকে বাংলাদেশের বিপুল প্রয়োজনে ব্যবহার করা থেকে বহুলাংশে ছাড় দিতে হবে। বর্তমানে প্রত্যহ পর্যাপ্ত পরিসরের অভাবে এ বন্দরে বহু জাহাজকে দিনের পর দিন বর্হিনোঙরে অবস্থান ও অপেক্ষা করতে হয়।
কর্ণফুলি নদীর পানির অভাব খাড়ির প্রশস্ততার অপ্রতুলতা এবং বন্দরের হারবার ও এংকরেজ ফ্যাসিলিটিজ-এর অসুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্য যা চেষ্টা করলেও বাড়ানো যাবে না।
ভারত এ বন্দর ব্যবহারের চুক্তি সুযোগ লাভ করলে বাংলাদেশকে বিস্তর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। 'ড্যামারেজ' খেসারত দিতে হবে শত শত কোটি টাকা।
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর দিয়ে যদি Transit -এর মাধ্যমে ভারতের মিজোরাম বা ত্রিপুরায় ভারতীয় মালামাল আনা নেয়া করা হয় তবেতা স্বাভাবিক কারণেই ভারতের মিজো, লুসাই, ত্রিপুরা অথবা অন্যান্য স্বাধীনতাকামী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। তারা বাংলাদেশের চাকমা ও ত্রিপুরা বিপথগামীদের সহযোগিতায় সহজেই বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরসহ Transit পথের নানা সড়ক, রেলপথ, পুল, কালভার্ট,

www.pathagar.com

ব্রীজ ইত্যাদি সহ আরও নানা স্থাপনায় নানা ধরনের ধংসাত্মক তৎপরতা চালাতে পারে। যা হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য দারুন ক্ষতিকর।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে Transit সুবিধা দিলে যেমন লাভ করতে পারি কয়েকশ' কোটি রুপীর আর্থিক সুবিধা, ঠিক একই সাথে Transit এর খেসারত হিসেবে আমরা লাভ করবো নানা ধরনের সংক্রমিত ছোঁয়াচে ও দূরারোগ্য রোগ-ব্যধির বোঝা। Tropical রোগ সমূহের ঘাঁটি বলে খ্যাত ভারত বিশ্বের প্লেগ, যক্ষা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড ও এইডস্সহ আরও অসংখ্য রোগ বিমারের জন্য কুখ্যাত।

মাননীয় স্পীকার! বর্তমানে ভারতে প্রায় ২০ লাখ লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত এবং আগামী দশ বছরের মধ্যেই ভারতের মোট ৫ কোটি লোক AIDS -এ আক্রান্ত হবে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রিপোর্ট করেছে। একমাত্র কোলকাতা মহানগরীতেই প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশী লোক এই রোগে আক্রান্ত বলে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

ভারত-বাংলাদেশের Transit প্রথা চালু হলে ভারতীয় পরিবহন শ্রমিকদের (ট্রাক, জাহাজ বা পন্য পরিবহন যানের হেলপার, চালক বা শ্রমিক) মাধ্যমে খুব দ্রুত ঐ সব রোগ বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

ঘন বসতি, অনুন্নত প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আর দূর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ AIDS সহ যে কোন Transit সংক্রামন জাত রোগ বা মহামারীর বিস্তার বন্ধ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে।

এর জন্য অত্যন্ত গরীব ও বিপুল জন ভারাক্রান্ত বাংলাদেশকে কয়েকশত কোটি টাকার Transit Fee লাভের আশায় কয়েক হাজার কোটি টাকার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষা বাজেটের ধাক্কা সামলানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে হবে।

ভারতকে Transit সুবিধা দিলে বাংলাদেশে অপরাধ প্রবণতা মারাত্মক বৃদ্ধি ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির দেখা দিতে পারে। পরিবহনের সুযোগে ভারতের হাজার হাজার দাগী আসামী, পলাতক অপরাধী, আন্তঃ রাজ ডাকাত, দস্যু ও তস্করের দল পাইকারী দরে ঢুকতে থাকবে বাংলাদেশের নগরে বন্দরে আর গ্রামীণ জনপদে।

চোরাকারবারী আর মাদক ব্যবসায়ী ফেন্সিডিল, গাঁজা, চরস, হেরোইন, কোকেন সহ নানা ধরনের নেশা ও মাদক দ্রব্য আর নারী পাচারকারীরা মিশে যাবে ঘন বসতি পূর্ণ শহর বন্দরের স্থানীয় অপরাধী চক্রের মাঝে।

এভাবে খুব দ্রুতই খাল কেটে কুমীর আনার মতই অপরাধ, মাদকাসক্তি আর নানা মারাত্মক কাল ব্যাধি সারা সমাজকে ধ্বংস করে দিতে তৎপর হয়ে উঠবে। এই Transit এর প্রভাবে।

এমতাবস্থায় দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের স্বার্থেই দেশের বারো কোটি জনগণ ভারতকে Transit দেয়ার প্রস্তাব কোন ক্রমেই মেনে নেবে না।

www.pathagar.com

উপ-আঞ্চলিক জোট প্রসঙ্গ

মাননীয় স্পীকার! এবার আমি উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারত একটি পরাশক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করতে আগ্রহী। এবং সে জন্য তার প্রয়োজন পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে নিজের বলয়ে নিয়ে আসা। সেই লক্ষেই ভারত উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের কথা বলছে।

উপ-আঞ্চলিক জোট সাধারণ দৃষ্টিতে একটি নিতান্ত সহযোগিতামূলক চুক্তি হিসেবে প্রতিভাত হলেও এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রথমেই সার্কের বিলুপ্তি ও ক্রমে চুক্তিভূক্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রত্রয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং সিকিমের মত নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশ নামের ভারতের ৩টি নতুন প্রদেশের সৃষ্টি হবে।

এর ফলে একদিকে যেমন ভারত তার বহুদিনের লালিত, 'অখন্ড ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে অন্য দিকে সে সহজেই তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত বোন রাজ্য মালার স্বাধীনতাকামী জাতি গুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম কে পর্যুদস্ত করে তার রাষ্ট্রীয় অখন্ডতাকে নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

অন্যদিকে ভারত এ উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এশিয়ায় তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর চীনকে মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূমিজ পরিসরকে ইচ্ছে মত ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

মাননীয় স্পীকার ! আমার দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সুস্পষ্ট মত হচ্ছে ঃ

দেশের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত Transit ও উপ-আঞ্চলিক জোট ইস্যুতে সরকার যদি ভারতের আধিপত্যবাদী নীতির কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোন চুক্তিতে উপনীত হয়, তবে তা বাংলাদেশের দেশ প্রেমিক বীর জনতা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

সম্প্রতি সম্পাদিত অসম ও বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ পানি চুক্তিতে এমনিতেই জনগণ বিক্ষুব্ধ এরপর ভারতকে সাময়িক করিডোর প্রদান, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার অপচেষ্টা, চট্টগ্রাম বন্দর এবং কুতুবদিয়া দ্বীপ ভারতকে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান, পার্বত্য এলাকায় ভারতীয় মদদ পুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনীর দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী কোন চুক্তি সম্পাদন করা, ভারত থেকে বিদ্যুত আমদানী করে বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য তথা জনগণকে ভারতের কৃপায় ছেড়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হলে, তালপট্টিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের মত আধিপত্যবাদী কান্ড ঘটার পরেও কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে এভাবে নতজানু ভূমিকা পালন করতে থাকলে বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষ চুপ করে বসে থাকবে না।

স্বীয় অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নবী রাসুলগণ দারিদ্র বিমোচনে যে সফল ও সার্থক পরিকল্পনা দিয়েছেন তা তাদের মস্তিস্ক প্রসূত ছিলনা। তাঁরা মানবতার সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন অহীর মাধ্যমে।

মাননীয় স্পীকার, সমাজের এক শ্রেণীর লোক প্রচুর বিত্ত সম্পদ এবং বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে আর অপর অংশ অনাহারে অর্ধাহারে পশুর জীবন যাপন করবে তা চলতে পারে না তাই আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ- "আল্লাহ যে সব ধন সম্পদে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন তোমরা তা গরীবদের জন্য ব্যয় কর"।

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ আক্ষরিক অর্থে দরিদ্র দেশ নয়। আমাদের রয়েছে ভূ-সম্পদ, পানি সম্পদ, খনিজ, মৎস, গবাদি, বনজ, গ্যাস সম্পদ সর্বোপরি রয়েছে বিপুল জনশক্তি। এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশ আজ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কারনেই পরনির্ভরশীল। আমাদের সম্পদের অভাব নেই, আছে সৎচরিত্রবান নেতৃত্বের নিদারুন অভাব।

মাননীয় স্পীকার, দারিদ্র বিমোচনের জন্য অপচয় রোধ একটি পূর্বশর্ত, অথচ বাজেটের বাহান্ন পৃষ্ঠার বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মহোদয় অপচয় রোধের জন্য সুস্পষ্ট কোন নীতিমালা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন –

"অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং অপচয়কারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

অথচ জাতীয় জীবনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শিখা অনির্বান ও শিখা চিরন্তনের নামে জাতীয় সম্পদের মারাত্মক অপচয় করা হচ্ছে। আল্লাহ্ পাক নারাজ হয়েছেন, যার ফলে বাহাত্তর সালে এদেশে পাটের কপালে আগুন লেগেছিল আর এবার শির্ক ও অপচয়ের অপরাধে গ্যাসের কপালে আগুন লাগলো। মাগুরছড়া গ্যাস ফিল্ডে আগুন লেগে ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে গোটা জাতি আল্লাহর নেয়ামত থেকে মাহ্রুম হলো।

মাননীয় স্পীকার , ১৯৪৭ থেকে ৯৭ পর্যন্ত কত সরকার এলো কত সরকার গেলো জনগনের ভাগ্য বদলালো না। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে জনগণের কল্যাণ চাই তাহলে আমি বলব এই মহান সংসদের ৩৩০ জন সদস্যই পারেন দেশের চেহারা পাল্টে দিতে। জনগণকে সুখী সমৃদ্ধশালী নিরাপত্তাপূর্ণ ও ভীতিহীন সমাজ উপহার দিতে। সে জন্যে আমাদের যা করা দরকার তা হচ্ছে ঃ

পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের ফর্মূলা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা।

দেশ শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেন তারা যদি নিজেদরকে মুসলমান মনে করেন তাহলে আল্লাহ্-রাসুলের বিধান জানা তাদের জন্য ফরয। এবং সেই অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা অবশ্য কর্তব্য। চার দফা কাজ হচ্ছে ঃ

১। নামাজের মাধ্যমে চরিত্র গঠন

২। যাকাতের মাধ্যমে ইনসাফপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করা

www.pathagar.com

৩। কল্যাণমুলক কাজ চালু করা

৪। সকল প্রকার অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা

সরকারের জবাবদীহিতা শুধু জনগণের কাছে নয়, পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদেহীর অনুভূতিই বড় কথা

বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কোন বিকল্প নেই।

এই সংসদকে কার্যকর করার জন্য মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন এমন জীবিত–মৃত জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। কথায় কথায় নিজেদের নেতার প্রশংসা করে আকাশে উঠানো আর অন্যদের নেতার কুৎসা বলে ধরাশায়ী করার মত মূর্খতা সকলকে পরিহার করতে হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয় এই মহান সংসদে আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংসদে আলোচনা করার কোন মূল্য নেই। এতে অর্থ ও সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না।

অবহেলিত পিরোজপুর-নাজিরপুর-ইন্দুরকানী প্রসঙ্গ ঃ

মাননীয় স্পীকার, পরিশেষে আমি আমার এলাকার কিছু সমস্যার কথা এই মহান সংসদে তুলে ধরতে চাই।

১। (ক) নাজিরপুর দড়াটানা নদী থেকে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে ফসলহানি ঘটায়। সেখানে স্লুইস গেইট আশু প্রয়োজন (খ) নাজিরপুর জরাজীর্ন হাসপাতালটির সংস্কার (গ) নাজির পুর শহীদ জিয়া কলেজ সরকারী করণ।

২। ইন্দরকানী থানার কলারোন থেকে হুলারহাট পর্যন্ত নদীর তীরে বেড়ী বাঁধ একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় হাজার হাজার একর জমির ফসলহানি ঘটে বিরাট এলাকা দূর্ভিক্ষ কবলিত হবে।

৩। কলারোন থেকে হুলারহাট পর্যন্ত এলাকার ভূমিহীন ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা চাই।

৪। পিরোজপুরের সদর হাসপাতালটি আধুনিকায়ন একান্ত প্রয়োজন।

পিরোজপুরে একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণ শহরবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবী। এ দাবী পুরনে সরকারের নিকট আহবান জানাই।

৫। পিরোজপুরবাসীদের ঢাকা যাতায়াতের জন্য বি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করার দাবী জানাই, সেই সাথে পিরোজপুর, নাজিরপুর, মাটিভাঙ্গা পাটগাতী হয়ে মাগুরা ফেরীঘাট পর্যন্ত মহাসড়কটির সংস্কার ও প্রয়োজনীয় কালভার্ট ব্রিজ নির্মাণের জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষন করছি।

২৪ জুন '৯৭ সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে বলিষ্ঠ ও মজবুত পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে হবে

মাননীয় স্পীকার, আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল নীতি হওয়া উচিৎ সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়–হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মদীনার সনদ (Magna Charta) পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা এখানেই নিহিত।

পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ তথা মানব তৈরী কোন মতবাদই আজ পর্যন্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। পারেনি একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে।অর্থনৈতিক কারনে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক করতে হয়। শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থে পররাষ্ট্র নীতি– নির্ধারন করতে হয়। পৃথিবীতে বহু ক্ষুদ্র দেশ তাদের বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতির কারনে বিশ্ব–রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। বাংলাদেশকে বলিষ্ঠ ও মজবুত পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, ২১ বছর ধরে শুনে আসছি "নতজানু পররাষ্ট্রনীতি" এখন পর্যন্ত কারো জানু সোজা হল না, নতই রয়ে গেল। বর্তমানে আরো বেশী জোরে শোনা যাচ্ছে পত্র পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে– কারনগুলো হল–

১। ভারতের সাথে বাংলাদেশের– Big brother সুলভ আচরনে ফারাক্কার সমাধান হয়নি।

২। ভারতকে Transit দেয়া সংক্রান্ত আলোচনা আজকে বারো কোটি মানুষ উৎকণ্ঠিত।

৩। বিদ্যুতের Sector কে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে–

৪। তিন বিঘা করিডোর এর এখনও সমাধান হয় নি

৫। ৫৪টি নদীর উজানে উৎস মুখে ভারত কর্তৃক বাঁধ নির্মান

৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনী আছে কিন্তু এখনও সেখানে মানুষ শান্তিতে দিন যাপন করতে পারছে না।

মাননীয় স্পীকার–

আমরা প্রতিবেশীর সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। শান্তিতে থাকতে চাই। কিন্তু বিগ ব্রাদার সুলভ আচরন আমরা চাই না।

বাইরে আমাদের বন্ধু থাকবে– প্রভূ থাকবে না–

আমরা বন্ধু বাড়াতে চাই, শত্রু বাড়াতে চাই না।

পররাষ্ট্র নীতির আরো একটা উল্লেখযোগ্য দিক থাকতে হবে– পৃথিবীর যেখানেই হোক, যে রাষ্ট্রেই হোক– অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে হবে।

স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পক্ষে–আমাদের জোরালো বক্তব্য দিতে হবে। কাশ্মীর, চেচনিয়া,

www.pathagar.com

বসনিয়া, ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে পৃথিবীর যেখানেই জুলুম চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

মাননীয় স্পীকার–

পররাষ্ট্রনীতি স্পষ্ট করার জন্য এই সংসদে যে বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা হতে হবে– তা হল–

১। কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর জুলুমের বিরুদ্ধে ও তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের সমর্থনে সংসদে আলোচনা।

২। আন্তর্জাতিক নদী সম্পর্কে আলোচনা।

৩। NGO দের ভূমিকা আমাদের দেশে কি হওয়া উচিৎ তার আলোচনা।

৪। সার্কভুক্ত দেশ গুলোর সাথে সম্পর্ক কি হবে, এ বিষয়ে আলোচনা।

মাননীয় স্পীকার, এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারিত না হলে পররাষ্ট্রনীতি জাতির সামনে পরিস্কার হবে না।

পরিশেষে মাননীয় স্পীকার আমি বলতে চাই, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে মুসলিম বিশ্বের দেশ গুলোর সাথে আমাদের শীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

মুসলিম বিশ্বে সম্পর্কের অভাব নেই, জনশক্তির অভাব নেই, অভাব আছে ঐক্যের। তাই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে সেই কাংখিত ঐক্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশকে ভূমিকা পালন করতে হবে। আজকে Third World Order নামের যে শ্লোগান উঠেছে এ শ্লোগানের কর্নধার আমাদেরকেই হতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের সাথে শক্ত ও মজবুত সম্পর্ক গড়ে আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে "নত জানু" শব্দটির অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য আকুল আহবান জানাচ্ছি। দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারনের জন্য দাবী করছি।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার।

www.pathagar.com

অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চল প্রসঙ্গ ঃ

পদ্মা সেতু – রুপসা সেতু – খুলনা বিমান বন্দর

মাননীয় স্পীকার !

বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের জেলাগুলি বর্তমান সময় অবধি চরম অবহেলার শিকার। উত্তর বঙ্গের সাথে যোগাযোগের জন্য যমুনা সেতু নির্মিত হচ্ছে। এ নিয়ে অনেক রাজনীতি হয়েছে, হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু দক্ষিনাঞ্চলের ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের প্রাণের দাবী পদ্মা সেতু নির্মানের কোন অঙ্গীকার এ সরকার আজ অবধি করতে পারেন নি। এ ছাড়া ও রয়েছে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ মানুষের যাতায়াতের জন্য রূপসা নদীর উপর রূপসা সেতু নির্মাণের দাবী।

মাননীয় স্পীকার !

আমার মনে হয় রূপসা নদী দিয়ে যত মানুষ ও যানবাহন ফেরী পারাপার হয় বাংলাদেশের অন্য কোন ফেরী ঘাট দিয়ে এত মানুষ ফেরী পারাপার করে না। তাই অবিলম্বে রূপসা সেতু নির্মানের কাজ শুরু করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আর সাথে সাথে খুলনা বিভাগের মানুষের আরেকটি দাবী একটি বিমান বন্দর। মাননীয় সংসদ নেত্রী ও কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী সে অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং এতদঞ্চলের জনগণ ও সকল সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকে আমি উক্ত অঞ্চলে একটি অত্যাধুনিক বিমান বন্দর নির্মানেরও জোর দাবী জানাচ্ছি।

দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর চালনার গুরুত্বকে স্বীকার করে হলেও বর্তমান সরকার আমার এ দু'টি অনিবার্য দাবী মেনে নিয়ে দক্ষিনাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করবেন বলে আমি মনে করি।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার।

www.pathagar.com

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আলোচনা

দৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতি অবলম্বন করে দেশবাসীকে আস্বস্থ করুন

মাননীয় স্পীকার ঃ

রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি ঘটছে।

গত ১৪ই জুলাই রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১৩ জন আসামী পলায়নের বিরল ঘটনা প্রমান করে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে–

জেলখানা থেকে আসামী পলায়নের ঘটনা খুবই বিরল, আমার জানা মতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এবারই প্রথম জেল থেকে একটি সংঘবদ্ধ দূর্বৃত্ত চক্রের পলায়নের ঘটনা ঘটল।

এই ঘটনা সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক সমূহের সংবাদ ভাষ্যে প্রশাসনিক শৈথিল্য ও অব্যবস্থাকে দায়ী করে বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক অব্যবস্থার রন্ধ্রপথ ধরেই কারাবন্দী অপরাধীরা জেল থেকে পলায়নের এহেন দূঃসাহসিকতাপূর্ণ ও নাটকীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

এর চেয়ে বড়কথা হলো পলাতক আসামীদের মধ্যে হত্যা, ডাকাতি, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় দন্ডিত ও গুরুতর অপরাধের সাতে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে, যাদের মুক্ত চলাচল শান্তিকামী নিরীহ জনসাধারনের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি স্বরুপ।

মাননীয় স্পীকার , শেষ কথা জেল থেকে বন্দী পালানোর মত ঘটনার গুরুত্ব এবং এই প্রবনতার ভয়ঙ্কর পরিনতি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই–

তবে আশ্চর্যজনক ব্যপার হলো ঘটনা তদন্তে চিরাচরিত ধারনা মোতাবেক কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দন্ড মূলক ব্যবস্থা গ্রহন ও একান্ত বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হলেও তেরজন বন্দীর বিরাট বহর থেকে পুলিশ এ পর্যন্ত উল্লেখ যোগ্য কাউকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়নি।

এ ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রসাশনের লজ্জিত ও অনূশোচিত হওয়া উচিৎ।

মাননীয় স্পীকার , আমি মনে করি এখানে দুটি ব্যর্থতা দারুন করুনা ব্যঞ্জক একটি ব্যর্থতা কারাভ্যন্তরে নিরাপত্তা জনিত ব্যর্থতা অন্যটি জেল পলাতক বন্দীদের পাকড়াও করার ব্যর্থতা।

www.pathagar.com

তাই আইন শৃঙ্খলার সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ কেউই তার দায়িত্ব পালনের এ লজ্জাকর ব্যর্থতার দায়ভার এড়াতে পারেন না।

মাননীয় স্পীকার, জেল থেকে আসামী পালানোর ঘটনা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, লুট এবং সন্ত্রাসী ঘটনা অহরহ ঘটছে।

বিগত ২৫ দিনে সারা দেশে অন্ততঃ ৬০ টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। আহত হয়েছে কয়েক শত।

গত এক সপ্তাহের উল্লেখ যোগ্য ঘটনার মধ্যে রয়েছে ঃ

ঝিনাইদহে নৈশ কোচে ডাকাতি ১জন হেলপারের মৃত্যু ৪ লক্ষ্যাধিক টাকার মালামাল লুট, ১৩ই জুলাই চট্টগ্রামে ছিনতাই ডাকাতি ও ৩ লাখ টাকা লুট হয় ১৪ জুলাই কক্স বাজারে একটি আবাসিক হোটেলের মালিক-ম্যানেজার আহত করে লক্ষাধিক টাকা লুট হয়, সব মিলিয়ে আইন শৃঙ্খলা প্রশাসনের সার্বিক করুন যোগ্যতা ও হতাশা ব্যাঞ্জক দায়িত্ব পালনের নমূনা দেখে গোটা জাতি আজ উদ্বিগ্ন।

সুতরাং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে সরকার সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করে দূষ্টের দমন শিষ্টের পালন নীতি অবলম্বন করে দেশবাসীকে আস্বস্থ করবেন এই কামনা করছি। ✍

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার।

জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ

বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করুন

মাননীয় স্পীকার, বিগত সরকারের আমলে ১৯৯৪ সনে বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ নিম্নোক্ত দাবী দাওয়া নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন।

তাঁদের দাবীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবী ছিল, এক ঃ সরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও বেসরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ। দুই, বেসরকারী শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয় করণ। তিন ঃ চাকুরী শেষে পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান এবং চার ঃ দুই ঈদে বোনাস প্রদান।

দেশের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলীর উক্ত অনশন ধর্মঘট স্থলে উপস্থিত হয়ে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী অনশনরত শিক্ষকদেরকে কমলার রস খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন এই ওয়াদা করে যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে বেসরকারী শিক্ষকদের আর আন্দোলন করতে হবেনা।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার , সেদিনের বিরোধী দলীয় নেত্রী আজ দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ঐ সব সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর ঐ দাবী দাওয়া গুলো পুরণ করে সরকারী, বেসরকারী শিক্ষকদের আকাশচুম্বী বৈষম্য আজও দূর করা হয়নি।
বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ মাত্র ৮০% বেতন পান এবং পিওন থেকে শুরু করে অধ্যক্ষ পর্যন্ত মাত্র ১০০/- টাকা বাড়ী ভাড়া পান। ঈদ বোনাস পান না এবং অবসর কালে তাদের খালি হাতে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে হয়। কোন পেনশন বা অন্যকোন সুবিধানিদ তারা পাননা। ঐ মানবিক এবং একান্ত জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়টির প্রতি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার।

সংসদে উত্থাপিত বাংলাদেশে মদ ও জুয়া নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে আনীত মওলানা সাঈদীর বিল

জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বাংলাদেশে মদ, জুয়া, নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৯৬ প্রণয়ন কল্পে জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপন করেছেন। বিলটি নিম্নে বিবৃত হলোঃ-

যেহেতু বাংলাদেশে মদ ও জুয়া নিষিদ্ধকরণ সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তনঃ** (১) এই আইন মদ ও জুয়া (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "জুয়া" অর্থ সমাজ জীবনের নিরাপত্তা হানিকর এমন কোন খেলা যাহাতে মানুষ টাকার বিনিময়ে আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকে।

(খ)"মদ" অর্থ নেশার উৎসরুপে ব্যবহৃত হয় এমন যে কোন ধরনের পানীয় এবং দেশী মদ, দেশে প্রস্তুতকৃত বিলাতী মদ, গাজা, ভাং এবং ভাংগাছ হইতে প্রস্তুতকৃত যে কোন ধরণের পদার্থ ও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে।

www.pathagar.com

৩। **মদ পান, ইত্যাদি ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ ঃ** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, বাংলাদেশের অধিবাসীদের জন্য মদ পান, মদের ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ থাকিবে।

৪। **মদ পান, ইত্যাদির শাস্তি ঃ** কোন ব্যক্তি মদ পান করিলে, অন্যকে মদ পানে উদ্বুদ্ধ করিলে বা অন্য কোনভাবে মদের ব্যবহার করিলে বা ব্যবসা বা অন্য কোন কারণে মদের রক্ষণাবেক্ষণ করিলে, তিনি ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন বা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। **জুয়া খেলার শাস্তি ঃ** কোন ব্যক্তি কোন স্থানে জুয়া খেলিলে বা জুয়া খেলার আয়োজন করিলে বা অন্যকে জুয়া খেলার কাজে প্রলুব্ধ করিলে, তিনি ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন বা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬। **অপরাধ সংঘটনের সহায়তার শাস্তি ঃ** কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এবং ৫–এ উল্লিখিত অপরাধ সংঘটনে অন্যকে সহায়তা করিলে তিনিও উল্লিখিত ধারা দুইটিতে বর্ণিত দণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। **অপরাধ সংঘটনের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে বিধান ঃ** এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনকালে ব্যবহৃত সকল প্রকার মদ ও জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি তাৎক্ষনিকভাবে সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৮। **দন্ড প্রদানের ক্ষমতা, ইত্যাদি ঃ** (১) এই আইনের অধীন অপরাধ সমূহ প্রতিটি জেলার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) প্রতিটি জেলার জেলা ম্যজিষ্ট্রেট এই আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহার অধঃস্থন যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে, লিখিত আদেশ দ্বারা, ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

৯। **পরোয়ানা ব্যতিরেকে প্রবেশ, তল্লাশী ইত্যাদির ক্ষমতা ঃ** এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কোন প্রকার পরোয়ানা ব্যতিরিকে, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে–

(ক) যে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন ;

(খ) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাধা অপসারণের জন্য দরজা–জানালা ভাংগাসহ যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(গ) অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি আটক করিতে পারিবেন;

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা তাহার দেহ তল্লাশী করিতে পারিবেন;

www.pathagar.com

(৬) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছিল বা করিতেছে বলিয়া সন্দেহে আটক করিতে পারিবেন।

১০। **তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি ঃ** এই আইনের অধীন সকল পরোয়ানা, তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটক –এর ব্যাপারে Criminal Procedure Code, 1898 (Act V of 1898) –এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১১। **অপরাধ সমূহের আমলযোগ্যতা ঃ** এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognigible) হইবে।

১২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ** এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। **আইনের প্রাধান্য ঃ** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ–সম্বলিত বিবৃতি ঃ

বাংলাদেশের তরূণ ও যুব সমাজ আজ অবক্ষয়ের পথে। আধুনিকভাবে জীবনযাপনের জন্য এবং বেকারত্বের যন্ত্রণা নিরসনের জন্য এই যুব ও তরুণ সমাজ আজকাল বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি, তরল পানীয় ইত্যাদি গ্রহণ ও পান করে আসছে এবং ক্রমান্বয়ে নিজেদের জীবনের আয়ু কমিয়ে আনছে এবং সমাজকে শৃংখলা বিরোধী কাজ–কর্মের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে কিছু অসাধূ ব্যক্তি নিজেদের আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের ছলছুতায় টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলায় নিজেদেরকে মত্ত রাখছে আবার বিভিন্ন লটারীর ব্যবস্থা করে দেশের সরল ও ধর্মপ্রাণ কোটি কোটি মানুষের মনে নিদারুণ আঘাত হানার চেষ্টা করছে। এই সব মদ ব্যবহার, মদের রক্ষণাবেক্ষণ ও জুয়া খেলা একটি সমাজের তরুণ/যুবকদের জন্য মারাত্মক ও স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর এবং সমাজ আইন–শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার পরিপন্থী। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) এবং (২) এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে যে "আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজনীয় ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য এবং জুয়া খেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে অদ্যাবদি এই ধরনের নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত কোন নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয় নাই। বর্তমান সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেশে একটি সৎ ও কল্যাণময় সমাজ গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মদ ও জুয়া (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৯৬ প্রাণয়েনর উদ্দেশ্যে এই বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হইল।

সূত্র ঃ জাতীয় সংসদ প্রতিবেদন

www.pathagar.com

নানা অনিয়ম ও বিশৃংখলার কারনে পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা প্রসংগে

মাননীয় স্পীকার, সম্প্রতি বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝে নানা ধরনের হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দেশের আইন শৃংখলার অবনতি ঘটছে। অপর পক্ষে পুলিশ বাহিনীর বিশাল একটা অংশ কর্মক্ষম ও দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় দিন যাপন করছে। পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের হতাশার কারণ প্রমোশনের জট। পুলিশ কনসটেবলরা সর্বসাকুল্যে ১৬১৭ টাকা বেতন পায়। সে বেতনের টাকারও বিরাট অংশ প্রতিমাসে চাঁদা হিসেবে কর্তন করা হয়। প্রশিক্ষণ কালীন দেয় ভাতা ৩১২/- টাকা মাত্র। তাও তারা পাননা। অথচ সিপাহীদের এই টাকা উর্ধতন মহলের মাঝে ভাগাভাগী হয় বলে অভিযোগে প্রকাশ।

প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট যুক্ত হয় ৪৫ টাকা অথচ অন্যান্য চাকুরীজীবিরা এর চেয়ে অনেক বেশী পায়। বছরে একমাস ছুটি পাওয়ার কথা কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সারা বছরে দশদিনও ছুটি কাটাতে পারে না। এমনকি শুক্রবারও তারা ছুটি পায়না। সারারাত ডিউটি করলেও আবার দিনে ডিউটি করতে হয়। রেশনের মান এত বেশী খারাপ যা খাওয়ার যোগ্য নয়। অথচ রেশনের টাকা ঠিকই কেটে নেওয়া হয়। প্রতিবছর তিন সেট পোশাক পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু অনেকে দুই সেটও পায়না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করেন কিন্তু সামান্য কারনেও চাকুরীটা চলে যায়। আইন মোতাবেক কাজ করতে বলা হয়, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে কাজ করলেই চাকুরীর উপর চাপ পরে যা বদলি হতে হয়। শহরে যাতায়াত ভাতা বাবদ দেওয়া হয় মাত্র ২০ টাকা।

মাননীয় স্পীকার হাউজ বিল্ডিং ঋণ পাওয়ার আইন আছে কিন্তু পুলিশেরা দরখাস্ত করলে ১০/১২ বছরেও কোন সুবিধা তাদের কপালে হয়না। বছরে ছুটি কম থাকায় পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হতে না পারাসহ নানা মানসিক দ্বন্দ্বে পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্য মারাত্মক সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ বিষয়ে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সবিনয় দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর মওলানা সাঈদীর আলোচনা

প্রস্তাবিত বাজেটে গণমানুষের আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়নি

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাননীয় স্পীকার, ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া তাঁর বাহান্ন পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ বাজেট বক্তৃতায় রবী ঠাকুরের উদ্বৃতিসহ বিভিন্ন দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের মোট ১০টি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

আমি তাঁকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ দিতে পারতাম যদি তিনি বাহান্ন পৃষ্ঠার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে একবারও পবিত্র কুরআন হাদীস থেকে একটি উদ্বৃতিও পেশ করতে পারতেন।

মাননীয় স্পীকার , বিগত ২৫ বছরে এই সংসদে ২৫টি বাজেট এসেছে, আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে, পাশ হয়েছে; এবারও সেই গতানুগতিকতার ধারা বেয়ে বাজেট পেশ হয়েছে। আলোচনা সমালোচনার পর পাশও হয়ে যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবেনা।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে - এ বাজেট কি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে সক্ষম হবে?

অথচ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ-বসবাসের জন্য ঘর, লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র, খাদ্য-পানীয় শিক্ষা-চিকিৎসা এগুলো পাওয়াই মানুষের অধিকার। নাগরিকদের এসব মৌলিক প্রয়োজন মেটানো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

সেক্ষেত্রে বর্তমান বাজেট মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে একটি ব্যর্থ বাজেট। কারণ যে মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাদের অভাব পূরণের জন্য অর্থনৈতিক ইসলামী বিধান দিয়েছেন। কিন্তু এ বাজেটে আল্লাহ পাক ঘোষিত অর্থনৈতিক বিধানের একটি বর্ণও উচ্চারিত হয়নি।

জাকাত ও ওশরের মত অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিধানটি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রীর মুখ থেকে একটা কথাও উচ্চারিত হয়নি। তিনি এ বিষয়টি বেমালুম পাশ কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, কিয়ামতের দিন তিনি ও তাঁর সরকার আল্লাহ্ পাকের দরবারে জবাবদিহী থেকে অবশ্যই পাশ কাটাতে পারবেননা।

www.pathagar.com

কারণ, অর্থমন্ত্রী আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি ছেড়ে দিয়ে সমগ্র বাজেট জুড়ে পুঁজিবাদী শোষনের জঘন্যতম হাতিয়ার; আল্লাহ্র হারামকৃত সুদের অংক কষে তা জাতির ঘাড়ে চাপিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক সুদের অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করুণ।

মাননীয় স্পীকার

ইসলাম প্রচলিত অর্থে অন্যান্য ধর্মের মত অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়, কিংবা কতগুলো Customs & Tradition এর সমষ্টিও নয়। ইসলামের রয়েছে নিজস্ব তাহযীব-তমদ্দুন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি।

মাননীয় স্পীকার

আপনি জানেন মাছের পচনক্রিয়া শুরু হয় তার মাথা থেকে অনুরূপভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের পচনক্রিয়া শুরু হয় বিভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতা ও এক শ্রেনীর নষ্ট বুদ্ধিজীবিদের মস্তিস্ক হতে।

এই শ্রেনীর লোকেরাই প্রচার করে থাকেন ধর্ম ও অর্থনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। তাদের মতে "ধর্ম হচ্ছে জীবনের নৈতিক বিধান আর অর্থনীতি হচ্ছে নৈতিক মূল্য বিবর্জিত বিশ্লেষন বিজ্ঞান।"

আসল সত্য হলো, ইসলাম হচ্ছে মানুষের গোটা জীবনের জন্য বিস্তৃত Scheme বা পরিকল্পনা। যাকে বলা যায় Complete Code of Life. জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এখানেই রয়েছে।

মাননীয় স্পীকার এবার আমি ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে চাই। বিপুল করের বোঝায় ভারাক্রান্ত আওয়ামীলীগ সরকার তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বাজেট জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সরকার এখনও নয়া করের পরিমান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেনি বটে কিন্তু কর যেভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাজেটের নয়া করের পরিমাণ দেড় হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

মাননীয় স্পীকার বাজেট বস্তুতঃ একটি জটিল Subject. কিন্তু তা বোঝা আরও কষ্টকর হয়ে ওঠে যদি বাজেটের পরিসংখ্যানগুলো উল্লেখ করার ক্ষেত্রে চাতুরী ও লুকোচুরির আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। বর্তমান বাজেটে আসলে সেটাই করা হয়েছে।

যেমন চলতি অর্থ বছরের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়েছে ৫.৭ ভাগ। এটা বস্তুত অন্যান্য সব সেক্টরের প্রবৃদ্ধির গড় হিসাব। কিন্তু অর্থ মন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় অন্যান্য খাতের প্রবৃদ্ধির বিস্তারিত হিসাব দেননি।

আর তাছাড়া আগামী অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির হার কত নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় নেই। অথচ এটা বাজেট বক্তৃতার একটি অপরিহার্য বিষয়।

চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে আভ্যন্তরীন সম্পদের পরিমাণ ধার্য করা

www.pathagar.com

হয়েছিল ৪৭ শতাংশ। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে কিনা তা অর্থমন্ত্রী বলেননি। তাই এটা ধরেই নেয়া যায় যে, সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি বলেই অর্থমন্ত্রী এ ক্ষেত্রে নিরব থেকেছেন।

মাননীয় স্পীকার চলতি অর্থ বছরে দেশের পরিস্থিতি শান্ত এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য ছিল অনুকূল, তারপরও সরকার কেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলেননা? সে প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় নেই।

চলতি বছরে সরকার প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এই ঋণের সঠিক পরিমাণ কত এবং কেন সরকারকে এই ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে সে কথা কিন্তু অর্থ মন্ত্রীর ভাষনে নেই।

শেয়ার বাজার নিয়ে যে তুমুলকান্ড হয়ে গেল সে সম্পর্কেও অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বিস্তারিত কিছু বলেননি।

মাননীয় স্পীকার এবার আমি বাজেটের বড় ধরণের কয়েকটি ত্রুটির কথা আলোচনা করতে চাই।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি ও টিফিন প্রদানের যে ঘোষণা সরকার দিয়েছেন তাতে কম পক্ষে ২০০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে। কিন্তু বাজেটে এখাতে মাত্র ৭০০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। বাকী অর্থ কোথেকে আসবে তার কোন উল্লেখ নেই। এখানে সুস্পষ্ট যে, রাজস্ব আয় থেকেই তা খরচ করা হবে। ফলে আগামী অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বাড়তি ব্যয় দেখাতে হবে।

সুতরাং বলা যায় এসব ক্ষেত্রে সরকারের স্বচ্ছতা প্রতিফলিত হয়নি। তাছাড়া অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় যে শতকরা ৫.৭ ভাগ প্রবৃদ্ধির কথা বলেছেন তার রহস্য ভিন্ন। তা হচ্ছে এ বছর কৃষিতে বাম্পার ফলন হওয়ায় এ প্রবৃদ্ধি আর্জিত হয়েছে। এ বাম্পার ফলন আল্লাহ পাকের মেহেরবানী। এতে সরকারের কোন কৃতিত্ব নেই।

সুতরাং এ সব ব্যপারে কথা বলে নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশ করা নিরর্থক।

সেদিনকার শিক্ষা মন্ত্রীর ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছাস সম্পর্কিত বক্তব্য

মাননীয় স্পীকার গত দুই দশক ধরে বাজেট প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ যা বলেছে ক্ষমতায় গিয়ে করছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কর ধার্য, সারচার্জ, ভ্যাট সম্প্রসারণ ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার তার অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত ঠিকই করেছেন।

কিন্তু বেশীরভাগ গরীব মানুষের রুটি-রুজী ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস এ বাজেটে নেই। সাবান ও রাবারের চপ্পলের মত নিত্য প্রয়োজনীয় ছোটখাট দ্রব্যাদিও ভ্যাট ও করের আওতামুক্ত হতে পারেনি, এটা জাতির জন্য দূর্ভাগ্যজনক। দেশের খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছার জন্য কৃষকদেরকে সহজ শর্তে সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান এবং কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। অথচ সরকার অস্বাভাবিকভাবে সারের মূল্য বৃদ্ধি করে কৃষকদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে সারের মূল্য বৃদ্ধির সরকারী যুক্তি হলোঃ যেহেতু সারের মূল্য কম

www.pathagar.com

হলে তা ভারতে পাচার হয়ে যাবে, তাই সারের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাচার বন্ধ করতে ব্যর্থ সরকার 'যদি ঐ যুক্তি দিয়ে সব জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে দেয় তাহলে দেশের জনগণ বাঁচবে কিভাবে মাননীয় স্পীকার?

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড

মাননীয় স্পীকার, 'শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড।' এ ব্যাপারে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার মাধ্যমে জাতিকে জানাতে চাই। দেশের প্রায় সকল মহলের ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সরকার ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের আলোকে শিক্ষানীতি প্রনয়ণ সমাপ্তির পথে নিয়ে এসেছেন।

সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ণ কল্পে ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী মরহুম শেখ মজিবুর রহমান সাহেব এর উদ্বোধনী ভাষণে ধর্ম নিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশনকে সুপারিশ মালা প্রনয়নের নির্দেশ দেন।

উক্ত কমিশনের সকল সদস্য ১৯৭৩ সনের জানুয়ারী মাসে দীর্ঘ মাসাধিক কাল দিল্লী অবস্থান করে ভারতীয় মুরুব্বীদের পরামর্শ মোতাবেক সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে রিপোর্ট তৈরী করেন তা একই সনের জুন মাসে চূড়ান্ত রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অবহেলা

মাননীয় স্পীকার ,এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মাদ্রাসা শিক্ষার বিলোপ সাধন করা। কারণ ৩ শতাধিক পৃষ্ঠার ঐ রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে মাত্র ১ টি পৃষ্ঠা খরচ করা হয়েছে। এবং তা টোল শিক্ষার পর্যায়ভূক্ত করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে ১ম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ভাষা বা ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবেনা। অবশ্য নবম ও দশম শ্রেনীতে ধর্ম শিক্ষা ঐচ্ছিক দুটি পিরিয়ড থাকবে বলে কমিশন ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট করুনা করেছেন।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি

বিগত ১১ জুন জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রনয়ণ কমিটি সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের এক পর্যায়ে কমিটির সদস্য বুয়েটের শিক্ষক ডঃ আলী আসগর বলেছেন, 'ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন নেই, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। দরকার হলে পারিবারিকভাবে মা বাবার কাছে শিখবে, শিক্ষাঙ্গনে ধর্ম শিক্ষার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই, যারা ধর্ম শিক্ষা করে তারা মানুষ হত্যা করে' ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অসত্য, অনৈতিকতা, সমকামিতা, হত্যা-ধর্ষন, চুরি-ডাকাতি ও চাঁদাবাজিসহ সকল প্রকার অন্যায় কাজের মোকাবেলায় সৎ-সততা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ন্যায়নিষ্ঠা, পরোপকার ও মানুষের জানমাল, ইজ্জত আব্রুর যতটুকুন অবশিষ্ট আছে তা অবশ্যই এই ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবেই টিকে আছে।

অথচ এই সার্বজনীন ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করার জন্য আলী আসগর সাহেবরা ধর্ম সম্পর্কে অবমাননাকর, আপত্তিকর অশালীন ও উস্কানীমূলক বক্তব্য রেখেছেন। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ আলী আসগর সবচাইতে মারাত্মক বেয়াদবীপূর্ণ যে কথাটি বলেছেন তা হচ্ছে 'আরব দেশে মুহাম্মদ নাম দিলে সারা বিশ্ব তাকে সন্ত্রাসী মনে করে'।

মাননীয় স্পীকার, বিশাল ঐ আকাশ, বিস্তীর্ন এই যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র-মহাসমুদ্র, জ্বীন-ইনসানসহ গোটা সৃষ্ট জগত আল্লাহ পাক যাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন সেই পবিত্র নাম আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় "মুহাম্মদ" (সাঃ) এর নামের সাথে 'সন্ত্রাসী' শব্দ জুড়ে দিয়ে মুরতাদ আজগর আলীরা বাংলাদেশের ১১ কোটি মুসলমানদের কলিজায় আঘাত হেনেছে।

গোটা জাতি আজ বিক্ষুব্ধ স্থম্ভিত। এ কারণে যে, দেশের বর্ষীয়ান শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতেই ধর্ম, আরবী ভাষা ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আসগর আলী সাহেবরা এই রকম বেয়াদবী করে যাচ্ছিলো অবলীলাক্রমে আর শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন রহস্যজনকভাবে নীরব।

মাননীয় স্পীকার, দেশবাসীর দাবী হচ্ছেঃ এ মহান সংসদে ব্লাসফেমী ধরনের আইন পাশ করে এসব ধর্ম বিদ্বেষী নাস্তিক মুরতাদ জ্ঞান পাপীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক

শিক্ষানীতি কমিটি পুনঃগঠন

আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমার প্রশ্ন - জাতীয় শিক্ষানীতির মত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কমিটি গঠন করতে গিয়ে অযোগ্য, অনভিজ্ঞ, বিকৃত চিন্তার, দায়ীত্বজ্ঞানহীন, ধর্ম বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত কয়েকজন শিক্ষক এবং ভারতের টাকায় প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক তিনি কেন বেছে নিলেন? দেশ বরেন্য বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ডঃ এম এ বারী, ডঃ সৈয়দ আশ্রাফ আলী, ডঃ কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, খতীব মওলানা ওবায়দুল হক, শায়খুল হাদীস মাওলানা আযিযুল হক, মওলানা মুহীউদ্দীন খান, মওলানা সাইয়েদ কামাল উদ্দীন জাফরী সর্বজন শ্রদ্ধেয় এসব শিক্ষাবিদদের নাম কমিটিতে জায়গা হলোনা কেন? আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট তা জানতে চাই। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে – "বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য"। অথচ মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন, আমাদের বর্তমান সংবিধানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্থান নেই, বরং যে জাতীয়তাবাদের স্থান আছে তা হচ্ছে বাংলাদেশী 'জাতীয়বাদ'।

www.pathagar.com

আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আমাদের সকল প্রেরনার উৎস এবং সংবিধানের মুখবন্ধে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' সংযোজিত হবার পর ধর্ম নিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধ ও গুনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বলিত ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন দেশের সংবিধান লঙ্ঘণের শামিল। সুতরাং ধর্মহীন ও ধর্ম বিদ্বেষী এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট জাতি কোন অবস্থাতেই মেনে নেবে না।

মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি বিমাতা সুলভ আচরণ

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি ১৯৯৬-'৯৭ অর্থ বছরে বিমাতা সুলভ আচরন করা হয়েছিল। ১৯৯৭-'৯৮ এর বাজেটেও তাই করা হলো।

বিগত বি এন পি সরকার তার আমলের শেষ দিকে ২৯৩ টি মাদ্রাসাকে সরকারী অনুদান দেয়ার জন্য লিষ্টভূক্ত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকার ঐ ২৯৩টি মাদ্রাসা বাদ দিয়ে নতুন ৮৯৬ টি প্রতিষ্ঠানকে M P O ভুক্ত করলেন। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও M P O ভুক্ত করা হোক আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু পুরানো ২৯৩টি মাদ্রাসা কি ক্ষতি করলো? ঐ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ বর্তমানে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের উদারনীতি কামনা করছি। কারণ কার্পন্যতা, সংকীর্নতা ও হীনমন্যতা একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অবশ্যই দূর্ভাগ্যজনক।

শুধু মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে তাই নয়। বরং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। যেমন ঃ দাখিল ও আলিমকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সমমান দেয়া হয়েছে কিন্তু ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান দেয়া হয়নি। ফলে মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীরা বি সি এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সহ সকল সুযোগ হারাচ্ছে।

এমনকি টিভিতে ছাত্রদের যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হয় সেখানেও মাদ্রাসা ছাত্রদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি সরকারের এহেন মানসিকতার আমি পরিবর্তন কামনা করছি।

মাননীয় স্পীকার, ইদানিংকালে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি নামক পরজীবিরা বক্তৃতা ও বিবৃতিতে বলছেন – 'আমাদের মত ছোট দেশের জন্য এতবড় সামরিক বাহিনী পোষার কোন প্রয়োজন নেই, তাই সামরিক খাতে বাজেট বরাদ্ধ কমিয়ে দেয়া হোক'।

সামরিক বাহিনী

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই দেশটি তিন দিক থেকে এমন একটি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত যারা আমাদের সাথে বন্ধুত্বের প্রশ্নে উত্তীর্ণ নয়। সুতরাং তথাকথিত

www.pathagar.com

এসব বুদ্ধিজীবিদের ভারতের পক্ষে ওকালতী ধরণের বক্তব্য অবশ্যই পরিতাজ্য।
আমাদের দেশ প্রেমিক সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী ও বি, ডি, আর গোটা জাতির অহংকার। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থেই সামরিক খাতে বরাদ্ধ বাড়াতে হবে। সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণ তথা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম

প্রসঙ্গক্রমে আমি আরও বলতে চাই, ভারতের আবদার অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোনক্রমেই সেনা প্রত্যাহার করা চলবেনা। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ, তাদের সম্পদ সর্বোপরি ঐ এলাকার সীমান্ত হেফাজতের জন্য সেনাবাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুন বাড়াতে হবে।

পুলিশের বেতন

মাননীয় স্পীকার, পুলিশ বাহিনীর খাতে যে বরাদ্ধ রাখা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। সাধারণ পুলিশ সিপাহীরা মাসিক বেতন যা পান তা তাদের দিবা রাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের তুলনায় রীতিমত অমানবিক।
সুতরাং পুলিশের সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য বেতন ভাতা ও বোনাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনী খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হোক। সেই সাথে আমি আরও বলতে চাই যে, বাজেটে সরকারী কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশনের ঘোষণা করা হলেও দেশের খেটে খাওয়া শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন করা হয়নি। সুতরাং শ্রমিকদের জন্য মুজুরী কমিশন গঠন করা হোক।

দারিদ্র বিমোচন

এবার আমি দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। দারিদ্র দূরীকরণে যে ধরণের ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া দরকার ছিল বাজেটে তার চিহ্নমাত্র নেই। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, প্রতি ওয়ার্ডে ১০ জনকে ১০০ টাকা করে ভাতা, শিক্ষার জন্য খাদ্য ও এনজিও তৎপরতা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের ভয়াবহ দারিদ্র সমস্যা দূর করা যাবেনা।
দারিদ্র কোন নতুন জিনিস নয়, আবহমান কাল থেকেই পৃথিবীতে মানুষ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আছে। শ্রেণী দুটো হচ্ছে ঃ-ধনী ও দরিদ্র।
কিন্তু মানবতার অর্থনৈতিক কল্যাণ, গরীব ও দুঃখী মানুষের কল্যাণ সাধনে আসমানী বিধান ইসলাম অধিকতর বলিষ্ঠ ও গভীর প্রভাবশালী অবদান রেখেছে।
যুগে যুগে মানুষ তার নিজস্ব চিন্তা দিয়ে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিনারা করতে পারেনি। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানুষকে বঞ্চনা ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেনি।

www.pathagar.com

ইহুদী কুচক্রী মহলের বিরুদ্ধে সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিন্দা প্রস্তাব

ইহুদী কুচক্রী মহল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও পবিত্র কোরআন শরীফ সম্পর্কে যে জঘন্য ও কুরুচিপূর্ণ পোস্টার প্রকাশ ও প্রচার করেছিল তার প্রতিবাদে জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপ নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকল দলকে দলমত নির্বিশেষে মিলিত হয়ে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহনের আহবান জানান। তার পরক্ষণেই জাতীয় পার্টির হুইপ ডঃ ফযলে রাব্বী মওলানা সাঈদীর প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখার পর সরকারী দল ও বি এন পি বিষয়টি নীতিগতভাবে মেনে নেয়ার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। স্পীকার তখন সকল সংসদ সদস্যগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন প্রত্যেক দল থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে মাগরিব এর বিরতিতে আমার কক্ষে বৈঠক হবে। যে বৈঠকে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। উক্ত বৈঠকে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও কাজী শামসুর রহমান এমপি। বৈঠকে যে নিন্দা প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় তাই পরবর্তীতে সংসদ বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। নিন্দা প্রস্তাবটি নীচে তুলে ধরা হল।

"ইহুদী কুচক্রী মহল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং পবিত্র কোরান শরীফ সম্পর্কে যে জঘন্য, কুরুচিপূর্ণ এবং অবমাননাকর পোষ্টার প্রকাশ ও প্রচার করেছে এই সংসদ কঠোরতম ভাষায় তার নিন্দা এবং এ ব্যাপারে ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে। এই হীন ও চক্রান্তমূলক আচরণ কেবলমাত্র বাংলাদেশ সহ বিশ্বের মুলসমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিতেই প্রচন্ড আঘাত করেনি বরং সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করেছে। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল মুসলমান এই ধরনের ঘৃন্য চক্রান্তকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে। এই সংসদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী চক্রের সুসংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষের প্রতি আহবান জানাচ্ছে এবং এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য জোর দাবী জানাচ্ছে।

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান প্রচেষ্টা ধুলিস্যাৎ করার জন্য এ ধরনের একটি ঘৃণ্য চক্রান্ত করা হয়েছে বলে এই সংসদ মনে করছে। তাই এই সংসদ এই ধরনের অশুভ প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের

www.pathagar.com

অপপ্রয়াস চালানো থেকে বিরত থাকার জন্য সকল অশুভ মহলকে হুশিয়ার করে দিচ্ছে। এই সংসদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করছে যে, বাংলাদেশ প্যালেষ্টাইনীদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ এবং একটি স্বাধীন প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে সব সময়ই দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে আসছে। এই সংসদ মনে করে যে, জেরুজালেমকে রাজধানী করে প্যালেষ্টাইনীদের নিজস্ব ভূখন্ডে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান। এ লক্ষ্যে এবং ইসলাম ও প্যালেষ্টাইনের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ও জঘন্য তৎপরতা বন্ধে ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য সমগ্র বিশ্বের জনগণের প্রতি, সকল রাষ্ট্র ও সরকার, দল, গ্রুপ, সংস্থার জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং ও আই সির প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে"।

সূত্র ঃ জাতীয় সংসদ প্রতিবেদন

পিরোজপুরের ইন্দুরকানীকে পূর্নাঙ্গ থানায় রূপান্তরের দাবী

মাননীয় স্পীকার বিগত একটি বছর ধরে এই মহান সংসদে বিভিন্ন বিধিতে আমার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর জেলাধীন ইন্দুরকানী থানাটিকে ১২ বছর পূর্বের অবস্থায় পূর্ণাংগ প্রশাসনিক থানা হিসেবে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের নিকট বহুবার দাবী উত্থাপন করেছি।

পিরোজপুর জেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন ৩ দিক থেকে নদী বেষ্টিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও এলাকাবাসীর প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ১৯৭৬ সনে তৎকালীন সরকার ইন্দুরকানীতে একটি 'জল থানা' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অনুন্নত ও অবহেলিত ইন্দুরকানী থানাবাসীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ৬ জানুয়ারী ১৯৭৯ তারিখে সরকার ইন্দুরকানীকে একটি পূর্ণাংগ থানা হিসেবে ঘোষণা করেন।

সরকারের গেজেট অনুযায়ী এখানে সার্কেল অফিসার উন্নয়ন ও রাজস্ব, শিক্ষা অফিসার, কৃষি অফিসার ও থানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার সহ থানার অন্যান্য সকল অফিসারের পোষ্টিং ও অফিস স্থাপিত হয় এবং তা ১৯৮৩ পর্যন্ত কার্যরত থাকে।

পরে বাংলাদেশের সকল থানাগুলোকে যখন উপজেলা করা হয় তখন ইন্দুরকানী থানায় ইউ, এন, ও পোষ্ট না দেয়ার কারণে থানার সংশ্লিষ্ট অফিসারদের পিরোজপুর সদর উপজেলায় নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্তমানে ইন্দুরকানী থানায় পূর্ণাংঙ্গ থানার ফোর্স রয়েছে। এখানে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ওয়ারলেস, টাওয়ার, কলেজ, বয়েজ হাই স্কুল, গার্লস হাই স্কুল সহ সকল তফসিলী ব্যাংকের শাখা এবং বড় ধরনের একটি বাজার রয়েছে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর নতুন কোন দাবী নেই। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত এই থানাটিতে একজন নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হোক। এই জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মহোদয়ের সবিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং থানাটিকে ১২ বছর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি। ✍

সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ গত ০১.৮.৯৬ইং তারিখে বৈধ কাগজ পত্রের অভাবের কারণে ৭৩জন বাংলাদেশী নাগরিককে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়নি। ১৯ জন নারী ও শিশুকে ফিরতি ফ্লাইটে করাচী পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সে ১৯ জন বাংলাদেশীর ভাগ্যেল কি হয়েছে তা আমরা জানিনা। অবশিষ্টদের ট্রানজিট লাউঞ্জে রাখা হয়েছে। এদের নাকি পরবর্তী ফ্লাইটে আবার পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা বাংলাদেশী। তদুপরি উর্ধ্বতন সরকারী মহলের চাপের মুখে এদের প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। ইতিপূর্বে গত ১৩ই নভেম্বর '৯৫ পাকিস্তান ফেরত ১২৫ জন বাংলাদেশীকে বিমান বন্দরে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং ১১ই নভেম্বর '৯৫ ১৬৩ জনকে গ্রেফতার করে। আমার দেশের নাগরিকরা বিদেশের জেলে নিগৃহীত হচ্ছে, প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরলেও ঢুকতে পারছেনা। এই সমস্ত ভাগ্যাহত মানুষের বিষয়টি জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ✍

www.pathagar.com

পিরোজপুরের কচা নদীর তীরে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করুন

জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় গ্রুপের নেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর -১ আসনের অন্তর্গত হুলারহাট থেকে পাড়েরহাট, ইন্দুরকানী থেকে চণ্ডীপুর, বালিপাড়া হয়ে কলারোন পর্যন্ত কচা নদীর তীরে ভেড়িবাঁধ নির্মাণের দাবী জানিয়েছেন।

জাতীয় সংসদে পানি সম্পদমন্ত্রীর প্রতি এক মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশের ওপর বক্তব্য পেশকালে উপরোক্ত দাবী জানিয়ে মওলানা সাঈদী বলেন, উল্লেখিত এলাকায় লাখ লাখ মানুষ নদী তীরে বসবাস করে। তিনি বলেন, এলাকার হাজার হাজার একর আবাদী জমির ফসল রক্ষার জন্য সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পূর্বে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে জলোচ্ছাস, জোয়ারের পানির স্রোত ও বিভিন্ন কারণে ঐ ভেড়িবাঁধটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিছু এলাকা বাদে পুরো এলাকাতেই লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট করে লাখ লাখ খেটে খাওয়া মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। সুতরাং এ অঞ্চলে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। হুলারহাট থেকে পাড়েরহাট ও ইন্দুরকানী থেকে চণ্ডীপুর পর্যন্ত ভেড়িবাঁধ এ বছর করা না হলে উক্ত অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি ঐ এলাকার নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীনদের ত্রাণ ও পুর্ণবাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উত্থাপিত 'মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করণ বিল প্রসঙ্গে

মাননীয় স্পীকার, গণতান্ত্রিক আচার আচরনের মূল কেন্দ্র হচ্ছে এই সংসদ। সেই সংসদে যদি গণতান্ত্রিক আচরণ ব্যাহত হয় তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত এ দেশে কি হবে তা ভেবে আমি শংকিত হচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় পরমৎসহিষ্ণুতা, উদারতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা তাহলে সংসদে কি তা পালন হচ্ছে?

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার, আপনি এখানে কাকে কথা বলতে দেবেন কাকে বলতে দেবেন না সেটা আপনার এখতিয়ার। এখানে আমি যখন কথা বলতে দাঁড়িয়েছি তখন ট্রেজারী বেঞ্চের কয়েকজন মাননীয় সদস্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই সবরকমের শিষ্টাচারের সীমা লংঘন করে কথা বলেছেন। এভাবে অন্যের বক্তব্যে বাঁধা দেওয়া এটি কোন দেশী গণতন্ত্র? গণতন্ত্র হচ্ছে প্রত্যেকে তাঁর স্বাধীন বক্তব্য পেশ করবে। আমি কথা বলতে গেলে আমার বক্তব্যের সাথে সকলকে একমত হতে হবে এর কোন যুক্তি নেই। আমার কথা যদি কারও পছন্দ না হয় তবে, তিনি পরে যুক্তির মাধ্যমে আমার বক্তব্য খন্ডন করবেন। এই সংসদে আজ প্রধান বিরোধীদল উপস্থিত নেই। যদি এভাবে গণতান্ত্রিক চেষ্টা ব্যাহত হতে থাকে তাহলে সরকারকে একটা লেংড়া সংসদ চালাতে হবে। সম্পূর্ণ সংসদ চালাতে পারবে না। আজকে আমি পয়েন্ট অব অর্ডারে যে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই সংসদে বেসরকারী সদস্যদের বিলগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ায় এর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমার জানামতে এই সংসদ গঠিত হওয়ার পর এ যাবত মোট ২২টি বেসরকারী বিল জমা পড়েছে। তারমধ্যে মাত্র ৪টি এই সংসদ কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকী ১৮টি বিলের মধ্যে আমার ও একটি বিল আছে। যা আমি ৭ম সংসদের ৩য় অধিবেশনে, 'বাংলাদেশ মদ জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিল ১৯৯৭' শিরোনামে উত্থাপণ করেছিলাম। বিলটির ভাগ্য সম্পর্কে গত ৭ মাসের মধ্যে আমি কিছুই জানতে পারিনি।

মাননীয় স্পীকার, আমার জানামতে ভারতসহ বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশে বেসরকারী সদস্যদের বিলগুলি সরকারী বিলের মতই গুরুত্ব পায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরও বাংলাদেশের সংসদে এখনও পর্যন্ত বেসরকারী সদস্যদের বিল তেমন গুরুত্ব পায়নি।

মাননীয় স্পীকার, এ যাবত এই সংসদে কোন বেসরকারী বিল পাসের নজির স্থাপন হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই ব্যাপারে আমি সরকারের উদার দৃষ্টিভংগি কামনা করছি। এবং আমার উত্থাপিত মদ, জুয়া নিষিদ্ধকরণ বিলটির ভাগ্য সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি। ✍ সূত্র ঃ বাংলাদেশ বেতার

সংসদে মাওলানা সাঈদীর সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

প্রতি ইউনিয়নে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের দাবী

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশের প্রতিটা ইউনিয়নে একটি করে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আমি এই মহান সংসদে এ জন্যে উত্থাপন করছি যে, একটি সরকারের

www.pathagar.com

প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে দেশের জনগণের জীবন, সম্পদ ও নারীর ইজ্জত আব্রুর হেফাযত করা। সম্ভবত ঃ দেশের জন সংখ্যার আনুপাতিক হারে পুলিশের সংখ্যা কম থাকার কারনে বিগত সতেরো মাসে দেশ ব্যাপী জনগণের ধন সম্পদ ও নারীর ইজ্জত রক্ষার ক্ষেত্রে সরকার বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, প্রতি ইউনিয়নে একটি করে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প কেন চাই এ সম্পর্কে আমি এখন আপনাকে দেশের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় পত্রিকার মাত্র কয়েকটি হেড লাইন পড়ে শোনাতে চাই।

◆ *পুলিশ দফতরে অপরাধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভা–*
গত এপ্রিল মাসে ৫ হাজার ১২১টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে খুন ধর্ষণ ডাকাতি হয়েছে ৭০৩টি। দৈনিক বাংলা - ২৭/৫/৯৭

◆ *সংসদে পশ্নোত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঃ ৬ মাসে সারা দেশে ১৩৭৯টি হত্যা ও ১৯৮৬টি নারী নির্যাতন হয়েছে।* দৈনিক মিল্লাত–২১/১/৯৭

◆ *১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে দেশে ২৯৭৪টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, এর মধ্যে ৪৭৮টি ধর্ষণ, ৫শ'টি এসিড নিক্ষেপ।* – দৈনিক সংবাদ – ৭/৬/৯৭

◆ *প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ পুলিশের বিশেষ প্রতিবেদন – আওয়ামী লীগের ৯ মাসে খুন, ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে সাড়ে ২৫ হাজার।* দৈঃ দিনকাল -২৬/৪/৯৭

◆ *লক্ষীপুর জেলায় ১৪ মাসে ৩৪টি হত্যাকান্ড ঘটেছে।* দৈনিক ইনকিলাব -৭/১০/৯৭

◆ *গত এক বছরে ১৩৬৩ মহিলা ধর্ষিতা।* দৈনিক জনকণ্ঠ –২৪/৮/৯৭

◆ *সারা দেশে বিগত ৩ মাসে খুন ৪৩৮, ধর্ষন ২১৮, ডাকাতি ২৩৮* –১৭/১০/৯৭ দৈঃ বাংলা বাজার

◆ *মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট ৩ মাসে পুলিশ হেফাজতে ৯ ব্যক্তির মৃত্যু* -দৈনিক ইনকিলাব – ১৫/১০/৯৭

◆ *বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের রিপোর্ট – বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যা সন্ত্রাস বৃদ্ধি ঃ মানবাধিকার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি* - ৩/১/৯৭ দৈনিক সংগ্রাম

◆ *বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতেরর কেন্দ্রীয় রিপোর্ট প্রকাশ–*
আওয়ামী শাসনামলে রাজনৈতিক সন্ত্রাস খুন ৬ মানবাধিকার লংঘনের পরিস্থিতি ভয়াবহ । দৈঃ ইনকিলাব - ২/১/৯৭

মাননীয় স্পীকার, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার এসব লোমহর্ষক সংবাদ অনুযায়ী একথা প্রমানিত হয় যে, সরকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে জন্যে আমার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে পুলিশের সংখ্যা দ্বিগুন বাড়াতে হবে।
শুধু পুলিশের সংখ্যা বাড়ালেই চলবেনা তাদের অপরাধ দমনের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

www.pathagar.com

পুলিশের দূর্ঘটনা স্থলে দ্রুত পৌছানোর জন্য অত্যাধুনিক যানবাহন এবং উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বেতার যন্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এবং পুলিশ বাহিনীর স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য পর্যাপ্ত বেতন -ভাতা, বোনাস, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ছুটির ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে করে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার জন্য পুলিশ অন্য কোন চিন্তায় জড়িয়ে না পড়ে। এবং সেই সাথে পুলিশকে দলীয় প্রভাব মুক্ত রেখে তাদেরকে আইন মোতাবেক চলতে দিতে হবে।

এভাবে পুলিশের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রত্যকটি ইউনিয়নে একটি করে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করলে আইন শৃঙ্খলার উন্নতি সম্ভব হবে বলে মনে করি।

এ জন্যেই আমি বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার, আমি ভেবেছিলাম সঙ্গত কারণেই পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে তাদের সুযোগ সুবিধা ও বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে ইউনিয়ন পর্যন্ত তাদের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আমার প্রস্তাবনার পক্ষ অবলম্বন করবেন। কিন্তু আনফরচুনেটলি তিনি এ প্রস্তাবনার বিপক্ষে অবস্থান নিলেন।

মাননীয় স্পীকার, আমি জানি হাঁ-না ভোটে আমার প্রস্তাব নাচক হবে তবুও দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে সর্বোপরি দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের প্রস্তাব আমি প্রত্যাহার করতে পারলাম না।

আপনাকে ধন্যবাদ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে চলমান অচলাবস্থা দুর করুন

মাননীয় স্পীকার, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্ব যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে পুরাতন সেকেলে পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অনুষদ ভিত্তিক পরীক্ষার পরিবর্তে বিভাগ ভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বিভাগ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা চালু ছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালগুলিতে মাত্র কয়েকটা বিভাগ ছিল। পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও ছিল নিতান্তই কম। এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭টি বিভাগে অনার্স পড়ানো হয়। প্রতিটি

www.pathagar.com

বিভাগে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ৫০% জমা দিয়ে ফর্ম উঠাতে হয়। অনুষদ ভিত্তিক পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থী ২টি পরীক্ষা দিয়ে ১৫টি পর্যন্ত বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেত কিন্তু এখন তাকে ঐ সুযোগ পেতে হলে ৫০×১৫=৭৫০ টাকার ফর্ম জমা দিতে হবে। যা দিতে তার ১০ থেকে ১৫ দিন রাজশাহীতে অবস্থান করতে হবে।

সবচেয়ে বড় কথা অনুষদ ভিত্তিক পরীক্ষা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই ভর্তি কার্যক্রম চলে আসছে গত একযুগ ধরে। কিন্তু বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ভিসি একাডেমিক, কাউন্সিলকে উপক্ষো করে বিভাগ ভিত্তিক পরীক্ষার অবতারণা করেছেন। যেখানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে যে কাউকে ভর্তি করাতে পারবেন। মুলতঃ দলীয় ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা এবং অন্য মতাদর্শের ছাত্রদের ভর্তি থেকে বঞ্চিত করাই এই পদ্ধতি প্রণয়নের হীন উদ্দেশ্যে।

বিষয়টি একান্ত জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিধায় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সরকারী দলের অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে মাওলানা সাঈদীর নেতৃত্বে জামায়াত সদস্যদের ওয়াক আউট

বিরোধী দল মিছিল সমাবেশ করবে কি মঙ্গলগ্রহে গিয়ে?

মাননীয় স্পীকার, ৭ম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনে আজ আমাকে কথা বলতে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার মাধ্যমে সকল সংসদ সদস্য এবং দেশবাসীকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করছি যে, প্রধান বিরোধী দল আজ সংসদে অনুপস্থিত। একটি পার্লামেন্ট তখনই প্রানবন্ত হয় যখন সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়েই সংসদীয় কার্যক্রমে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় সংসদ যদি দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা পরিচালিত হতো তাহলে দেশে বিদেশে এই সংসদের সুনাম ও সুখ্যাতি ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারতোনা।

মাননীয় স্পীকার, কিন্তু বিগত ১৭ মাস যাবৎ আমরা অত্যন্ত শংকিত ও উদ্বিগ্নতার সাথে লক্ষ্য করছি যে, এ সরকার দেশের স্বার্থ জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংসদকে পাশ কাটিয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহন করে চলছে। জনগনের মৌলিক দাবী উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থ কার্যকরী করছেন।

www.pathagar.com

মাননীয় স্পীকার , আমার পূর্বে এই সংসদে মাননীয় ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব নাসীম বলেছেন -"এই সংসদই হবে সকল আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু।"
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন আমি তাঁকে তাঁর এ ব্যাপারে একটি বক্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।
১৯৯৬ সনের ২৪ শে জুন প্রধান মন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি যে প্রথম ভাষণ দেন তাতে তিনি প্রায় কুড়ি খানেক ওয়াদা করেছিলেন।
তম্মধ্যে একটি ওয়াদা ছিল "আমরা দেশের সকল সমস্যা সংসদে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, সংসদই হবে সকল আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু।"
কিন্তু মাননীয় স্পীকার, বাস্তবে আমরা কি দেখছি। আমি তো আপনার মাধ্যমে জাতিকে জানাতে চাই। ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারতের সাথে পানি চুক্তির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করা হলো, তা চূক্তির পূর্বে সংসদ তো দুরের কথা মন্ত্রী পরিষদেও আলোচনা করা হয়নি।
ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়া হচ্ছে যা বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী।
মন্ত্রী নাসীম সাহেব বলেছেন আমরা গোপন চুক্তিতে বিশ্বাস করিনা। মাননীয় স্পীকার পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ব্যপারে গোটা জাতে আজ শংকিত। তথা কথিত শান্তি বাহিনীর সাথে সরকার অন্ধকারে কি চূক্তি করছে এ সংসদে তা কিছুই আলোচনা করা হয়নি। জাতি ঐ চুক্তির ব্যপারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।
ভারতের উত্তরাঞ্চলে নৌ-বন্দর নেই, সেজন্য তারা চায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার। তাহলেই চট্টগ্রামের মত নৌ বন্দর ভারতীয়রা ব্যবহারের সুযোগ করে নিতে পারে।
মাননীয় স্পীকার, পাকিস্তানের ২৫ বছর এবং বাংলাদেশের ২৬ বছর এই অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে এ দেশের কোন মসজিদে কখন ও কোন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রাণকেন্দ্র বায়তুল মোকাররম মসজিদের চতুর্দিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে ১২ কোটি মুসলমানদের মনে চরম আঘাত হেনেছে।
মাননীয় স্পীকার, একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ নাসীম বলেছেন, আমাদের সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।
কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? বিগত ৩১শে আগাষ্ট থেকে রাজপথে সভা সমাবেশ ও মিছিলে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ মারধোর, গ্রেফতার ও পুলিশ হেফাযতে নিয়ে নির্যাতন করে রাজপথের আন্দোলনকে দাফন করা হচ্ছে।
মাননীয় স্পীকার, ওনারা গণতন্ত্রের চর্চা করতে গিয়ে বিরোধী দলকে সংসদে কথা বলতে দেবেন না, রাস্তায় নামলে পুলিশ দিয়ে অমানবিক নির্যাতন করেন।
অথচ বর্তমান সরকার বিরোধী দলে থাকা কালীন রাজপথে মিছিল করেছেন, লাগাতার হরতাল করেছেন, রাজপথে সভা সমাবেশ করেই তবে ক্ষমতায় এসেছেন। অথচ এখন

www.pathagar.com

সরকার বিরোধী দলকে রাজপথে মিছিল করতে দিচ্ছেনা।

এখন মাননীয় স্পীকার আপনিই বলুন সংসদে কথা বলতে দেয়া হবে না। রাজপথে মিছিল সমাবেশ করতে দেয়া হবে না তবে কি বিরোধী দল মিছিল সমাবেশ করবে মঙ্গল গ্রহে গিয়ে?

মাননীয় স্পীকার, বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি দেখা দিয়েছে। দেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ৩ বছরের শিশু কন্যা থেকে শুরু করে ৭০ বছরের বৃদ্ধা ও ধর্ষনের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

মাননীয় স্পীকার, বর্তমান সরকারের আমলে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম টেলিভিষনের মাধ্যমে গোটা জাতি স্বত্তাকে দ্বিধা বিভক্ত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এমন কি নাটকে ও সিনেমায় খল-নায়কের ভূমিকায় যারা থাকছে তাদের মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি ও লম্বা জামা পরিয়ে রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাতের অবমাননা করা হচ্ছে।

পুনশ্চঃ এ পর্যায়ে মওলানা সাঈদী সাহেব সরকারী দলের প্রচন্ড বাধায় আর কোন বক্তব্য রাখতে পারেন নি, তাই সরকারী দলের এহেন অগণতান্ত্রিক আচরনের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি তার দল নিয়ে ওয়াক আউট করেন।

ভয়েস অব আমেরিকার সাথে মাওলানা সাঈদীর সাক্ষাৎকার

আমরা চাই গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় পদ্ধতিতে সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হোক

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর দলনেতা মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সে সময় ভয়েস অব আমেরিকা তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। নিম্নে সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেয়া হলোঃ

ভোয়া ঃ গত নির্বাচনের আগের নির্বাচনে আমরা দেখেছি আপনাদের যে সংখ্যক আসন ছিল এই সংসদে গত নির্বাচনে সেই সংখ্যাটা এত কমে গেল কেন?

সাঈদী ঃ ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কেয়ারটেকার সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমান কেয়ারটেকার সরকার প্রধান হয়ে সেই বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ত ঃ প্রশাসন সর্বত্র নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। তৃতীয়তঃ নির্বাচন আচরণবিধিতে

www.pathagar.com

উল্লেখ ছিল যে, ৩ লাখ টাকার অতিরিক্ত খরচ কোন প্রার্থী করতে পারবে না। কিন্তু সেখানে কোন কোন এলাকায় ১০, ১৫, ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করার অভিযোগ রয়েছে। এই কালো টাকার মোকাবিলা করা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

চতুর্থত ঃ আমাদের দেশে হাজার হাজার এনজিও আছে তার মধ্যে অনেক এনজিও আছে যারা আমাদের দেশে উন্নয়নমূলক কাজ করছে, ভাল কাজ করছে। আবার কিছু এনজিও আছে যারা ইসলামের সাথে সরাসরি শত্রুতায় লিপ্ত। তাদের মধ্যে খুব বড় ধরনের এনজিও যারা তারা তাদের বেনিফিসিয়ারী অন্ততঃ দেড় থেকে দুই কোটি মহিলাকে একথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় আসলে তারা এনজিও রাখবে না। আর এনজিও যদি না থাকে তাহলে তোমাদেরকে যে আমরা পয়সা কড়ি দিচ্ছি, ফিশারী, পোল্ট্রী, ডেয়ারী, বনায়ন ইত্যাদির ব্যাপারে ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপারে এগুলো আর তোমাদেরকে দেয়া সম্ভব হবে না।

সুতরাং তোমরা আমাদের কথামত ভোট দাও, তাহলে তোমাদের কাছে যে আমাদের ৩-৪টা কিস্তি পাওনা আছে, সে পাওনাগুলো আমরা মওকুফ করে দেবো। আমাদের কথামত তোমরা ভোট দিবে। ফলে মহিলারা তাদের কথায় প্রভাবিত হয়।

এরপর কিছু ফতোয়াবাজি হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে, অবান্তর কিছু কথাবার্তা হয়েছে এসব কারণগুলোই জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোয়াঃ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতাদর্শী দলের সঙ্গে এমনকি পরস্পর বিরোধী মতামতের দলের সঙ্গে জামায়াত আঁতাত করেছে। ব্যাখ্যা করবেন।

সাঈদী ঃ ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত বিএনপি ছিল ক্ষমতায়। আওয়ামী লীগ ছিল বিরোধী দলে। আর জামায়াতে ইসলামীও ছিল বিরোধী দলে। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী বিরোধী দল হিসাবে আরেকটি বিরোধী দলের সাথে সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

রাজনীতিতে দুটো ধারা, একটি সরকারী অপরটি বিরোধী তিন নম্বরে কোন ধারা সৃষ্টি হলে সেটা দালালী ছাড়া কিছু হয় না। ফলে জামায়াত বিরোধী তিন নম্বরে কোন ধারা সৃষ্টি হলে সেটা দালালী ছাড়া কিছু হয় না। ফলে জামায়াত বিরোধী দলে ছিল বলে জামায়াতে ইসলামী যে কেয়ারটেকার আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল সেই আন্দোলনের ধারায় আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এক হয়েছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াত শরীক হয়েছে এবং তার সঙ্গে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

আবার এখন '৯৬ তে বিএনপি বিরোধী দলে, জামায়াতে ইসলামী বিরোধী দলে। সুতরাং বিরোধী দলের সঙ্গে বিরোধী দলের বিভিন্ন জাতীয় ইস্যু নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাদের সঙ্গে ঐক্য হওয়া অথবা যুগপৎ আন্দোলন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ভোয়া ঃ বাংলাদেশে আপনাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি(?) এবং সেটা আপনারা কিভাবে হাসিল করতে পারবেন বলে মনে করছেন।

www.pathagar.com

সাঈদী ঃ আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমত গঠন করে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যেখানে থাকবে সুদমুক্ত অর্থনীতি, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সহাবস্থান। বাংলাদেশকে এ ধরনের একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে জামায়াত বিজ্ঞানভিত্তিক সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ভোয়া ঃ কোন কোন মহল থেকে জামায়াতকে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ দলীয় শক্তি, স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অপনাদের বক্তব্য কি?

সাঈদী ঃ আমাদের দেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় সেই আন্দোলনে সবগুলো দল একমত হতে পারেনি। যেমন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি। স্বাধীনতার বিরোধী যারা বলেন, তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কথাটি বলেন। এই আন্দোলনে তারা বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী শরীক হতে পারে নাই এই কারণে বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী যে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছে সর্বাত্মকভাবে। এখন ভারতের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যদি এদেশটি স্বাধীন হয়, তাহলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশ ভারত কর্তৃক শোষিত হবে, তাদের বাজারে পরিণত হবে, তাদের আধিপত্য, তাদের সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা শোষিত হবো, এই চিন্তা করে জামায়াতে ইসলামী তখন বিরোধিতা করেছে। কিন্তু যখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে তারপর জামায়াত দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। এরপর একদিনের জন্যও জামায়াত বাংলাদেশের জাতীয় সত্ত্বা এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না।

দেশ স্বাধীন হবার পর অন্তত ঃ ৪ বছর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারেনি। তারা দেয়ালে দেয়ালে সর্বত্র লিখেছে ঃ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি। তাদেরকে স্বাধীনতার বিরোধী বলা হয় না, শুধুমাত্র জামায়াতকেই স্বাধীনতার বিরোধী বলে একটি মহল ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায় জামায়াতে ইসলামীর মত একটি মহান সংগঠন থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে জামায়াতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য এই ধরনের একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথা তারা বলে।

ভোয়া ঃ জামায়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক চালচিত্রের উপর আলোকপাত করবেন?

সাঈদী ঃ সংসদীয় নীতিতে বিধান রয়েছে যে, সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেটাই নিয়ম। কিন্তু বর্তমান সরকার সকল গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংসদে নামমাত্র আলোচনার সুযোগ দিয়ে, যা সংসদীয় রীতিনীতি বহির্ভূত। যেমন ভারতের সাথে পানি চুক্তি প্রসঙ্গে সংসদ তো দূরের কথা চুক্তি করার পূর্বে মন্ত্রীপরিষদেও আলোচনা করা হয়নি।

www.pathagar.com

এভাবে ট্রানজিট, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু এবং উপ-আঞ্চলিক জোট এভাবে অনেকগুলো ইস্যুতে বর্তমান সরকার নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংসদীয় রীতিনীতি হলে যেভাবে দেশটা সুন্দরভাবে চলতো সেইভাবে দেশ পরিচালিত হচ্ছে না। বরং সংসদীয় রীতি নীতি বর্জন করে ফলে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে। দেশের মধ্যে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি তেমন ভাল আছে বলে মনে হয় না।

অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ধর্ষণ, হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি চরমভাবে বেড়ে গেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশ রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা চাই দেশ গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হোক। সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হোক এটাই আমরা কামনা করি। ✍

Allama Sayedee's Interview With Tehran Radio

A SECTION OF NGO'S ARE OPENLY ATAGONISTIC TOWARDS ISLAM

Internationally Reputed Islamic Scholar and Parliamentarian **ALLAMA MAULANA DELAWAR HOSSAIN SAYEDEE**, Jamaat Parliamentary Group leader, answered various questions of Radio Teharan on July 17 regarding the future programmes of Jamaat-e-Islami vis-a-vis the national government, its policy within and outside the Parliament, submitting of a bill in the Parliament banning drinking, gambling and prostitution, anti-Islamic activities of NGO's, Possibility of Islamic Revolution within the bounds of parliamentary democratic norms etc.The verbatim interview was as follows:-

RADIO TEHRAN : What is your reaction of the steps taken by the new government in recent days.

ALLAMA SAYEDEE : *Though the new government announced itself as a government of consensus it has taken various steps without any discussions with other political parties. This is why, to my mind, there are disputes on many issues.*

R.T : How do you react on 'Bismillah', 'Khoda Hafij' and Bangladesh Zindabad?

Sayedee : *The Speaker started, proceedings of the Parliament with 'Bismillah'. Our party will raise the points concerning dropping of certain expressions by Radio and Television.*

R.T : Would not the observance of two-day long government holiday in

www.pathagar.com

connection with August 15 and November & breed hostility.

Sayedee : *The ruling party has the power to announce any day as holiday.*

R.T : What role will Jamaat-e-Islami play inside and outside of the Parliament on those days?

Sayedee : *The policy of his party is to assist virtuous deeds and oppose vices. Our activities will be guided within and outside the Parliament by the dictates of the Quran and Sunnah. Jamaat will extend its cooperation to good deeds of the government. But it will oppose the government in respect of anti-Shariah activities. Thus Jamaat will play a constructive role.*

R.T : Will it be possible at all to stop drinking, gambling, prostitution etc. through passing of law alone without social revolution?

Sayedee : *A bill for banning drinking, gambling etc. has been submitted by me in the Parliament. I think if the law is passed by the Parliament, it would have definite impact on the people.*

R.T : Is the establishment of Islam possible at all through Parliamentary politics instead of social revolution?

Sayedee : *The establishment of Islamic Shariah is possible if each and every person of the society is made to enderstand the implications of the same.*

R.T : Do you think that clash with Anti-Islamic forces would occur at certain stage?

Sayedee : *Such a possibiltty can not be overruled. I hope that Shariah can be established in this country if the people are made to understand the Quran and Hadith.*

R.T : Do not you think that clash with anti-Islamic forces would become inevitable?

Sayedee : *I would not rule it out.*

R.T : In that event social revolution and Islamic revolution would be called for.

Sayedee : *It may be. It can not be stated with certainity.*

R.T : Does your party subscribe to the slogan of Islamic revolution?

Sayedee : *Slogans of Islamic Movement are being raised since the days of yore? The above is also one of them.*

When his attention was drawn about NGO's, Allma Sayedee M. P. stated that his party thought that NGO's activities pose a threat to Islamic Movement in this country. He also said, "NGO is not, at all, bad. Rather there are many NGO's in the country which are performing many welfare activities. But a section of NGO's are, openly antogonistic towards Islam."He thought that they are engaged in activities aiming at the annihilation of Islamic culture. he also stated, "it is quite unwarranted interference. These NGO's are playing political role, which are illegal in accordance with the Constitution. In this regard, Jamaat will agitate on the floor of the Parliament. ✍ **Source : J I B Bulletin** October '97

www.pathagar.com

দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত বানোয়াট প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে

মাওলানা সাঈদীর ওপেন চ্যালেঞ্জ

পূর্ব কথা ঃ গত ০৩ অক্টোবর '৯৭ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সীরাত মাহ্‌ফিলে প্রদত্ত মওলানা সাঈদীর একটি গঠনমূলক বক্তব্যেকে দৈনিক জনকণ্ঠ বিকৃতভাবে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে এবং প্রতিবাদ লিপি পাঠানো সত্বে ও তা ছেপে বানোয়াট রিপোর্টটির সপক্ষে বিবৃতি ও প্রতিবেদন সিরিয়াল প্রকাশ শুরু করে। যার প্রেক্ষিতে জাতীয় দৈনিক সমূহে প্রকাশার্থে মওলানা সাঈদী "ওপেন চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক বিবৃতি প্রদান করেন যা গত ০৭ অক্টোবর '৯৭ দৈনিক দৈনিক জনকণ্ঠসহ জাতীয় দৈনিক সমূহে প্রকাশিত হয়। সম্মানিত পাঠক মহলের জ্ঞাতার্থে সেই বহুল আলোচিত "মওলানা সাঈদীর ওপেন চ্যালেঞ্জ" এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

বিশ্বনন্দিত মুফাস্‌সিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি বলেছেন, গত ০৩ অক্টোবর পল্টন ময়দানে প্রদত্ত আমার বক্তব্য নিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠে যে বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন সিরিয়াল শুরু হয়েছে, তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

মাওলানা সাঈদী বলেন, সেদিনের সীরাত মাহফিলে বিশ্বনবী (সাঃ) আদর্শ অনুসরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আমি বলেছিলাম যে, *"মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের এক গৌরবময় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে সরকারী উদ্যোগে যে স্মারক মূর্তি নির্মিত হচ্ছে, তা নবীজীর (সাঃ) আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও ইসলাম বিরোধী কাজ। বরং মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফেরাত বা তাদের স্মরণ করার জন্য রাজধানীতে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও বায়তুল মুকাররমের মতো একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক। এতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা শান্তি লাভ করবে। এ ছাড়া বিজাতীয় অনুকরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, মহান ভাষা আন্দোলনে যারা জীবন দিলেন সেই সালাম, জব্বার, রফিক, বরকতদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যে নীরবতা পালন করা হয়, তা সম্পূর্ণ শরীয়ত গর্হিত কাজ।*

www.pathagar.com

মুসলমানদের উচিৎ যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষার জন্য জীবন দিল, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনার্থে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা"। আমার এই বক্তব্যের মধ্যে দৈনিক জনকণ্ঠ রাষ্ট্রদ্রোহিতার গন্ধ কোথায় পেল, তা আমার বোধগম্য নয়। আমার এই বক্তব্যের স্বাক্ষী সেদিন পল্টন ময়দানে উপস্থিত লক্ষাধিক জনতা ও ধারণকৃত অডিও-ভিডিও ক্যাসেট। আমার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দৈনিক জনকণ্ঠ যে প্রতিবেদন ও তার সপক্ষে বিবৃতি সংগ্রহ করে প্রকাশ করছে, তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর। মাওলানা সাঈদী বলেন, গত সোমবারের দৈনিক জনকণ্ঠে জনৈক মুনতাসির মামুনের 'সাঈদী বচন' শীর্ষক এক সংবাদ ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে, যাতে তিনি *"আমার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুরে সর্বস্তরের জনগণের সাথে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ বিগত সংসদ নির্বাচনে আমাকে সহযোগিতা করেছে।"* আমার এই বক্তব্যে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মুনতাসীর সাহেবদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, ১৯৭১ সালে আমার কোন স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকা যে ছিল না-এটাই তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে আমি জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় প্রসংগক্রমে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছি যে, ***"আমি ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ছিলাম না। আমি রাজাকার নই, যদি কেউ আমাকে রাজাকার বলে তা প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে দশ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করবো।"*** আমার এই চ্যালেঞ্জ সংসদে রেকর্ড হয়ে আছে।

তিনি পুনরায় দেশের সকল সম্মানিত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও গোয়েন্দা বিভাগকে পিরোজপুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন হত্যাকান্ড অথবা আমার কোন স্বাধীনতা বিরোধী ভুমিকা ছিল কি-না তা আমার উপস্থিতিতে প্রমাণ করতে পারলে আমি নির্দ্বিধায় সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করবো। এটা ওপেন চ্যালেঞ্জ।

সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম/ ০৭ অক্টোবর ১৯৯৭

www.pathagar.com

হাইকোর্ট বিভাগ ও নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল

নির্বাচনী মামলায় মাওলানা সাঈদীর বিজয় লাভ

গত ২৬.৮.৯৯ ইং তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চ পিরোজপুর নির্বাচনী এলাকা-১-এর জাতীয় সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নির্বাচনী আপীল মঞ্জুর করে হাইকোর্ট বিভাগ ও নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল ঘোষণা করেছেন। গত ২৬.৮.৯৯ ইং তারিখ সকাল ৯টা ৫ মিনিটে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল আপীল বিভাগের সর্বসম্মত এই রায় ঘোষণা করেন। প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল, বিচারপতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী, বিচারপতি এ. এম. মাহমুদুর রহমান ও বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত ফুলবেঞ্চ সর্বসম্মত এ রায় প্রদান করেন। এই রায়ের ফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদারের নির্বাচনী মামলা খারিজ হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী পিরোজপুর-১ আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তাঁর নিকটতম প্রার্থী বাবু সুধাংশু শেখর হালদার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ এনে পিরোজপুর নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে একটি নির্বাচনী মামলা দায়ের করেন। সেই প্রেক্ষিতে নর্বাচনী ট্রাইব্যুনাল দীর্ঘ শুনানীর পর ১৯শে মে ১৯৯৭ ইং তারিখে এক রায়ে সকল অনিয়ম খণ্ডন করে শুধুমাত্র 'ঘরঘাটা' নামক একটি কেন্দ্রে কিছু আইনগত ত্রুটির কারণে ঐ কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচনের আদেশ দেন এবং সাথে সাথে সমস্ত নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

উক্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে মাওলানা সাঈদী হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করেন। হাইকোর্ট বিভাগ এই আপীলের কারণে ট্রাইব্যুনালের রায় স্থগিত রাখেন।

এ স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বাবু হালদার সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে পিটিশন দায়ের করেন। তখন আপীল বিভাগ হালদার বাবুর সেই পিটিশনও

www.pathagar.com

খারিজ করে ট্রাইব্যুনালের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত রাখেন। এরপরেই হালদার বাবু ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে অপর একটি আপীল দায়ের করেন। এ দু'টি আপীল পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি হয়। দীর্ঘদিন শুনানির পর হাইকোর্ট বিভাগ বিগত ৭ই ডিসেম্বর '৯৮ তারিখে মাওলানা সাঈদীর আপীল খারিজ করে দেন ও বাবু হালদারের আপীল আংশিক মঞ্জুর করে 'ঘরঘাটা' কেন্দ্র ছাড়াও 'বরইবুনিয়া' নামক অপর একটি কেন্দ্রেও পুনঃ নির্বাচনের আদেশ দেন। সেইসঙ্গে 'চরবলেশ্বর' নামক একটি কেন্দ্রে মাওলানা সাঈদীর ৬৪২টি ব্যালট ও বাবু হালদারের ২২২টি ব্যালট বাতিল করেন, কারণ ঐ সমস্ত ব্যালট-এ পূর্ণ সীল ছিল না।

হাইকোর্ট বিভাগের এ রায়ের বিরুদ্ধে মাওলানা সাঈদী সুপ্রীমকোর্টে আপীল দায়ের করলে আপীল বিভাগ আপীল শুনানির জন্য গ্রহণ করে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের কার্যকারিতা আপীল শুনানি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখেন।

চারদিন ধরে শুনানির পর আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চ গত ২৬.৮.৯৯ ইং তারিখে এ রায় প্রদান করেন।

মাওলানা সাঈদীর নিয়োজিত সিনিয়র আইনজীবী খন্দকার মাহবুব উদ্দিন তার যুক্তিতে বলেন—'ঘরঘাটা কেন্দ্রের ২নং বুথের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আব্দুল মান্নান-এর অসুস্থতার কারণে তারই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপর একজন শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলাম দুপুর ১-৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র এতটুকুন ত্রুটির কারণে একটি নির্বাচন বাতিল হতে পারে না।'

তিনি আরো বলেন—'ঐ কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ও সকল পুলিং অফিসার এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। তদুপরি তার এ কাজের দ্বারা মাওলানা সাঈদী একাই উপকৃত হননি, বাবু হালদারও উপকৃত হয়েছেন।'

তিনি প্রশ্ন রাখেন—'যদি ঐ ব্যক্তি ভোট গ্রহণ না করতো তবে কি হালদার বাবু ক্ষতিগ্রস্ত হতেন না। কারণ ঐ বুথে নির্বাচন হতো না অথচ দেখা যায় ঐ কেন্দ্রে হালদার বাবু মাওলানা সাঈদীর থেকেও প্রায় ৫৫০ ভোট বেশি পেয়েছেন।'

তিনি আরো বলেন—'নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে, এ কাজে মাওলানা সাঈদীর কোন প্রভাব ছিল না। আর যদি তাই হয় তবে নির্বাচনী বিধানের ৬৫ ধারা অনুযায়ী তার এ কাজের জন্য পুরা নির্বাচন 'ম্যাটেরিয়ালি এ্যাফেক্ট' হয় না। তাছাড়া ঐ বিধানেই বলা হয়েছে, নির্বাচনী সকল

www.pathagar.com

কাজের জন্যই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার দায়ী থাকবেন। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব শুধুমাত্র ব্যালট পেপার ইস্যু করা, তা-ও একই সাথে আরো ৪ জন পুলিং অফিসার সহযোগী হিসেবে থাকেন। তাই সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের কোনো দায়-দায়িত্ব না থাকায় পুরো নির্বাচনটি 'ম্যাটেরিয়ালি এ্যাফেক্টেড' হয়নি।'

জনাব খন্দকার মাহবুব 'বরইবুনিয়া' কেন্দ্রের ব্যাপারে বলেন—'হালদার বাবুর অভিযোগ ঐ কেন্দ্রের 'সামন্তগাতী' নামক গ্রামের অমুসলিমরা ভোট দিতে পারেন নাই, কারণ মাওলানা সাঈদীর লোকেরা তাদের আসার পথের বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে ফেলে এবং তারা নৌকায় খাল পার হলে নৌকা ডুবিয়ে তাদের আসতে দেয়নি।'

খন্দকার মাহবুব বলেন—'নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন যে, এ অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ হাইকোর্ট বিভাগ ট্রাইব্যুনালের রায়ের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা না করেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ কেন্দ্রে অনিয়ম হয়েছে। এটা আইনগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।'

খন্দকার মাহবুব বলেন—'ঐ গ্রামের কোন একজনও থানায় বা প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে কোন অভিযোগ করেনি, এমনকি হালদার বাবুও থানায় এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ দায়ের করেননি।'

খন্দকার মাহবুব বলেন—'শুধু তাই নয়, দেখা যাচ্ছে ঐ কেন্দ্রে মাওলানা সাঈদী মাত্র ১৮ ভোট পেয়েছেন অথচ হালদার বাবু পেয়েছেন ২৮০ ভোট। তাই কি করে এ ১৮ জন ভোটারের পক্ষে শত শত ভোটারকে তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব!'

খন্দকার মাহবুব 'চরবলেশ্বর' কেন্দ্রের ব্যাপারে বলেন—'হাইকোর্ট বিভাগ চরবলেশ্বর কেন্দ্রে প্রদানকৃত মাওলানা সাঈদীর ৬৪২টি ব্যালট ও হালদার বাবুর ২২২টি ব্যালট বাতিল করেছেন। অথচ ট্রাইব্যুনাল ঐ ব্যালটগুলো দেখে বলেছেন, দেখা যায় পূর্ণাঙ্গ সীলের অর্ধেক ব্যালট পেপার ও বাকি অর্ধেক মুড়িতে পড়েছে—যার কারণে তিনি সকল ব্যালট পেপার বৈধ বলে ঘোষণা করেন অথচ হাইকোর্ট বিভাগ কিভাবে ঐ সমস্ত ব্যালট পেপার বাতিল করেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচনী বিধানের ৩১ ধারা অনুযায়ী ব্যালট পেপার পূর্ণাঙ্গ সীল না থাকায় তা বাতিল করেছেন অথচ বিধানের ৬৫ ধারায় বলা আছে, কিভাবে ব্যালট পেপার বাতিল করা হবে। ৩১ ধারায় রয়েছে কিভাবে ব্যালট ইস্যু

www.pathagar.com

করতে হবে, সেখানে বাতিল করার কোন কথা নেই। তাই হাইকোর্ট বিভাগের এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি।'

অপর দিকে বাবু হালদারের নিয়োজিত সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন—'যদিও ঘরঘাটা কেন্দ্রের ২নং বুথের নির্বাচনে পুরো নির্বাচন 'ম্যাটেরিয়ালি এ্যাফেক্ট' হয়নি তবু অননুমোদিত ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচন গ্রহণ অবৈধ সে কারণে ঘরঘাটা কেন্দ্রের নির্বাচন অবৈধ হবে বাধ্য।'

তিনি আরো বলেন—'যে সমস্ত ব্যালটে পূর্ণাঙ্গ সীল বা পূর্ণাঙ্গ কোর্ড নং থাকবে না তা সঠিক ব্যালট হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কারণ নির্বাচনী রুলের ৩১ ধারায় বলা আছে প্রত্যেক ব্যালট পেপারে সীল মারতে হবে এবং অপর দিকে মুড়িতেও পূর্ণাঙ্গ সীল মারতে বলা হয়েছে। তাই মুড়ি ও ব্যালটের মাঝখানে ১টি মাত্র সীল মারলে সেই ব্যালট বৈধ হতে পারে না।'

তার জবাবে খন্দকার মাহবুব বলেন—'যদি তা-ই হয়, তবে দেখা যাবে পুরো নির্বাচনী এলাকার অধিকাংশ ব্যালট বাতিল করতে হবে। কারণ পুলিং অফিসাররা সময় বাঁচানোর জন্য ২টি জিনিসের মাঝখানেই সীল মারে। তাই এ সমস্ত ব্যালট পেপার বাতিল করার কোন সুযোগ নেই।'

আপীল বিভাগ ৪ দিন ধরে উভয় পক্ষের বিস্তারিত যুক্তিতর্ক শুনে সন্তুষ্ট হয়ে সর্বসম্মতভাবে মাওলানা সাঈদীর আপীল মঞ্জুর করেন। এর ফলে বাবু হালদারের নির্বাচনী মামলা খারিজ হয়ে গেছে।

এ রায়ের পরে খন্দকার মাহবুব উদ্দিনের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি আরো বলেন—'আমি চেষ্টা করেছি যেন সত্যের বিজয় হয়, আর তা পেয়েছি।'

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে মামলা পরিচালনায় তাকে সহায়তা করেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, শেখ আনছার আলী, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, এস. এম. এমদাদুল হক, ফরিদ উদ্দিন খান, গিয়াস উদ্দিন মিঠু, রুহুল কুদ্দুস কাজল, মোঃ তাজুল ইসলাম, সাহেদ আলী জিন্নাহ, জসিম উদ্দিন তালুকদার, মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ আইনজীবীগণ। এডভোকেট-অন-রেকর্ড ছিলেন মোঃ নওয়াব আলী।

বাবু সুধাংশু শেখর হালদারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার রফিকুল হক। তাকে সহায়তা করেন সুধাংশু শেখর হালদার স্বয়ং, প্রবীর হালদার, শশাংক শেখর সরকার, বিভাষ বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ আইনজীবীগণ। এডভোকেট-অন-রেকর্ড ছিলেন মোঃ আফতাব হোসেন।

www.pathagar.com

حوار خاص مع مولانا دلوار حسين سعيدى عضو البرلمان:

بدأت الغرب الحروب الصليبية ضد الاسلام

مولانا دلوار حسين سعيدى اسم مشهور بين عامة الناس لهذه البلاد وقداكتسب فضيلته شعبية فى الداخل والخارج لتقديم تفسير القرآن الكريم علىٰ طريقة جذابة وميسرة والقاء الخطب والوعظ والارشاد والتوجيه بطريقة سهلة ولكتابته القيمة وقيادته الحكيمة لإصلاح المجتمع وخدمته للناس منذ ربع القرن وقد ولد الشيخ سعيدى فى ٣ فبراير لعام ١٩٤٠ م فى أسرة عريقة بمحافظة بيروزبور،

تعلم دلوار حسين سعيدى صاحب كفاءة ممتازة التعليم الابتدائى فى المدرسة الدينية بالقرية ثم حصل على الشهادات العالية من مدرسة دينية بسارسينا وخولنا وبعد ذلك بحث طيلة خمس سنوات على الديانة والفلسفة والعلوم والسياسة والاقتصاد والشؤون الخارجية وعلم النفس وغيرها من العلوم وسافر حوالى ٥٠ دولة بدعوة من المنظمات والمؤسسات الدولية وعدد مؤلفاته ٣٠ كتابا وقدنشر كتابان له من امريكا وانغلترا باللغة الانجليزية وقدحصل على عدة ميداليات وخطابات من المنظمات الداخلية والخارجية من ابرزها " علامة " و "غراندمارشال".

انتخب الشيخ كعضو البرلمان من الجماعة الاسلامية بنغلاديش فى الانتخابات البرلمانية لعام ١٩٩٦ م والآن يؤدى مسئوليته كزعيم للكتلة البرلمانية للجماعة وعضو فى اللجنة التنفيذية لها ،

السؤال : لكم مكانة مرموقة بين الشعب كعالم بارز وبجنبه لكم مكانة طيبة كرجل سياسى فأى التعريفين عندكم أهم ؟

الجواب : يأتى مثل هذا السؤال لعدم وجود فكرة صافية عن الاسلام ، فالاسلام ليس دينا كأديان أخرى ، وقد قيل فى القرآن الكريم عن الاسلام " الدين" ومعناه نظام الحياة ويقال نظام الحياة للأنظمة التى فيها حل لجميع مشاكل الحياة ، والسياسة جزء لايتجز من ذاك النظام ، ولايمشى هذا بدون ذاك ، لهذا كلا الامرين عندى مهم .

السؤال : الشعور الدينى عند مسلمى بنغلاديش قوى وقد زرتم دول كثيرة كعالم شهير، دولياوكان لكم فرصة لمعاينة معاملات دينية للناس لمختلف

www.pathagar.com

الدول فلتوضحوا الموضوع من هذه الناحية :

الجواب :لاحظت فوارق أساسية للممارسة الدينية وشعورها للمسلمين البنغلاديشيين والمسلمين من الخارج وهى :

عامة المسلمين فى بلادنا لهم شعور دينى وعاطفة دينية قوية وحب الاسلام شديد لكن ممارسة الاحكام فى الحياة الواقعية فى ادنى المستوى ، والمسلمون فى الدول الاخرى فى مستوى مرموقة من مستوى بلادنا ، حبذا لوكان هناك شعور لاقامة الاسلام فى المجتمع والدولة جنب محبتهم للاسلام فى هذا المجال موقفهم مثل موقف الكوفيين ، لم يكن لاهل كوفي نقصان فى حب لامام حسين بن على لكن قواتهم وأسلحتهم كان مع قوات يزيد ، هكذا على نفس الطريقة حب المسلمين ودموعهم موجود للاسلام لكن أسلحتهم وقواتهم وأصواتهم وتأييداتهم مع القوة المعادية للاسلام وهذا امر مخيب للامة الاسلامية.

السؤال:تشاهد صحوة اسلامية فى العالم ومحور القوة في الصحوة هوالقوة الشبانية فشلت الغرب اخلاقيا اصبح الاسلام مرغوبا لدى الناس وله شعبية كثرة الفحش والتمتع بالحياة منتشرة فما مجال الاسلام هناك؟

الجواب:يمكن الخداعة بالكذب والسراب لوقت ما لكن لايمكن ان يخدع الناس للدوام. الغرب تريد حرية النساء العمياء بلارقابة ولامرونة وتريدأن تصبح كسلعة وعوان الشياطين بالافلام الخليعة والعلاقات الجنسية المفتوحة وتدمير قوة الشباب بالشهوانية والزذيلة وتصبح النساء سلعة للدعاية والاعلانات ، ومؤامرة الغرب هذه فى نظرى كسد الرمل ، الغرب أهدت مرض الايدز بثقافاتها البراقة والاسلام فتح ابواب الخير الذهبية بقيمه الخالدة لهذا تلاحظ الآن الصحوة الاسلامية عالميا .

السؤال : لم تبنى السياسة الصحيحة فى بنغلاديش حتى الان ، معظم الاحزاب يمارس السياسة للوصول الى السلطة لذا حاجة ملحة لسياسة الثقافة يجد الزعماء الانتهازيون الالوية فى السياسة اكثر من الزعماء المخلصون ، فماذا السبب في رأيكم؟

الجواب : هذا امر مأسوى بان الذين فى السلطة يبذلون جهودهم للبقاء على السلطة بدل بناء المجتمع والذين فى خارج السلطة يبذلون قصارى جهودهم للحصول عليها والاحزاب السياسية التقليدية تعطى الاولية للانتهازيين

www.pathagar.com

الاقوياء الجدد لذا لم تنم ثقافة سياسية ملائمة فى البلاد .ومن الضرورى تواجد زعماء ومؤيدون المخلصون لبناء ثقافة سياسة سليمة والذين لايوجد فى معتقداتهم محاسبة الآخرة لايمكن تصور تنمية البلاد وازدهارها من مثل هذه الاحزاب والزعماء .

السؤال : ماذا دوركم لايجاد قوانين الاسلام والحفاظ على التقاليد والثقافات فى البرلمان الوطنى ؟

الجواب :البرلمان مركز رئيسى لايجاد قوانين البلاد وصيانة الثقافة والتقاليد والمراسيم لها ولاشك في هذا ، ونواجه عراقيل فى كل خطوة هناك فى اداء هذا الدور ، يتاح الفرص ساعات من الزمن لمناقشة موضوعات تافهة لكن فى موضوعات متعلقة بمصالح الشعب والبلاد فيعرقل فيها حتى فى اوقاتها المحددة لها.ان تكلم أعضاء مجلس الوزراء او الحزب الحاكم فلاينظر الى الاوقات لكن اذا تكلم حزب المعارض يخلق عراقيل ووضع محرج وغير مرضى .

معاملة معادية وظالمة مع هذا نحاول لاداء دورنا الواقعى فى البرلمان .

السؤال : فى الوقت المؤخر يلاحظ موقف الغرب تجاه العالم الاسلامى سلبيا وقبل عدة ايام بعد حملة القنبلة على السودان وافغانستان دعى الرئيس الامريكى الغرب لاستعداد حرب حدودى غير محدد .موقفهم السلبى عن الاسلام هل هذا تاريخى (الصليبى) او خلقى ام سببهابعض اعمال متطرفة؟

الجواب : بعد انهيار الشيوعية عبر العالم كان الاسلام طريقا وحيدا لسعادة البشرية وفلاحها لكن الغرب تآمرت حتى لاتستطيع الانسانية المضطهدة والاجيال الناشئة ان تلجئ الى الاسلام وتقف بجنبه . تآمرت ضد الاسلام والمسلمين لاثارة الناس ضده اذكر هنا على سبيل المثال عدة وقائع تدل على ذلك :

(١) اتهام الشيخ عبد الرحمن الضرير بتفجير القنبلة فى مركز التجارة الدولى بنيووارك وحكم عليه بدون اية براهين ،

(٢) اتهمت امريكا المسلمين اوليا بتفجير القنبلة بمدينة اكلاهوما لكنها فشلت فى أقامة الحجة ضدهم .

(٣) تحطمت طائرة ركاب من خطوط ( ) بساحل فلوريدا قبل عدة سنوات

www.pathagar.com

فقامت وسائل الغرب باتهام المسلمين بذلك والتنديد عليها لكنه اتضح بتفتيش المخابرات الامريكية بان الطائرة تحطمت بصاروخ سفينة حربية امريكية المعينة فى المنطقة . وكل هذه حدثت لمعادية الاسلام .

لكن سبب القاء القنابل فى السودان وافغانستان يختلف وهو صرف انظار العالم من وجه قذر لكلنتن لتورطه بالعلاقة الجنسية مع ليونسكى شابة بعمر ابنته ويمكن ان يقدم دليل آخر وهو فى يناير الماضى حيثما رفعت بولاجونس شكوة للتعدى الجنسى عليها لدى المحكمة فاخذ كلنتن للحملة على العراق بدون اى تبرر وقد نجت البغداد للتدخل الخصوصى لكافى انان الامين العام للامم المتحدة . وحينما نشرت اخبار كلنتن عن العلاقة الجنسية مع ليونسكى وقام العالم بتنديده والاستنكار عليه فقامت الغرب بتفجير القنابل فى كينياوتنزانيا ومهدت الطريق للحملة على السودان وافغانستان ، فالتاريخ الماضى والوقائع الراهنة تبرهن بان الغرب بدأت الصليب الغير المعلن ضد الاسلام والمسلمين وسبب هذا حقدهم وعداوتهم العمياء ضد الاسلام والمسلمين فيجب على المسلمين فهم خطورة المؤامرة وعمقها ومقاومتها موحدين .

السؤال : كيف يمكن ازالة جهل الغرب عن الاسلام . يتهم علماء الغرب بان المسلمين لم يستطعوا عرض احكام الاسلام بالدلائل فماذا حقيقة السؤال ؟

الجواب : يجب على مفكرى الاسلام عرض الاسلام على الغرب بطريقة ميسرة وملائمة واظهاره فى المعاملة والسلوك خاصة فى الامور والقضايا التى تخالفها الكتاب ومفكروالغرب جهلا او حقدا يجب ان نوضحها بطريقة سهلة بالكتابة والمقالات فى لغة انجليزية وفرنسية ورومانيا وألمانيا واللغات البارزة الاخرى وتستطيع الدول المسلمة المنتجة للنفط ان تقيم محطة اذاعة وتلفاز مثل محطة سى ان ان واذاعة بريطانية وغيرها ويستطيعون مواجهة الحملات والغزوات الفكرية بهذه الوسائل الاعلامية .

السؤال :ماذا مناشدتكم كمواطن غيور ومسئول تجاه الشباب خاصة الطلاب ؟

الجواب : الشباب مستقبل الأمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مناشدتى للشباب بانكم لستم كالزبد يوجد فيكم الاصالة يوجد لكم تعريف خاص وثقافة خاصة ولايليق بكم ان تعيشوا عشواء ، يجب عليكم البحث عن

www.pathagar.com

الاصالة والتعريف الحقيقى لكم ، ان قراءة كتابة رابندرو وبنكيم (من كتاب الهندوس المشهورين) لايدلك على الشيوعيةوقراءة كتابة لينين وماؤ لايدلك على فلسفة سكريتس وبلوتو كذلك قراءة كتب علماءغير المسلمين لايدلك على معرفة الاسلام وهذا مثل البحث عن الينبع فى الصحراء . يجب على الشباب المسلم ان يبحثوا عن العنوان الحقيقى لهم فى القرآن والسنة ويجب عليهم قراءة القرآن الكريم وسنةرسول الله مع المعانى كما يجب عليهم قراءة كتب اسلامية لحصول المعرفة الحقيقية عن الاسلام وانا اناشدهم للمطالعة الواسعة عن الاسلام .

السؤال : ماذا تقويمكم عن اتحاد الطلاب الاسلامى (شيبير) ؟ وماذا تناشدون اعضاء شيبير .

الجواب :اتحاد الطلاب الاسلامى (شيبير) قلب الشعب الموحد لهذه البلاد وأملهم وشيبير اسم لعماد قدنشأ وترعرع تحت نظام تعليمى علمانى ومع ذلك اكتسب شيبير سمعة طيبة لحسن السلوك والايمان القوى مع الاصالة الاسلامية فهو رمز للقيم الاسلامية .ومناشدتى لهم :

(١) يجب التزود بعلوم القران والسنة استعدادا لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين والمؤامرات الغربية ضد الاسلام .

(٢) يجب عليهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المعاملات والسلوك واللباس والحديث وفى كل عمل وحركة كمندوب للاسلام .

(٣) اننى أحب يقظة الطلاب على السياسة ومساهمتهم فى معانات الشعب لكننى لااحب التورط الدائم مع السياسة وعدم الاهتمام بالدراسة الذى يؤدى حصول درجة مقبول فى الاختبار ، يجب الدراسة الجيدة فى الحياة الطلابية مع المشاركة فى الحركة.

(٤) "الصداقة مع الجميع ولاعداوة مع احد" يجب اتباع هذا الاصول فى الدعوة الي الله وتجنب جميع النزاعات مع الحكمة .

(٥) لايمكن اقامة الدين فى اى ارض من المعمورة الا برضا الله سبحانه وتعالى لذا يلزمنا ان نجعل علاقتنا مع الله عزوجل عميقة ومتينة باداء الفروض والسنة المطهرة والعبادات النافلة بالكثرة ، وفقنا الله جميعا بما فيه الخير والصلاح للاسلام والمسلمين ،

(المرجع : أراء الطلاب ، أكتوبر ٩٨م)

www.pathagar.com

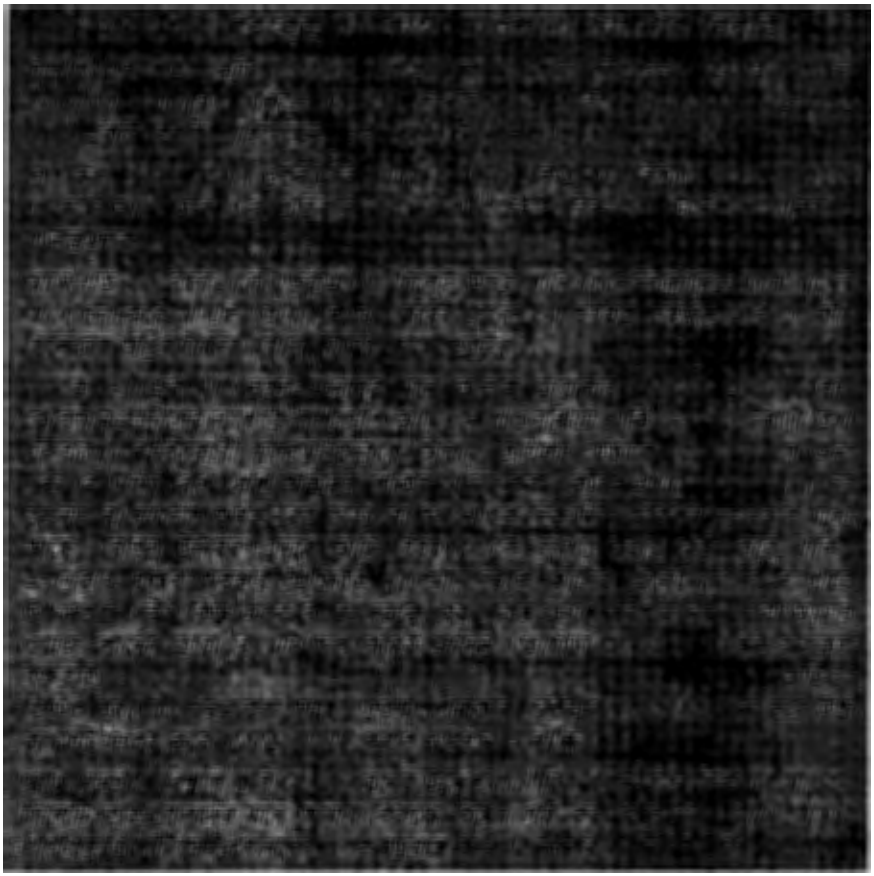

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই 'পিরোজপুর-নাজিরপুর-ইন্দুরকানী' নির্বাচনী এলাকার সংগ্রামী জনতাকে। দল-মত নির্বিশেষে যাঁদের মূল্যবান ভোটে বিশ্বনন্দিত মুফাস্সিরে কুরআন ও বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহ্সালার হযরত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে তের কোটি তৌহিদী জনতার মুখপাত্র হিসেবে কুরআনের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন। তাঁদের সীমাহীন আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়-বরণীয় ও অম্লান হয়ে থাকবে বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে।

রাফীকুল ইসলাম সাঈদী
চেয়ারম্যান
আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ